দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা শনিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২১৬ ॥ ২৩ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২০ জমাঃ আউঃ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

বিগত সরকার রেলের উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা অপচয়: উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বিগত সরকার রেলের উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা অপচয় করেছে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তীসরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান । গতকাল শুক্রবার দুপুরে দিনাজপুরের পার্বতীপুর কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানা পরিদর্শন শেষে রেলপথ উপদেষ্টা সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। রেলপথ উপদেষ্টা বলেন, বিগত সরকার রেলের উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা অপচয় করেছেন। বিনা প্রয়োজনে রেললাইন ও রেলস্টেশন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ চোখের সেবা সম্প্রসারণে অরবিসের সাথে কাজ করতে আগ্রহী : অধ্যাপক ইউনূস

শুক্রবার দেশে চক্ষুসেবা সম্প্রসারণে আন্তর্জাতিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান অরবিস ইন্টারন্যাশনালের সাথে কাজ করার জন্য বাংলাদেশের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস। -পিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস দেশে চোখের যত্ন ও পরিষেবা সম্প্রসারণের জন্য অলাভজনক প্রতিষ্ঠান অরবিস ইন্টারন্যাশনালের সাথে কাজ ও সহযোগিতা করার জন্য বাংলাদেশের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অরবিস ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট ও সিইও ডেরেক হডকির সাথে এক বৈঠকে তিনি বলেন, বাংলাদেশে চোখের যত্নের সেবা সম্প্রসারণ করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে আরা অরবিস ইন্টারন্যাশনালের সাথে কাজ করতে প্রস্তুত। গতকাল শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হড, অরবিস ফ্লাইং আই হাসপাতালের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ডেরেক বাংলাদেশ সফর করছেন। এখন চট্টগ্রামে প্রশিক্ষণ চলছে। ডেরেকে রাজধানীতে অধ্যাপক ইউনূসের সাথে তার কার্যালয়ে দেখা করেন। অরবিস বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. মুনির আহমেদ প্রধান উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাতের সময় ডেরেকের সাথে ছিলেন। অরবিস প্রেসিডেন্ট প্রধান উপদেষ্টাকে ফ্লাইং আই হাসপাতালের একটি মডেল সংস্করণ উপস্থাপন করেন। অধ্যাপক ইউনূস এটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। ডেরেক অরবিস ইন্টারন্যাশনালের কাজ সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে অবিহিত করেন। অরবিস ১৯৮২ সালে বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি-সংরক্ষণ কর্মসূচি শুরু করেছিল। অরবিস গত ৩৯ বছর ধরে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করছে। ডেরেক বলেন, এই সময়ের মধ্যে, অরবিস এ পর্যন্ত ২-এর পাতায় দেখুন

৫ দেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশিদের জন্য সতর্কতা

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্বের পাঁচ দেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশিদের জন্য সতর্কতা দিয়েছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। সেগুলো হলো- থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, লাওস, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া। এসব দেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রবাসী কিছু অসাধু ব্যক্তি ও এসব দেশে গড়ে ওঠা বেশ কিছু স্ক্যাম প্রতিষ্ঠান আকর্ষণীয় বেতনে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে জিম্মি করার তথ্য মিলেছে। এ অবস্থায় বিদেশে চাকরির উদ্দেশ্যে গমনেচ্ছু বাংলাদেশিদের এসব দেশে কম্পিউটার পরিচালনা সংক্রান্ত চাকরির প্রস্তাব পেলে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের বার্তায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশি নাগরিকদেরকে প্রবাসী কিছু অসাধু ব্যক্তি ও এসব দেশে গড়ে ওঠা বেশ কিছু স্ক্যাম প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার অপারেটর, টাইপিস্ট, কলসেন্টার অপারেটরসহ বিভিন্ন পদে আকর্ষণীয় বেতনের প্রলোভন দিয়ে নিয়োগের লক্ষ্যে বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যমে (ভুয়া ওয়েবসাইট, ইমেইল, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম ইত্যাদি) প্রচার কার্যক্রম/নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২-এর পাতায় দেখুন

ভারত ভিসা কবে উন্মুক্ত করবে সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার: হাসান আরিফ

গাজীপুর প্রতিনিধি : ভারত বাংলাদেশিদের জন্য কবে থেকে ভিসা উন্মুক্ত করে দিবে, তা ভারতের নিজস্ব ব্যাপার বলে মন্তব্য করেছেন ভূমি এবং বেসামরিক বিমান, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ এফ এম হাসান আরিফ। তিনি বলেন, ভারত বাংলাদেশিদের জন্য কবে থেকে ভিসা উন্মুক্ত করবে সেটা নিয়ে সরকারের কোনো বক্তব্য দেওয়ার কিছু নেই। শুক্রবার (২২ নভেম্বর) গাজীপুরের কালিয়াকৈরের সফিপুর নব নির্মিত ওয়ামি কমপ্লেক্সের উদ্বোধন কালে এসব কথা বলেন তিনি। হাসান আরিফ বলেন, দেশের পর্যটন বিকাশে তার মন্ত্রণালয় বিশদ পরিকল্পনা নিয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পরবর্তীতে সাংবাদিকদের জানানো হবে। এ সময় তিনি বলেন, জিয়াউর রহমানের দানকৃত জমিতে গড়ে তোলা হবে হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। সমাজে অবস্থার কারণে বিভিন্নভাবে রোহিঙ্গাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। ওয়ামী তাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে আছি। তবে শিক্ষার পাশাপাশি যুব সমাজকে এগিয়ে নিতে ওয়ামি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। অন্যতম মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সৌদি আরবের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা ২-এর পাতায় দেখুন

থানা হবে নগরবাসীর জন্য পুলিশের সার্ভিস সেন্টার: ডিএমপি কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নবনিযুক্ত কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেছেন, থানা হবে নগরবাসীর জন্য পুলিশের সার্ভিস সেন্টার। নগরবাসী যেন সহজে, নির্ভয়ে থানায় যেতে পারেন, তাদের সমস্যার কথা বলতে পারেন এবং প্রার্থিত সেবা গ্রহণ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে। গত বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ডিএমপিতে কর্মরত বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। শেখ মো. সাজ্জাত আলী ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৩৮তম কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নবনিযুক্ত পুলিশ কমিশনারের সভাপতিত্বে ডিএমপির বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। মতবিনিময় ২-এর পাতায় দেখুন

ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে ৮ দিনে ৬৫২০ টন চাল আমদানি

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের বাজারে চালের দাম স্থিতিশীল পর্যায়ে আনতে সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে গত ৮ দিনে ভারত থেকে ৬ হাজার ৫২০ দশমিক ২১ টন চাল আমদানি করেছে কর্তৃপক্ষ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) চাল আমদানির ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহারের পর ১৩ নভেম্বর থেকে চাল আমদানি শুরু করে দেশের চাল ব্যবসায়ী-রা। বন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, শুল্ক প্রত্যাহারের পর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া ১২টি কোম্পানি ভোমরা দিয়ে চাল আমদানি শুরু করে। আমদানির মধ্যে ঢাকাভিত্তিক ওল্ড পল্টন মজুমদার এগ্রোটেক ইন্টারন্যাশনাল চারটি চালানে প্রায় ১ হাজার ৮৬১ দশমিক ৪৭ টন চাল আমদানি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৩ নভেম্বর ৭৭০ টন, ১৬ নভেম্বর ৩৬৮ দশমিক ৫ টন, ১৭ নভেম্বর ৩৮০ দশমিক ৯৭ টন এবং ১৮ নভেম্বর ৩৪২ টন। এছাড়াও সাতক্ষীরার কালাই থেকে মুকুল এন্টারপ্রাইজ তিনটি চালানে ১৩, ১৪ ও ১৭ নভেম্বর ১০০ টন করে মোট ৩০০ টন আমদানি করেছে। যশোরের ঝিকরগাছা থেকে ইসমাইল হোসেন মিলন ১৩ নভেম্বর ১০০ টন এবং বগুড়া থেকে আবুল মনসুর খান তিনদিন ৫০০ টন চাল আমদানি করেছে। এর মধ্যে ১৪ ও ১৬ নভেম্বর ১৫০ এবং ১৮ নভেম্বর ২০০ টন চাল আমদানি করেছেন। ভোমরা কাস্টমস সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আবু মুসা বলেন, ভারত সরকার গত বছরের ২০ জুলাই বাংলাদেশে চাল রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। সম্প্রতি দেশটি বাংলাদেশে রফতানির অনুমতি দিয়ে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। ভোমরা ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনের ডেপুটি কমিশনার আবুল কালাম আজাদ জানান, ১৩ নভেম্বর থেকে আট দিনে বন্দর দিয়ে ভারত থেকে ৬ হাজার ৫২০ দশমিক ২১ টন চাল আমদানি হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে এ বন্দর দিয়ে চাল আমদানি বাড়বে বলেও জানান তিনি।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ২০০ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দে ইইউর সমর্থন চাইল বাংলাদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : জলবায়ু সংকটের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) এবং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দের প্রস্তাবে সমর্থন জানাতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। গতকাল শুক্রবার আজারবাইজানের বাকুতে কপ-২৯-এর চূড়ান্ত ফলাফলের বিষয়ে এলডিসি মন্ত্রী এবং ইইউ মন্ত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এই আহ্বান জানানো হয়। বৈঠকে অবশিষ্ট সমস্যার সমাধানে উভয় পক্ষের সহযোগিতার মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সমতাভিত্তিক চুক্তি অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি বলেন, অনেক সমস্যা এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। তিনি উভয় পক্ষকে একযোগে কাজ করার মাধ্যমে কপ২৯-এ একটি ২-এর পাতায় দেখুন

নতুন নির্বাচন কমিশনারদের শপথ আগামীকাল

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক সচিব এ এম এম নাসির উদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত নতুন নির্বাচন কমিশন আগামীকাল রোববার শপথ গ্রহণ করবে। এদিন দুপুর দেড়টায় নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও চার কমিশনারকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। গতকাল শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের কয়েকটি সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। গত ৫ আগস্ট ক্ষমতার পালাবদলের ১ মাস পর ৫ সেপ্টেম্বর কাজী হাবিবুল আউয়াল কমিশন একযোগে পদত্যাগ করে। এর আড়াই মাস পর গত ২১ নভেম্বর অবসরপ্রাপ্ত সচিব এ এম এম নাসির উদ্দীনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব এএমএম নাসির উদ্দীন। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন তার ২-এর পাতায় দেখুন

পর্তুগালে ইউএনএওসি গ্লোবাল ফোরামে যোগদান করবেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন পর্তুগালের উপকূলীয় শহর ক্যাসকেসে আগামী ২৫ থেকে ২৭ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘের দশম অ্যালায়েন্স অফ সিভিলাইজেশনস (ইউএনএওসি) গ্লোবাল ফোরামে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবেন। উপদেষ্টা রোববার লিসবনের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবেন। সেখানে তিনি 'ইউনাইটেড ইন পিচ: রিস্টোরিং ট্রাস্ট রিসহেপিং দ্য ফিউচার রিফ্লেক্টিং অন টু ডিকেডস অব ডায়লগ ফর হিউমিনিটি' শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা আজ বাসসকে জানিয়েছেন, বৈশ্বিক শান্তি ও মানবতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ বাংলাদেশের অবিচল অবস্থানের কথা তুলে ধরার জন্য ওই অনুষ্ঠানে ঢাকার উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন দেশের ও সরকার প্রধান, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, আন্তর্জাতিক সংস্থার নেতা, ২-এর পাতায় দেখুন

মসজিদে নববীর আদলে গড়ে তোলা হবে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ : ধর্ম উপদেষ্টা

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, মসজিদে নববীর আদলে গড়ে তোলা হবে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ। তিনি বলেন, আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদটি মুঘল স্থাপত্যের একটি অনন্য নিদর্শন। এখানকার মুসল্লীদের আকাঙ্খাকে বিবেচনায় রেখে এ মসজিদটিকে একটি আইকনিক মসজিদ হিসেবে গড়ে তোলা হবে। শুক্রবার চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিক ব্রিফিংয়ে তিনি একথা বলেন। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদটি প্রায় ৪০০ বছরের পুরাতন। এই মসজিদের মূল ভবনটি অবিকৃত রেখে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায় কিনা সে বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ২-এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে মুলাদী উপজেলাবাসির প্রীতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপের আভাস

স্টাফ রিপোর্টার : আজ শনিবারের মধ্যে দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। গতকাল শুক্রবার আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গতকাল শুক্রবার থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত দেশে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এসময় শেষরাত থেকে ভোর পর্যন্ত দেশের উত্তরাঞ্চলের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা এবং অন্যত্র হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। আবহাওয়াবিদ শাহনাজ সুলতানা জানান, লঘুচাপের প্রভাবে সাগরে ঢেউ বাড়বে। এতে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে। আগামী ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে উত্তরাঞ্চলে এক থেকে দুটি শৈত্যপ্রবাহ থাকতে পারে। এদিকে ২-এর পাতায় দেখুন

হিলিতে কমেছে পেঁয়াজের দাম, কেজি ৬০ টাকা

দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের হিলি বন্দর বাজারে কেজিতে ৩০ থেকে ৩৫ টাকা কমেছে পেঁয়াজের দাম। হিলি বন্দর বাজারে আসা এসব পেঁয়াজ ভারত থেকে আমদানিকৃত। প্রকার ভেদে এসব পেঁয়াজ পাইকারি বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৭৫ টাকা কেজি দরে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজারে ভারতের নতুন পেঁয়াজ এসেছে, যার কারণে দামও কমছে। এদিকে দাম কমে যাওয়ায় খুশি সাধারণ ক্রেতারা।

শুক্রবার (২২ নভেম্বর) সকালে হিলি বাজার ঘুরে জানা যায়, এক সপ্তাহের ব্যবধানে বাজারে পেঁয়াজের দাম কমেছে কেজিতে ৩০ থেকে ৩৫ টাকা। এক সপ্তাহ আগে যে ভারতীয় পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছিলো পাইকারি বাজারে ৯০ থেকে ৯৫ টাকা কেজি দরে। আজ তা বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৭৫ টাকা কেজি হিসেবে। কম দাম পেঁয়াজ কিনতে পেরে খুশি নিম্ন আয়ের মানুষ। হিলি বাজারে সবজি কিনতে আসা আব্দুল রাজ্জাক বলেন, "বাজারে পেঁয়াজের দামটা অনেকটা কমে গেছে। এর আগে ১০০ টাকা কেজি কিনেছিলাম। আজ ৭০ টাকা কেজি দরে কিনলাম। তবে যদি আগের স্বাভাবিক দামে কিনতে পারতাম তাহলে আমাদের জন্য ভাল হতো। খুচরা ব্যবসায়ী আব্দুল লতিফ বলেন, "পেঁয়াজের দাম কমেছে। আমরা ভাল মানের পেঁয়াজ ৭০ থেকে ৭৫ ২-এর পাতায় দেখুন

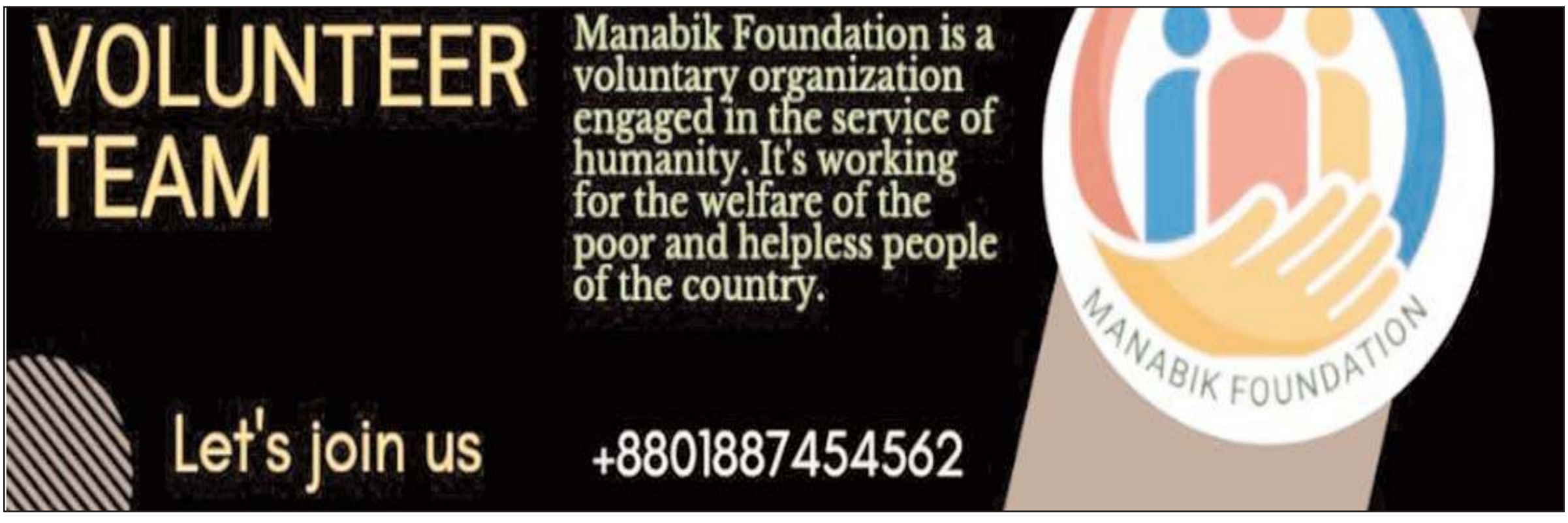

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা শনিবার ॥ ২৩ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা

রেলে কৃষিপণ্য পরিবহনে সফলতা মিলছে না

স্টাফ রিপোর্টার : রেলে কৃষিপণ্য পরিবহনে সফলতা মিলছে না। কারণ ব্যবসায়ী ও কৃষকরা ট্রেনের চেয়ে ট্রাকে পণ্য পরিবহন তুলনামূলক সহজ ও ঝামেলামুক্ত মনে করে। আর এ কারণেই ট্রেনে কৃষিপণ্য পরিবহন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে না। মূলত ব্যবসায়ীরা ট্রাক বা সহজলভ্য পরিবহন ভাড়া করে কৃষকের পণ্য মাঠ থেকেই সংগ্রহ করে। এজন্য কৃষকদের অতিরিক্ত কোনো পয়সা খরচ হয় না। বিপরীতে ট্রেনে পরিবহনের ক্ষেত্রে কৃষিপণ্য লোডিং-আনলোডিংয়ের খরচ রয়েছে। স্টেশনে আনা-নেয়া করতে হয়। এতে বাড়তি খরচের পাশাপাশি কৃষিপণ্য নষ্ট হওয়ারও ঝুঁকি থাকে। এজন্য ট্রেনে পণ্য পরিবহনে আগ্রহ পান না কৃষকরা। ব্যবসায়ী, কৃষক এবং রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দেশের বাজার ব্যবস্থায় পণ্যের দাম নির্ধারণে মধ্যস্বত্বভোগীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। তাদের এড়িয়ে স্বল্প খরচে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য বাজার পর্যন্ত পৌঁছে দিতে রেলের বিশেষ ট্রেন পরিচালনার উদ্যোগ নিলেও ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা ও সমন্বয়হীনতায় তা সফল হচ্ছে না। কারণ রেলে কৃষিপণ্য পরিবহনের শুধু কৃষকের পণ্য এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছানোর দিকেই নজর দেয়া হয়েছে। মাঠ থেকে পণ্য কীভাবে স্টেশনে আসবে এবং স্টেশন থেকে

কীভাবে সেগুলো পাইকারি বাজার পর্যন্ত যাবে তা আমলে নেয়া হয়নি। তবে রেল ও সড়কপথের সমন্বয় করে উদ্যোগ নেয়া হলে রেলে কৃষিপণ্য পরিবহনে সফলতা আসতো। সূত্র জানায়, বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশের তিনটি রুটে চারদিন কৃষিপণ্য স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করে আয় করেছে মাত্র ৬ হাজার ৮ টাকা। বিপরীতে ট্রেন পরিচালনা করতে খরচ হয়েছে প্রায় ৩০ লাখ টাকা। প্রত্যাশিত কৃষিপণ্য না পেয়ে এবং ব্যবসায়ীদের অনাগ্রহের কারণে ইতিমধ্যে পঞ্চগড়-ঢাকা ও রহনপুর-ঢাকা রুটে বিশেষ ওই ট্রেনটির চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। লোকসানের কারণে সর্বশেষ খুলনা-ঢাকা রুটের ট্রেনটি বন্ধ করে দেয়ার জন্য রেল ভবনে সুপারিশ করা হয়েছে। অথচ কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে পরিবহন ব্যয় কমাতেই বিশেষ ট্রেন চালু করে বাংলাদেশ রেলওয়ে। ‘কৃষিপণ্য স্পেশাল’ নামের ওই ট্রেনটিতে সংযুক্ত করা হয়েছিলো সাতটি লাগেজ ভ্যান, যার মধ্যে একটি ছিল রেফ্রিজারেটেড। ঢাকা-খুলনা রুটে গত ২২ অক্টোবর প্রথম ট্রেনটি পরিচালনা করা হয়। ওই ট্রিপে পণ্য পরিবহন করা হয় ১ হাজার ৮৬০ কেজি। তাতে রেলের আয় হয় ২ হাজার ৩২০ টাকা। ২৪ অক্টোবর একই ট্রেন পঞ্চগড়-ঢাকা রুটে পরিচালনা করা হয়। তাতে ৭৬০ কেজি কৃষিপণ্য পরিবহন করে রেলওয়ে পায় ১ হাজার ২৯৬ টাকা। রহনপুর-ঢাকা রুটে ২৬ অক্টোবর পরিচালনা ৭-এর পাতায় দেখুন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে চেয়ার দখল নিয়ে বিরাজ করছে অস্থিরতা

স্টাফ রিপোর্টার: দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে (ডিএই) চেয়ার দখল নিয়ে অস্থিরতা থামছে না। বিএনপিপন্থি কর্মকর্তারা চেয়ার দখলে মরিয়া। পদোন্নতি বঞ্চনা ও হয়রানির অভিযোগ তুলে বিভিন্ন কর্মসূচিতে ওই সংস্থায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। এমন অস্থির পরিস্থিতিতে ডিএই কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে এসেছে। বর্তমানে চাপ সৃষ্টি এবং টাকা ঢেলে বাগানো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ চেয়ার। পদায়ন বাণিজ্যের পাশাপাশি নানা অনুষ্ঠানের নামে চাঁদাবাজিও চলছে। তাছাড়া টেন্ডার হাতিয়ে নিতেও হুমকি-ধমকি দেয়া হচ্ছে। সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, সরকার পরিবর্তনের পর গত তিন মাসে আওয়ামীপন্থি কর্মকর্তাদের সরিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে বিএনপি ও জামায়াতপন্থিদের পদায়ন হয়েছে। শতাধিক কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, খালি হওয়া পদে বসতে একটি চক্রকে মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হচ্ছে। তবে আওয়ামী জমানার অধিকাংশ প্রকল্প পরিচালক (পিডি) এখনো বহাল আছেন। তবে বিএনপিপন্থি একদল কর্মকর্তা বড় প্রকল্পগুলোর পিডি হতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তারা প্রকল্পের বর্তমান পিডি ও ডিপিডিদের সরাতে তৎপর। সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালকদের বদলির একটি তালিকা তারা কৃষি মন্ত্রণালয়ের পাঠালেও তাতে কাজ হয়নি। এখণ প্রকল্প পরিচালকদের ছাত্র খুনের সঙ্গে জড়িত বলে ছবিসহ বড় ব্যানার ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। মূলত এ পন্থায় চাপ তৈরি করে পিডিদের চেয়ার ছাড়তে বাধ্য ৭-এর পাতায় দেখুন

খালেদা জিয়ার মঈনুল রোডের বাড়ি নিয়ে পদক্ষেপের আহ্বান আলালের

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মঈনুল রোডের বাড়িটি নিয়ে পদক্ষেপ নিতে প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তার উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। শুক্রবার প্রচার দলের ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জিয়াউর রহমানের মাজারে ফুলেল শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এই আহ্বান জানান আলাল। প্রতিরক্ষা বাহিনীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘মামলা চলাকালীন সময়ে মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই মঈনুল রোডের বাড়ি থেকে খালেদা জিয়াকে এক কাপড়ে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তার সেই স্মৃতিবিজড়িত জায়গাটি নিয়ে এমন কিছু পদক্ষেপ নেন, যাতে তিনি তার ক্ষত সারিয়ে নিতে পারেন। দেশবাসীও যাতে মনে করে খালেদা জিয়ার প্রতি যে অন্যায়-অবিচার হয়েছে তার কিছুটা হলেও প্রতিকার হয়েছে।’ আলাল বলেন, ‘খালেদা জিয়া এদেশের সূর্য সৈনিক। তিনি সামরিক বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্ত্রী। তিনি সেনা দিবসে ক্যান্টনমেন্ট যাবেন এটাই স্বাভাবিক। তবে সেখানে তার যে অনুভূতি বা অভিব্যক্তি দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে একটি পাখিকে বহু বছর পায়ে শিকলবন্দি করে রাখা হয়েছিল। সে পাখিকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা ও আইন উপদেষ্টা কিছুদিন আগে বলেছিলেন নির্বাচনি ট্রেনের যাত্রা শুরু হয়েছে। সিইসিসহ চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার এর প্রথম পদক্ষেপ দেখলাম।’ সংস্কার প্রশ্নে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘আমরাই সংস্কারের জনক। বিভিন্ন দফা পেশ করে পরবর্তীতে ৩১ দফার প্রস্তাবনা আমরা তুলে ধরেছি। আমরা যখন সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করি তার অনেক পরে ছাত্রবিপ্লব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সামনে নির্বাচন ট্রেন কত দ্রুত গতিতে চলবে তা আমরা সবাই বুঝতে পারবো। বিএনপি নতুন ইসির প্রতি আস্থা রাখতে চায়। তবে কথা কম বলে কাজে বিশ্বাসী দেখতে চাই।’
এসময় প্রচার দলের সভাপতি মসহফুজ কবির, সাধারণ সম্পাদক আকবার হোসেন, সিনিয়র সহসভাপতি আল আমিন, সহসভাপতি আজিজুস সামাদ, রুহুল আমিন, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওয়াকিদুজ্জামান ডাবলু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আসাদুজ্জামান আকাশ, সাংগঠনিক সম্পাদক এম আক্কাস আলী, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক রুহুল আমিন খান, যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক মোবারক হোসেন, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক রুবেল নিলয়, সহ অর্থ সম্পাদক কামাল উদ্দিন আহমদ, সহ- মহিলা সম্পাদক সেলিনা রহমান, সদস্য খায়রুল ইসলাম শান্ত,আব্দুল বারেক শেখসহ আয়োজক সংগঠনের বিভিন্নস্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

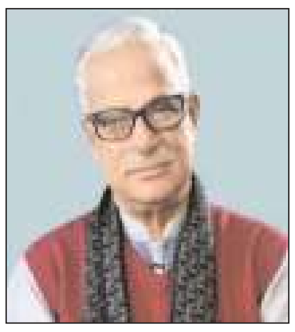

আ. লীগ বিষধর সাপের দল, নিষিদ্ধের আগে তাদের বিচার করতে হবে: ফারুক

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগকে বিষধর সাপের দল সম্বোধন করে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন ফারুক বলেছেন, ফ্যাসিস্ট রাজনীতিক দলকে নিষিদ্ধ করলেই কিন্তু বিষধর সাপরা চলে যায় না। গতকাল শুক্রবার আশুলিয়া থানা বিএনপির নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে এ কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, ফ্যাসিস্ট ৭-এর পাতায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্রে গৌতম আদানির বিরুদ্ধে পরোয়ানা, লাভ হবে বাংলাদেশের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ঘুষ প্রদানের অভিযোগে ভারতের আদানি গ্রুপের কর্ণধার গৌতম আদানি ও তার সহযোগীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত। আদালতের অভিযোগে বলা হয়েছে, সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহের একটি লোভনীয় কাজ পেতে ভারতীয় কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান করেছেন গৌতম আদানি। এ কারণে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দুকে জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও বুয়েটের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ড. ইজাজ হোসেন বলেছেন,

গৌতম আদানির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানার বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য লাভজনক হবে। তিনি জানিয়েছেন, আদানির সঙ্গে থাকা বাংলাদেশের বিদ্যুৎ চুক্তি তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছে ঢাকার একটি আদালত। ঠিক এর পরের দিনই গৌতম আদানির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে জারি হয়েছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। তিনি বলেন, “আদানি ও শেখ হাসিনা সরকারের মধ্যে হওয়া জ্বালানি চুক্তি প্রথম থেকেই বিতর্কিত ছিল। কারণ হাসিনার আমলে হওয়া অন্য চুক্তির মতো এটিও কোনো টেন্ডার ছাড়া হয়। তা সত্ত্বেও অন্তর্বর্তীসরকার আদানির প্রতি ইতিবাচক পদক্ষেপ ও আলোচনা চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু আদানির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের এই অভিযোগের পর, আলোচনার জায়গা খুব সম্ভবত কমে যাবে। ফলে বিদ্যুতের দাম পুনর্নির্ধারণে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তীব্র চাপে পড়বে আদানি গ্রুপ।”ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করেছিল দ্য হিন্দু। কিন্তু তারা কোনো মন্তব্য করেনি। তবে দেশটির কর্মকর্তারা বলেছেন, জি২জি চুক্তির আওতায় বাংলাদেশে এখনো বিদ্যুৎ সরবরাহ করছেন তারা। কিন্তু আদানির মতো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি নিয়ে ৭-এর পাতায় দেখুন

খেজুরের আমদানি শুল্ক কমল, কমতে পারে দাম

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র রমজানকে কেন্দ্র করে আমদানি ও জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে খেজুরে বিদ্যমান মোট করভার কমিয়েছে সরকার। এটির হার ৬৩ দশমিক ৬০ হতে কমিয়ে ৩৮ দশমিক ৭০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ কারণে মানভেদে খেজুরের দাম কেজিতে ৬০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত কমবে। গত বৃহস্পতিবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে এ সম্পর্কিত ভিন্ন দুটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, খেজুরের ওপর বিদ্যমান কাস্টমস ডিউটি ২৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১৫ শতাংশ, অগ্রিম আয়কর ১০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৩ শতাংশ এবং বিদ্যমান ৫ শতাংশ আগাম কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়েছে। এতে করে মোট করভার ৬৩ দশমিক ৬০ হতে হ্রাস হয়ে ৩৮ দশমিক ৭০ শতাংশ ৭-এর পাতায় দেখুন

তিন টার্গেট নিয়ে এগোচ্ছে বিএনপি

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর বিএনপির পক্ষ থেকে দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছেন দলটির শীর্ষ নেতারা। তবে অন্তর্বর্তীসরকারের পক্ষ থেকে সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও নির্বাচন নিয়ে তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে তিন টার্গেট নিয়ে এগোচ্ছে বিএনপি। এক. আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারকে চাপে রাখা, দুই. দল পুনর্গঠন, তিন. নির্বাচনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সারা দেশের জেলায় জেলায় সফর শীর্ষ নেতাদের জনসংযোগ।

বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, অন্তর্বর্তীসরকার ডিসেম্বর মাসের মধ্যে যৌক্তিক কোনো রোডম্যাপ ঘোষণা না করে তাহলে দলটি নির্বাচনের জন্য আন্দোলনের দিকেও যেতে পারে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠকে অন্তর্বর্তীসরকারের কাজ ও গতি প্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন দলটির শীর্ষ নেতারা। সেখানেই নির্বাচনের রোডম্যাপের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির কথা বলা হয়। তারা ডিসেম্বরের মধ্যেই রোডম্যাপ চায়। তা না হলে তারা সরকারের ওপর চাপ আরো বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেন। প্রতিটি নির্বাচনি এলাকায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে আগামী সংসদ নির্বাচনে দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীরা। নিচ্ছেন নির্বাচনি প্রস্তুতি। প্রতিটি এলাকায় গড়ে তিন থেকে চারজন করে মনোনয়নপ্রত্যাশী নেতা চষে বেড়াচ্ছেন নিজ নিজ এলাকায়। বিভিন্ন কৌশলে ও নানা রকমের জনসম্পৃক্ত কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে তারা মূলত নির্বাচনি ৭-এর পাতায় দেখুন

রিমান্ড শেষে কারাগারে সাবেক মেয়র আতিক

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে উত্তরা পূর্ব থানাধীন আজমপুর বাসস্ট্যান্ডে বকুল মিয়া নামে এক ব্যক্তি গুলিতে নিহতের মামলায় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামকে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ঢাকার ৭-এর পাতায় দেখুন

এস আলমের বিরুদ্ধে ব্যাংক ধসিয়ে দেয়ার যথেষ্ট প্রমাণ আছে : সেলিম রায়হান

স্টাফ রিপোর্টার : বিগত সরকারের আমলে দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে ব্যাংক দখলের অভিযোগে এস আলম গ্রুপকে আইনের আওতায় আনার জন্য ‘যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে’ বলে মন্তব্য করেছেন সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান। গতকাল শুক্রবার এফডিসিতে ‘আর্থিকখাতের বিশৃঙ্খলা তৈরিতে ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা’ বিষয়ে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি অয়োজিত ছায়া সংসদে তিনি এ মন্তব্য করেন। সেলিম রায়হান বলেন, বিগত সরকারের আমলে ‘অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে’ ঋণ খেলাপির নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। ছোট ছোট প্রকল্প থেকে মেগা প্রকল্পসহ সব ক্ষেত্রেই দুর্নীতির ছায়া ছিল। আমরা দেখেছি যিনি ঋণ খেলাপি, তিনিই কর খেলাপি আবার তিনিই অর্থ পাচারকারী ও দুর্নীতিবাজ। অতীতে ৭-এর পাতায় দেখুন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের সংঘর্ষের ঘটনায় রাজশাহী মহানগর ছাত্রদলের সাংবাদিক সম্মেলন

মোঃ সাকিবুল ইসলাম স্বাধীন, রাজশাহী: বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে রাজশাহীতে নিজেদের মধ্যে দুইটি গ্রুপ বিরোধে জড়ায়। তার মধ্যে একজন ভূয়া সমন্বয়ক দাবী করাই তাকে গণপিটুনি দেয়ার ঘটনা ঘটে।বৃহস্পতিবার নগরীর সিএন্ডবির মোড়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এই সংঘর্ষের ঘটনায় সাংবাদিক সম্মেলন করেছে রাজশাহী মহানগর ছাত্রদল। শুক্রবার বেলা ১১টায় নগরীর বড়কুঠি কফিবারে রেস্টুরেন্টে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি আকবর আলী জ্যাকি, রাজশাহী মহানগর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মাকসুদুর রহমান সৌরভ, সুলতান আহমেদ রাহি ছাত্রদলের আহ্বায়ক, আদিউল ইসলাম সজিব-যুগ্ম-সম্পাদক ছাত্রদল, খালিদ বিন ওয়ালিদ (আবির) আহ্বায়ক, রাজশাহী কলেজ ছাত্রদল, আহমেদ রায়হান সদস্য সচিব বোয়ালিয়া থানা (পশ্চিম) ছাত্রদল, মাহমুদুল হাসান লিমন সদস্য সচিব নিউ ডিগ্রি কলেজ। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি আকবর আলী জ্যাকি বলেন, জুলাই আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান কে কেউ কেউ ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার নিমিত্তে ভুয়া সমন্বয়ক সেজে নিজের স্বার্থ হাসিল করার চেষ্টা করছে। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা লক্ষ্য করছি পতিত স্বৈরাচারের দোসর হিসেবে পরিচিত, ছাত্র সংগঠন নামের কলঙ্ক নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ এর সক্রিয় নেতাকর্মীরা খোলস পাল্টে সমন্বয়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়ে দেশে একটি অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির পায়তারা করছে। এরই ধারাবাহিকতায়, ০৫ আগস্ট পরবর্তী সময় হতে জাসদ ৭-এর পাতায় দেখুন

৪ ঘণ্টা পর জুরাইন রেলগেট ছাড়লেন রিকশাচালকরা রেল চলাচল শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালকরা জুরাইন রেলগেট এলাকা থেকে সরে গেছেন। এতে দীর্ঘ ৪ ঘণ্টা পর ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ এবং পদ্মা সেতু হয়ে রাজশাহী ও খুলনাগামী ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। শুক্রবার (২২ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে তারা রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে তারা রেলপথ থেকে সরে দাঁড়ান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার মো. আনোয়ার হোসেন। তিনি জানান, সকাল ১১টার দিকে তারা রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। পুলিশ এসে তাদেরকে বুঝিয়ে আন্দোলন বন্ধ করতে বললে তাদের সঙ্গে রিকশাচালক ও পুলিশের মধ্যে ধাওয়া পাল্টাধাওয়া শুরু হয়। এরপর পুলিশ টিয়ার শেল ছুড়ে ও লাঠিপেটা করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে ৭-এর পাতায় দেখুন

ডেঙ্গুতে দুইজনের মৃত্যু হাসপাতালে ভর্তি ৪৫৮

স্টাফ রিপোর্টার : গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও দুই জনের মৃত্যু হয়েছে এবং একই সময়ে সারা দেশে ৪৫৮ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। শুক্রবার (২২ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬২ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫৮ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ১১৪ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৬৭ জন,

খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬৫ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২২ জন, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪৭ জন, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) দুই জন, সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) একজন রয়েছেন। ২৪ ঘণ্টায় ৪৬৮ জন ডেঙ্গুরোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন, চলতি বছরে মোট ৮০ হাজার ৫১৮ জন ডেঙ্গুরোগী ছাড়পত্র পেয়েছেন। চলতি বছরের ২২ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে ৮৪ হাজার ৮২৬ জন। এর মধ্যে ৬৩ দশমিক দুই শতাংশ পুরুষ এবং ৩৬ দশমিক আট শতাংশ নারী রয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও দুই জনের মৃত্যু হয়েছে এবং চলতি ৭-এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানে যাত্রীবাহী গাড়িতে গুলি নারী-শিশুসহ নিহত ৪২

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানে যাত্রীবাহী গাড়িবহরে বন্দুক হামলায় তিন নারী-শিশুসহ অন্তত ৪২ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২০ জন। দেশটির পুলিশের বরাত দিয়ে পাকিস্তানি প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ এ তথ্য জানিয়েছে। এক প্রতিবেদনে জিও নিউজ জানায়, বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের কুর্রাম জেলার ওচত এলাকায় যাত্রী-বাহী যানবাহনে হামলাকারীরা গুলি চালালে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে খাইবার পাখতুনখোয়ার প্রধান সচিব নাদিম আসলাম চৌধুরী বলেন, হামলাটি একটি বড় ট্র্যাজেডি। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কারণ, অনেকে আশঙ্কাজনক। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকিস্তানের পারাচিনার থেকে পেশোয়ার ৭-এর পাতায় দেখুন

নারায়ণগঞ্জে পুলিশের অভিযানে ১৯ জুয়াড়ি গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় নগদ টাকা, জুয়া খেলার সরঞ্জামসহ ১৯ জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার দুপুরে তাদের নারায়ণগঞ্জ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতে ফতুল্লার মাসদাইর এলাকায় গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও ফতুল্লা মডেল থানা পুলিশ যৌথ অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করে। এ সময় জুয়া খেলার চার বান্ডিল তাস ও নগদ ১৯ হাজার ৪৩০ টাকা উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার মাসদাইর এলাকার মো. কামরুল মন্ডল (৪০), মো. মোতালেব (২৮), মো. রফিক (৩৬), মো. এনামুল (৩৮), মো. রোমান (৪০), মো. হারুন (৩৮), মো. তানজিল (২৫), মো. আজিম আলী (৩৭), মো. আশরাফুল (৩৬), মো. রাজু (২৮), মো. আরিফ (৩২), মো. মামুন (৩৫), আমিনুল ইসলাম (৩০), মো. তানিম (২৮), মো. আলাল (৪৫), কবির হোসেন (৫০), মো. শাজাহান (৩৬), মো. আতাউর ৭-এর পাতায় দেখুন

চার্লসের রাজ্যাভিষেকের খরচ ৭ কোটি পাউন্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ২০২৩ সালের মে মাসে ব্রিটেনের রাজা চার্লসের রাজ্যাভিষেকের জন্য খরচ হয়েছিল সাত কোটি ২০ লাখ পাউন্ড। এই অর্থের পুরোটাই গেছে করদাতাদের পকেট থেকে। তবে প্রকাশিত সরকারি প্রতিবেদনের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে রাজতন্ত্রবিরোধী গ্রুপ জানিয়েছে, প্রকৃত খরচ আরো অনেক বেশি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অনুষ্ঠানের পুলিশি নিরাপত্তার জন্য খরচ হয়েছে দুই কোটি ১৭ লাখ পাউন্ড। এর বাইরে সংস্কৃতি, সংবাদমাধ্যম এবং ক্রীড়া বিভাগের জন্য খরচ হয়েছে পাঁচ কোটি তিন লাখ পাউন্ড। ব্রিটেনের প্রায় দুই কোটি মানুষ টিভিতে চার্লসকে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে মুকুট পরতে দেখেছেন। তবে এর আগের বছর রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের শেষকৃত্য দেখেছিলেন দুই কোটি ৯০ লাখ মানুষ। রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠানে সারা বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এবং পরের রাতে উইন্ডসর ক্যাসেলে তারকাদের নিয়ে কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। রাজতন্ত্রবিরোধী গ্রুপ রিপাবলিক এই অভিষেক অনুষ্ঠানকে করদাতাদের অর্থ অপচয়ের ‘নোংরা দৃশ্য।’ প্রকৃত খরচ আরো বেশি হতে পারে জানিয়ে রিপাবলিকের প্রধান নির্বাহি গ্রাহাম স্মিথ গার্ডিয়ানকে বলেছেন, ‘সাত কোটি ২০ লাখ পাউন্ড খরচ হলে আমি অবাক হব।’ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, লন্ডনের জন্য পরিবহন, ফায়ার ব্রিগেড এবং স্থানীয় কাউন্সিলগুলোও রাজ্যাভিষেকের সাথে সম্পর্কিত খরচ বহন করেছে। সব মিলিয়ে রাজ্যাভিষেকে ১০ কোটি থেকে ২০ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড খরচ হয়ে থাকতে পারে বলে জানান গ্রাহাম।

তিনি বলেন, ‘যখন সাংবিধানিক ভূমিকা নেই ৭-এর পাতায় দেখুন

নারায়ণগঞ্জে শেখ হাসি-নাসহ ৬১ জনের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে মুরসালিন আলম (২২) নামের একজন গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামি করে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলা হয়েছে। মামলায় ৬১ জনের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে। অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করা হয়েছে আরও ১৫০-২০০ জনকে। ভুক্তভোগীর বাবা মো. শাহ আলম মামলার জন্য আগেই নারায়ণগঞ্জ আদালতে আবেদন করেছিলেন। গতকাল শুক্রবার দুপুরে আদালতের নির্দেশনায় সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলাটি রুজু করা হয়। বিকেলে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি আল মামুন। মামলার উল্লেখযোগ্য আসামিরা হলেন সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের (৬০), সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল (৬০), সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক (৬০), আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ৭-এর পাতায় দেখুন

এলপিজি’র পরিবেশক ও ডিলারদের তালিকা নিয়ে জটিলতা

স্টাফ রিপোর্টার : তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) পরিবেশক বা ডিস্ট্রিবিউটর এবং ডিলারদের তালিকা তৈরি নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি জ্বালানি মন্ত্রণালয় এলপিজি সরবরাহকারী কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়ীদের সংগঠন ‘লোয়াব’-এর কাছে সরবরাহকারী এবং ডিলারদের তালিকা চেয়েছে। কিন্তু এলপিজি ব্যবসায়ীরা বলছেন, এটি তাদের বিজনেস সিক্রেসি বা বাণিজ্যিক গোপনীয়তা। ফলে এই তালিকা তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। এলপিজির সরবরাহকারী বা ডিস্ট্রিবিউটরদের তালিকা কেন করা হচ্ছেড় সে বিষয়ে জ্বালানি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্যই এ কাজ করা হচ্ছে। বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে কারা এই বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত তা জানা প্রয়োজন। এজন্য সম্প্রতি তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) ডিস্ট্রিবিউটর, ডিলারসহ সারা দেশের ব্যবসায়ীদের তালিকা চেয়েছে জ্বালানি মন্ত্রণালয়। এলপিজি সরবরাহকারী কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়ীদের সংগঠন লোয়াবকে তালিকা করার বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টদের সহায়তা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লোয়াবের সভাপতি আজম জে চৌধুরী বলেন, আমাদের সদস্যদের তালিকাটাই তো ব্যবসায়ীদের তালিকা। এই তালিকা তো সরকারের কাছেও আছে। এখন আমরা যতটুকু বুঝলামড়তারা আমাদের ডিস্ট্রিবিউটর এবং ডিলারদের তালিকা চাচ্ছে। প্রত্যেকটা কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটর এবং ডিলার তালিকা আলাদা এবং এটা নির্দিষ্ট থাকে না। আজকে আছে, কাল নাও থাকতে পারে? এসবের লাইসেন্স দেয় সরকার। সরকার এই দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছে। তিনি বলেন, এই তালিকা আমরা কেন দেবো? এটা সরকারের কাজ। সদস্যদের তালিকা চাইলে আবারও দেবো। কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটর ও ডিলারদের তালিকা তো কোম্পানির বিজনেস সিক্রেট। এটা কেন আমি জানাবো? তারা (সরকার) নিজেরাই জানে না কারা অপারেট করতেছে। কাদের লাইসেন্স দিয়েছে, কাদের নাই। ৭-এর পাতায় দেখুন

সোহরাওয়ার্দীতে সমাবেশ করবে অহিংস গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতিবিরোধী বিশেষ আইন প্রণয়ণের দাবিতে আগামী ২৫ নভেম্বর রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সংহতি সমাবেশ করার কথা জানিয়েছে অহিংস গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশ নামের একটি সামাজিক সংগঠন। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের মাওলানা আকরম খাঁ হলে সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানান সমাবেশের আয়োজক সংগঠনের নেতারা। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে অহিংস গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের সদস্য মো. মাহবুবুল আলম চৌধুরী বলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এক কোটি ৮০ লাখ মানুষের অনুসমর্থনের ভিত্তিতে একটি বিশেষ আইন প্রণয়নের জন্য গত চার বছর ধরে আমাদের এই সংগঠন কাজ করছে। গত ১৮ আগস্ট শাহবাগ চত্বরে এক সংহতি সমাবেশের মাধ্যমে আমরা প্রধান উপদেষ্টা বরাবর এই দুর্নীতিবিরোধী বিশেষ আইনের খসড়া জমা দিয়েছি। এরই ধারাবাহিকতায় একই দাবিতে ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

মসজিদে নববীর আদলে গড়ে তোলা

নেয়া হবে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, মসজিদের জায়গার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসল্লীর নামাজের ব্যবস্থা যাতে করা যায় সেভাবে নকশা প্রণয়ন করা হবে। তিনি আরো বলেন, কুয়েত চ্যারিটি ফান্ড থেকে প্রাপ্ত ১০ কোটি টাকা মন্ত্রণালয়ের তহবিলে জমা আছে। এর বেশি টাকা দরকার হলে সেটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও মন্ত্রণালয়ের তহবিল থেকে সংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। ড. খালিদ বলেন, মসজিদের নকশা প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে সয়েল টেস্ট ও ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে। এবছরের ডিসেম্বরের মধ্যে নকশা প্রণয়নের কাজ শেষ হবে এবং আসছে জানুয়ারি এ মসজিদের উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে বলে উপদেষ্টা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় পরিচালক বোরহান উদ্দিন মো. আবু আহসান, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির উপ-পরিচালক মো. আশরাফুজ্জামান, আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের খতিব মাওলানা সৈয়দ মো. আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবেরী আল-মাদানী, মসজিদের ইমাম মাওলানা মো. আনোয়ারুল হক, মুসল্লী পরিষদের সভাপতি সালাউদ্দিন কাসেম খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

থানা হবে নগরবাসীর জন্য পুলিশের

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের উদ্দেশে কমিশনার বলেন, থানা হলো জনসাধারণকে সেবা প্রদানের মূল কেন্দ্রস্থল। পুলিশের কাজ হচ্ছে জনগণকে সেবা দেওয়া। আমরা সম্মানিত নগরবাসীকে সর্বোচ্চ সেবা দিতে চাই। থানায় আগত একজন ব্যক্তিও যেন সেবা বঞ্চিত না হন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য প্রধান ও প্রথম কাজ হবে জনগণের সঙ্গে ভালো ব্যবহার ও তাদের কথা শোনা এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে যেকোনও ব্যত্যয় গ্রহণযোগ্য হবে না। সভায় উপস্থিত ট্রাফিক বিভাগের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ডিএমপি কমিশনার বলেন, রাজধানীর অন্যতম সমস্যা হচ্ছে যানজট। যানজট নিরসনে ট্রাফিক বিভাগের প্রতিটি সদস্যকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও পেশাদারত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ব্যবহারে হতে হবে বিনয়ী কিন্তু আইন প্রয়োগে হতে হবে দৃঢ়। সভায় অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস্) মো. ইসরাইল হাওলাদার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা) রেজাউল করিম মল্লিক, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) খোন্দকার নাজমুল হাসান, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম) মো. মাসুদ করিম, যুগ্ম পুলিশ কমিশনাররা, উপ-পুলিশ কমিশনাররাসহ ডিএমপির বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ২০০ বিলিয়ন

অর্থবহ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক চুক্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। বৈঠকে এলডিসি মন্ত্রীরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে তাদের মূল অবস্থান তুলে ধরেন। ইইউ মন্ত্রীরা এলডিসি দেশগুলোর উদ্বেগের বিষয়গুলো স্বীকার করেন এবং জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। বৈঠকে জলবায়ু অর্থায়ন, অভিযোজন, নির্গমন হ্রাস এবং গ্লোবাল স্টকটেক প্রক্রিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

তথ্য গোপন করে এনআইডি নেওয়ার

কুড়িগ্রামে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীতে জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি পদে ছিলেন। কুড়িগ্রাম-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক উমর ফারুক বলেন, মোস্তাফিজার রহমান ভারতীয় নাগরিক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে দীর্ঘ সময় কুড়িগ্রামে কীভাবে আছেন, নাগরিকত্ব কীভাবে পেলেন এটা আমার জানা নেই। তিনি দীর্ঘদিন জাতীয় পার্টির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরে ক্ষমতায় এলে ১৯৯৪ সালে বিএনপিতে যোগ দেন। কুড়িগ্রাম পৌরসভার সাবেক মেয়র আবু বকর সিদ্দিক বলেন, তার জাতীয় পরিচয়পত্রে জন্মস্থান কুড়িগ্রাম উল্লেখ করা হয়। এটি তথ্য গোপনের শামিল। জন্ম নিবন্ধন সনদ ছাড়া জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়ার কোনো আইন নেই। কীভাবে এনআইডি কার্ড পেলেন তা নির্বাচন কমিশন বলতে পারবে। তিনি আরও জানান, মোস্তাফিজার রহমানের এনআইডিতে উল্লেখ রয়েছে তার জন্মস্থান কুড়িগ্রাম, ঠিকানা দিয়েছেন কুড়িগ্রাম পৌরসভার হাসপাতাল পাড়া এলাকা। আসলে ৮০ এর দশকে ডিজিটালাইজড না থাকায় তথ্য গোপন করে তিনি কুড়িগ্রামের বাসিন্দা হয়েছেন। এছাড়া তিনি ভারতীয় নাগরিক হিসেবে সস্ত্রীক কুড়িগ্রামে জেল খেটেছেন। জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কাগজপত্র সংগ্রহ করলে বিষয়টি খোলাসা হবে। কুড়িগ্রাম-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সাইফুর রহমান রানা বলেন, মানবিক দিক বিবেচনা করে কুড়িগ্রামের মানুষ তার বসবাসে সহযোগিতা করেছে। তবে তিনি যে ভারতীয় নাগরিক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নাগরিকত্ব ও জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মোস্তাফিজার রহমান বলেন, আমার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমার মানসম্মান ক্ষুণ্ণ করার জন্য একটি মহল বিভিন্নভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন আমার জাতীয় পরিচয়পত্র প্রমাণের জন্য প্রমাণাদি চাইলে আমি দিতে প্রস্তুত আছি। কুড়িগ্রাম জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. আলমগীর জানান, তথ্য গোপন করে এক ভারতীয় জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণ করেছেন বলে আমার দপ্তরে এক ব্যক্তি অভিযোগ করেছেন। তবে এ বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, আইন অনুযায়ী জাতীয় পরিচয়পত্র পেতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বা জ্ঞাতসারে কোনো মিথ্যা বা বিকৃত তথ্য দেওয়া অথবা তথ্য গোপন করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত লেবানন থেকে

খোন্দকার এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা। আইওএমের পক্ষ থেকে প্রত্যাবাসনকৃত প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা পকেটমানি, কিছু খাদ্যসামগ্রী ও প্রাথমিক মেডিকেল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বিমানবন্দরে ফিরে আসা বাংলাদেশিদের সঙ্গে তারা যুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়ে কথা বলেন ও তাদের খোঁজ খবর নেন। লেবাননে ইসরায়েলি বোমা হামলায় এ পর্যন্ত একজন বাংলাদেশি নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। লেবাননে চলমান যুদ্ধাবস্থায় যত প্রবাসী বাংলাদেশি দেশে ফিরে আসতে চান তাদের সবাইকেই সরকার নিজ খরচে দেশে ফেরত আনবে। বৈরুতের বাংলাদেশ দূতাবাস দেশে ফিরে আসতে ইচ্ছুক বাংলাদেশিদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য এবং যারা ফিরে আসতে অনিচ্ছুক তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে।

খুনি হলেও দলীয় নেতাকর্মীদের আ.

উল্লেখ করে তিনি বলেন, আশুলিয়ায় যখন দুটি মামলা হলো, সেই মামলায় আসামিদের কোনো নাম নেই। নাম না থাকা অবস্থায় মামলা তদন্তের জন্য সিআইডির কাছে গেল। সে মামলায় যখন দিনের পর দিন শুনানি চলছে, সিআইডিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দেলোয়ারকে আদালতে হাজির করতে। দেলোয়ার আসলে কোনো সময় হাজির হননি। তিনি আরও বলেন, বেশ কয়েকটা তারিখ যাওয়ার পর একদিন দেখি দেলোয়ার কোর্টের ভেতরে বসে আছেন। ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আদালতে বলছেন, দেলোয়ারের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়নি এবং তিনি জানেনও দেলোয়ার কোথায় আছে। তখন আমি কোর্টে দাঁড়িয়ে বললাম, তিনি কোর্টেই বসে আছেন। তখন জজ সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি এখানে বসে আছেন কেন? দেলোয়ার তখন বলের, সিআইডি তাকে বলছে, কি একটা মামলা আছে, যান দেখে আসেন। সিআইডির প্রতি নির্দেশ ছিল তাকে কোর্টে হাজির করার। অর্থাৎ দেখেন ক্ষমতা, অর্থ এবং রাজনৈতিক পরিচয় যদি সঙ্গে থাকে তাহলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর আচরণও কত মধুর হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সামিনা লুৎফা বলেন, দেশে শ্রমিকদের অধিকার পাওয়ার একটাই উপায় শ্রমিকদের সংঘটিত হতে হবে। ক্ষমতায় যেই সরকারই থাক না কেনো শ্রমিকের অধিকার আদায়ে তাকে সব সময় রাস্তায় থাকতে হবে। আমাদের দেশের ব্যবস্থায় শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার তার বক্তব্যে বলেন, তাজরীন থেকে আজ পর্যন্ত যেসব পোশাক শ্রমিক আমাদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন, যাদের প্রাণের বিনিময়ে আমাদের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে, আমরা তাদের সবাইকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আমরা মনে করি যে আজকের এ প্রকাশনাটিও আমাদের আন্দোলনের একটি হাতিয়ার। সভায় অনান্য বক্তারা বলেন, আগামী ২৪ নভেম্বর তাজরীনে আগুনে পুড়িয়ে শ্রমিক হত্যা ও বিচারহীনতার ১২ বছর হতে চলেছে। দীর্ঘ সময় যাওয়ার পরও শাস্তির আওতায় আসেনি দোষীরা, কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসেনি ক্ষতিপূরণের আইনে, শ্রমিকের মর্যাদাপূর্ণ মজুরিও নিশ্চিত হয়নি। বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপ্রধান অঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন তাজরীনে নিহত শ্রমিক শাহ আলমের মা সাহারা বেগম, গণসংহতি আন্দোলনের নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল, লেখক ও কলামিস্ট কল্লোল মোস্তফা।

আলুর দাম আরও বেড়েছে

করিম বলেন, এক সপ্তাহ আগেই বেগুন ও বরবটির দাম ২০ টাকা কম ছিল। এখন বেড়েছে। ঝিঙা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা ৮০ থেকে ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এগুলো কিছুটা কমেছিল, এখন আবার বাড়ছে। অবশ্য কারওয়ান বাজারের মতো বড় বাজারে সবজির এ দাম আরও কিছুটা কম। অন্যদিকে কলমিশাক, লালশাক, ডাটাশাক, পুঁইশাকসহ বিভিন্ন শাকের দামও ৫ টাকা করে (মুঠিতে) বেড়েছে বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা। অন্যদিকে মসলা পণ্যের মধ্যে পেঁয়াজের দাম বেশি। খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ ১৩০ থেকে ১৫০ টাকায় ও আমদানি করা পেঁয়াজ ১১০ থেকে ১২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া আদা, রসুন ও আলুর দাম আগের মতোই রয়েছে। তবে বাজারে স্থিতিশীল আছে মুরগি ও ডিমের দাম। ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি ১৮০ থেকে ১৯০ টাকা ও সোনালি মুরগি কেজি ৩০০ থেকে ৩১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ফার্মের মুরগির এক ডজন ডিমের দাম ১৫০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। তবে বড় বাজারগুলোতে এর চেয়ে ৫ টাকা কমে বিক্রি হতে দেখা গেছে।

সিদ্ধিরগঞ্জে শেখ হাসিনাসহ ৬১

সাংসদ মো. সেলিম ওসমান, সাবেক ডিবি প্রধান হারুন অর রশিদ এবং আ:লীগ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীকে। এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত ১৮ জুলাই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলার সময়ে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের জালকুড়ি বাসস্ট্যান্ডে আহত মুরসালিন আলমসহ বহুসংখ্যক জনতা একত্রিত হয়ে সড়ক অবস্থান নেন। তখন মামলার আসামিরা তাদের উদ্দেশ করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। প্রাণ রক্ষায় ভুক্তভোগী স্থান ত্যাগ করার চেষ্টাকালে তার কোমর এবং দুই পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। পরবর্তীতে মুরসালিনকে রক্তাক্ত অবস্থায় কয়েকজন ব্যক্তি তাৎক্ষণিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যান।

হিলিতে কমেছে পেঁয়াজের

টাকা পাইকারি কিনে তা খুচরা ৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছি।" হিলি বাজারের পাইকারি পেঁয়াজ ব্যবসায়ী ফেরদৌস রহমান বলেন, "এক সপ্তাহ ধরে পেঁয়াজের দাম কমতে শুরু করেছে। ভারতে নতুন পেঁয়াজ উঠতে শুরু করেছে। যার কারণে ঐদেশে দাম কমে গেছে। এছাড়াও প্রচুর পেঁয়াজ আমদানি হচ্ছে। আমরা প্রকার ভেদে ৬০ থেকে ৭৫ টাকা কেজি হিসেবে পাইকারি বিক্রি করছি।"

বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপের আভাস

এখন সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে। গ্রামাঞ্চলে সন্ধ্যার পর থেকে তাপমাত্রা কমার ফলে শীতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সেইসঙ্গে রাত পেরিয়ে ভোরে দেখা মিলছে কুয়াশার। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী দিনগুলোতে, দিনের এবং রাতের উভয় সময়ের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। মৌসুমি নিম্নচাপটি দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে এবং এটি উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। শনিবার আনুমানিক দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। ৩ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, গতকাল শুক্রবার সকাল থেকে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত দেশের উত্তরাঞ্চলের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং দেশের অন্যত্র হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। শনিবারের পূর্বাভাসে সারা দেশে আংশিক মেঘলা আকাশের সঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা এবং অন্যান্য স্থানে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়তে পারে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। রোববার সারা দেশে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া আগামী ৫ দিনে আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তন হতে পারে।

পর্তুগালে ইউএনএওসি গ্লোবাল

ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, বেসরকারি প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, যুবনেতা এবং সুশীল সমাজের সদস্যসহ অনেকেই ফোরামে অংশগ্রহণ করবেন। ফোরামের আলোচনায় সম্প্রীতিময় ভবিষ্যত গড়তে ঐকমত্যে আস্থা বৃদ্ধি করতে শান্তি ও নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বিষয়গুলেতে ফোকাস করা হবে। স্পেন ও তুরস্কের পৃষ্টপোষকতায় ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এবং পর্তুগিজ প্রেসিডেন্ট মার্সেলো রেবেলো দে সোসা বক্তৃতা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। অনুষ্ঠাটি ইউএনএওসি'র অর্জনসমূহ তুলে ধরা ও উদযাপনের একটি উপলক্ষ হবে এবং আগামী বছরগুলোর জন্য 'ওয়ান হিউমিনিটি'র মূল পরিকল্পনা ঠিক করা হবে। আজ থেকে ২০ বছর আগে ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫৯তম অধিবেশনে স্পেনের প্রস্তাবে 'অ্যালায়েন্স অফ সিভিলাইজেশন' ইউএনএওসি গঠন করা হয়। জাতিসংঘের কাঠামোর মধ্যে থেকেই বছরের পর বছর ধরে ইউএনএওসি একটি গতিশীল এবং প্রভাবশালী সত্তায় বিকশিত আছে।

নতুন নির্বাচন কমিশনারদের

সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে এ নিয়োগ দিয়েছেন। একইসঙ্গে আরও চার নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দিয়েছেন তিনি। জানা গেছে, নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন বিসিএস ১৯৭৯ ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। তিনি ২০০৪ সালে তথ্য সচিব, এরপর জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালায়েল সচিব, তারপর পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এবং সবশেষ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি অবসরে গেছেন। অন্য চার নির্বাচন কমিশনার হলেন- অতিরিক্ত সচিব (অবসরপ্রাপ্ত) মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার, জেলা ও দায়রা জজ (অবসরপ্রাপ্ত) আবদুর রহমানেল মাসুদ, যুগ্ম সচিব (অবসরপ্রাপ্ত) বেগম তহমিদা আহমদ এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। এর আগে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনে আইন অনুযায়ী, গত ২৯ অক্টোবর আপিল বিভাগের বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের সার্চ কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি যাচাই-বাছাই করে ১০ জনের একটি তালিকা বুধবার রাষ্ট্রপতির দফতরে পাঠান। রাষ্ট্রপতি তাদের মধ্য থেকে একজনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং চার জনকে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ২০২২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি নিয়োগ পাওয়া কাজী হাবিবুল আউয়াল কমিশন গত ৫ সেপ্টেম্বর একযোগে পদত্যাগ করেন। এরপর থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাস নির্বাচন কমিশন শূন্য ছিল।

ভারত ভিসা কবে উন্মুক্ত করবে সেটা

উল্লেখ করে তিনি উপস্থিত সৌদি রাষ্ট্রদূতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন, সৌদি রাষ্ট্রদূত ঈসা ইউসুফ ঈসা আল দুহাইলান,ওয়ামী সচিবালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর ড. আব্দুল হামিদ ইউসুফ আল মাজরু,ওয়ামী কার্যালয়ের বৈদেশিক অফিস ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ডিরেক্টর সাআ'দ আব্দুল্লাহ বিন জাবর ও ত্রাণ বিভাগের কর্মকর্তা আব্দুল মালেক আল আমের প্রমুখ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, গাজীপুর জেলা প্রশাসক নাফিসা আরেফিন, জেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাউছার আহামেদ, উপজেলা সহকারী ভূমি কমিশনার দিল আফরোজ। এর আগে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পর ভ্রাতৃপ্রতিম বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। নবনির্মিত ওয়ামি কমপ্লেক্স ভবনে রয়েছে দ্বিতল বিশিষ্ট সুপরিসর মসজিদ, ১০০ জন এতিম শিশুর জন্য উন্নত মানসম্পন্ন আবাসন ব্যবস্থা, ১টি ক্যাডেট মাদ্রাসা, ১টি নুরানী ও হিফজ মাদ্রাসা, ১টি লাইব্রেরি হল, ১টি হলরুম ও কনফারেন্স রুম, তরুণ শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল লার্নিং জন্য একটি আইটি প্রশিক্ষণ সেন্টার ও ডাইনিং হল। এ ছাড়াও কমপ্লেক্স এর অবশিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যে একটি হাসপাতাল, স্কুল, ভোকেশনাল সেন্টার, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ডরমিটরি ও প্লে গ্রাউন্ড নির্মাণের বিষয় তিনি উল্লেখ করেন।

৫ দেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশিদের

প্রচার করছে। এসব ক্ষেত্রে স্ক্যাম সেন্টারগুলো বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের সঙ্গে বাংলাদেশিদেরকেও সুকৌশলে স্ক্যাম সেন্টারের ভেতরে নিয়ে গিয়ে অস্ত্রের মুখে জোরপূর্বক জিম্মি করে স্ক্যামের কাজে নিয়োজিত করছে। ব্যাংককে বাংলাদেশ দূতাবাস মিয়ানমার ও কম্বোডিয়ায় গড়ে ওঠা স্ক্যাম সেন্টারগুলো থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত/পালিয়ে আসা বেশ কিছু বাংলাদেশিকে এরই মধ্যে দেশে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, এসব দেশে সাইবার স্ক্যাম নিয়ে কাজ করছে এ ধরনের এনজিওসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে থাইল্যান্ড ও মিয়ানমারের বাংলাদেশ দূতাবাস সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে। বিদেশে চাকরির উদ্দেশ্যে গমনেচ্ছু বাংলাদেশিদের এসব দেশে কম্পিউটার পরিচালনা সংক্রান্ত চাকরির প্রস্তাব পেলে অধিক সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হলো। প্রয়োজনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। অথবা জনশক্তি, কর্মস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের সহযোগিতায় নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য যাচাই করে নিতে অনুরোধ করেছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এছাড়াও স্ক্যাম সেন্টার থেকে ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ আইডির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে-বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের টার্গেট করে আর্থিক প্রতারণা করা হচ্ছে। দেশে-বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিরা ক্রিপ্টো কারেন্সির মাধ্যমে প্রতারকদের অ্যাকাউন্টে বিনিয়োগ করলে প্রতারক চক্র তাৎক্ষণিক এসব লেনদেনের অ্যাকাউন্ট বন্ধের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করে। এ বিষয়ে দেশে-বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ চোখের সেবা সম্প্রসারণে

কমিউনিটি আউটরিচ ইভেন্টে ৭.৮ মিলিয়নেরও বেশি চোখের স্ক্রীনিং পরিচালনা করেছে, প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের মধ্যে ৪.৫ মিলিয়নেরও বেশি ব্যক্তিকে ওষুধ ও অপটিক্যাল চিকিৎসা প্রদান করেছে, ২৫৮,০০০টিরও বেশি চোখের সার্জারি করেছে এবং বাংলাদেশের ৪০ হাজারের বেশি লোককে চোখের যত্ন নেয়ার বিষয়ে প্রশিক্ষিত করেছে। অধ্যাপক ইউনূস বাংলাদেশে চক্ষু স্বাস্থ্য খাতে অরবিসের অবদানের কথা স্বীকার করেন এবং ফ্লাইং আই হাসপাতালের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অরবিস এখন বাংলাদেশে ১১তম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ড. ইউনূস বলেন, 'আমি অরবিসকে ভালোবাসি। আমি ফ্লাইং আই হসপিটালকে ভালোবাসি।' তিনি উল্লেখ করেন যে, অরবিস বাংলাদেশে চোখের স্বাস্থ্য খাতে ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম। ডেরেক বলেন, অরবিস ব্যক্তি, পরিবার ও জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করার জন্য বিশ্বব্যাপী ২ শতাধিক দেশ ও ভূখণ্ডে দৃষ্টি সংরক্ষণের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বজুড়ে প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ সম্পূর্ণভাবে পরিহারযোগ্য অন্ধত্ব ও দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের সমস্যা নিয়ে বসবাস করছে উল্লেখ করে ডেরেক বলেন, চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অরবিস জোরদার ও টেকসই চোখের যত্ন ব্যবস্থা নিয়ে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। অরবিস প্রেসিডেন্ট বলেন, অলাভজনক এ প্রতিষ্ঠানটি আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় বিশেষ কর্মসূচি পরিচালনা করছে এবং প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ করছে। তিনি বলেন, গত চার দশক ধরে অরবিস শিশুদের চোখের যত্ন, মাইক্রোসার্জারি, রেটিনাল সার্জারি, কর্নিয়ার রোগ, প্রিম্যাচুরিটি রেটিনোপ্যাথি এবং ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির ওপর গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের স্থানীয় অংশীদারদের দক্ষতা ও জ্ঞানের উন্নতিতে সাহায্য করেছে। ডেরেক এ সময় প্রধান উপদেষ্টাকে আরো অবিহিত করেন যে, অরবিস সারা দেশে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় ৪২টি দৃষ্টি সেবা কেন্দ্র স্থাপন করে চোখের যত্নের সাথে জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করেছে; ১৭টি সেকেন্ডারি হাসপাতাল, চারটি তৃতীয় হাসপাতাল, দুটি ওয়েট ল্যাব, একটি মানসম্পন্ন রিসোর্স সেন্টার ও একটি ডিজিটাল ট্রেনিং হাব প্রতিষ্ঠা বা উন্নতিতে সহায়তা করেছে। এছাড়া, অরবিস ৪০০টি কমিউনিটি ক্লিনিককে ভিশন স্ক্রিনিং টুলস দিয়ে সজ্জিত করেছে এবং শৈশব অন্ধত্বের একটি প্রধান কারণ, প্রিম্যাচুরিটি রেটিনোপ্যাথির স্ক্রিনিং ও ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নির্দেশিকা তৈরি করেছে।

১৬ হাজার টাকার জন্য মুদিদোকানিকে গলাকেটে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : লাশ উদ্ধারের তিনদিনের মধ্যে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে চাঞ্চল্যকর মুদি দোকানি রইস উদ্দিন (৫৫) খুনের রহস্য উদঘাটন করেছে পুলিশ। মুদি দোকানীর কাছে থাকা মাত্র ১৬ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের উদ্দেশে তাকে গলাকেটে হত্যা করা হয়। হত্যায় জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার দুই ব্যক্তি জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশকে এ তথ্য জানিয়েছেন। এ হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ছুরি এবং নিহত ব্যক্তির দুটি মুঠোফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার সকালে শাহজাদপুর থানার ওসি মো. আসলাম আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে, বুধবার উপজেলার নলুয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে নিজ বাড়ি থেকে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এসময় হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত রক্তমাখা লুঙ্গি, চাকু ও রইস উদ্দিনের ট্রাউজার উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- উপজেলার নলুয়া গ্রামের আজিজ আলী মণ্ডলের ছেলে মামুন হোসেন (২৮) ও জুগ্নীদহ পশ্চিমপাড়ার মৃত রানু শেখের ছেলে জয়নাল শেখ (৫০)। নিহত রইস উদ্দিন একই উপজেলার কাঙলাকান্দা নলুয়া গ্রামের বাসিন্দা। গত ১৮ নভেম্বর বিকেলে নলুয়া বটতলা এলাকায় ডোবা থেকে নিহত রইস উদ্দিনের গলিত লাশ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, রইস উদ্দিন প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিয়ে করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী তাকে তালাক দিয়ে চলে গেলে তিনি আর বিয়ে না করে একাই থাকতেন এবং নিজেই রান্না করে খেতেন। প্রতিদিন সকাল ৬টায় নলুয়া বটতলা এলাকায় তার দোকান খুলতেন এবং রাত ১০টায় বন্ধ করে বাড়ি যেতেন। গত ৩ নভেম্বর যথারীতি সকাল ৬টায় দোকানে গেলেও আর বাড়িতে ফেরেননি। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান না পেয়ে ছেলে দুলাল হোসেন ৮ নভেম্বর থানায় জিডি করেন। নিখোঁজের ১০ দিন পর ১৮ নভেম্বর নলুয়া বটতলা এলাকায় শফিকুলের ডোবা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ছেলে দুলাল হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলা তদন্তের এক পর্যায়ে গত বুধবার সন্দেহভাজন আসামি মামুন ও জয়নালকে আটক করা হয়। তাদের দেওয়া তথ্যমতে টয়লেট থেকে নিহতের দুটি ফোন, মামুনের বাড়ি থেকে রইস উদ্দিনের ট্রাউজার, বাড়ির পাশের ডোবা থেকে রক্তমাখা লুঙ্গি ও হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত চাকু উদ্ধার করা হয়। ওসি মো. আসলাম আলী বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছেন। মামুন পেশায় নির্মাণ শ্রমিক ও জয়নাল একজন ভবঘুরে। তারা দুজনেই মাঝে মধ্যে রইসের দোকানে বসে আড্ডা দিতেন। আর্থিক সংকট থাকায় আসামি মামুন ও জয়নাল রইসের টাকা ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী মামুন একটি চাকু সংগ্রহ করেন এবং ৩ নভেম্বর রাত ১০টা থেকে তারা রইসকে অনুসরণ করে। ওসি আরও বলেন, রাত সাড়ে ১১টার দিকে রইসের ভাড়া বাড়িতে গিয়ে তাকে ডেকে বাইরে বের করেন। এরপর জয়নাল তাকে চেপে ধরে এবং মামুন চাকু দিয়ে গলাকেটে হত্যা করে। হত্যার পর গামলায় করে রক্ত তুলে টয়লেটে ফেলে দেয় এবং রইসের ফোন দুটিও ফেলে দেয়। মামুনের রক্তমাখা লুঙ্গি ও চাকু বাড়ির পাশের ডোবায় ফেলে দেয়। রইসের ঘরের ভেতরে ঢুকে তোষকের নিচে থাকা ১৬ হাজার টাকা দুজনে ভাগ করে নেয়। এরপর মামুন রইসের লাশ একটি বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে শফিকুলের ডোবায় ফেলে দেয়। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার আসামিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গোপালগঞ্জে বাসচাপায় অজ্ঞাত পথচারী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে যাত্রীবাহী বাসচাপায় অজ্ঞাত এক পথচারী নিহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাশিয়ানী উপজেলার মাঝিগাতী বাস স্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ভাঙ্গা হাইওয়ে পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল্লাহেল বাকী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয়রা জানান, রাতে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী বনফুল পরিবহন থেকে নেমে মহাসড়ক পাড় হচ্ছিলেন। এসময় দ্রুতগামী এতটি যাত্রীবাহী বাস তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। ভাঙ্গা হাইওয়ে পুলিশের এসআই আব্দুল্লাহেল বাকী জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করি। তবে এখন পর্যন্ত নিহতের নাম-পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরও জানান, মরদেহের ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিচয় শনাক্ত করা গেলে লাশ হস্তান্তর করা হবে।

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : সাইফুল ইসলাম আকাশ (২৮) নামে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে চট্টগ্রাম নগরীর কর্ণফুলী থানা পু?লিশ। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলার দক্ষিণ শিকলবাহা এলাকার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাকে ?গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কর্ণফুলী থানার ওসি মো. মনির হোসেন। গ্রেপ্তার আকাশ দক্ষিণ শিকলবাহা ইউনিয়নের দরবারপাড়া এলাকার মো. আলমের ছেলে। তিনি দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে প্রার্থী ছিলেন বলে জানা গেছে। ওসি জানান, বাকলিয়া থানার ভাঙচুর মামলায় সাইফুল ইসলাম আকাশকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

নির্যাতনের শিকার সব নেতাকর্মীদের পাশে থাকবে বিএনপি: ডা. জাহিদ

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, সব বিভেদ ভুলে আগামীর জন্য দলের হয়ে কাজ করতে হবে। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে নির্যাতনের শিকার সব নেতাকর্মীদের পাশে থাকবে বিএনপি। গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টায় নবাবগঞ্জ উপজেলা হল রুমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নবাবগঞ্জ উপজেলা অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আমি মাত্র চৌদ্দ মাস জেলে থাকলেও দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে থাকতে হয়েছে ছয় বছর। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কোমরের হাড় ভেঙে দেওয়া হয়েছে, চিকিৎসায় বিদেশে থাকতে হচ্ছে, আরাফাত রহমান কোকোকে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় রংপুর বিভাগীয় সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, দিনাজপুর জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. মোফাজ্জল হোসেন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট বখতিয়ার আহম্মেদের কচি, নবাবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তরিকুল ইসলাম, নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নীলফামারীতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় কলেজশিক্ষার্থী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : নীলফামারীর সৈয়দপুরে প্রাইভেট পড়ে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় নেহাল খান (২০) নামে এক কলেজশিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সৈয়দপুর সদর থানার ওসি ফইম উদ্দিন জানান, গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে বাইপাস সড়কের ধলাগাছ মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। নিহত নেহাল সৈয়দপুর শহরের নয়াবাজার এলাকার মিনহাজ উদ্দিনের বড় ছেলে। তিনি শহরের সানফ্লাওয়ার স্কুল ও কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থী ছিলেন। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, নেহালসহ তিন জন একটি মোটরসাইকেলে বাইপাস সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে একটি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা দেয় মোটরসাইকেলটি। এতে চালক নেহালসহ তিন জন গুরুতর আহন হন। তাদের উদ্ধার করে সৈয়দপুর ১০০ শয্যা হাসপাতালে নেওয়া হলে নেহালকে চিকিসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের সহপাঠী আব্দুর রউফ জানান, প্রতিদিনের মতো মোটরসাইকেলে তিন বন্ধু প্রাইভেট পড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। গতকাল শুক্রবার সকালে সৈয়দপুর থানার ওসি ফইম উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গত বৃহস্পতিবার রাতে ধলাগাছ মোড়ে ঘটনাটি ঘটে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহতকে দাফনের জন্য পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

হুমকির পর নারায়ণগঞ্জে ঘরোয়াভাবে লালন মেলা

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার নরসিংহপুর গ্রামে মরমি সাধক ফকির লালন সাঁই স্মরণে 'সাধুসঙ্গ ও লালন মেলার' আয়োজন করেছেন ভক্তরা। তবে এই অনুষ্ঠান বন্ধ করতে একটি মহল হুমকি দিয়েছে। এদিকে, জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকেও অনুমতি মেলেনি। ফলে এবার সংক্ষিপ্ত পরিসরে মেলার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন লালন ভক্তরা। গতকাল শুক্রবার সকালে কাশীপুর ইউনিয়নের মধ্য নরসিংহপুর গ্রামে মুক্তিধাম আশ্রম ও লালন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ফকির শাহ জালাল জানান, বিকাল থেকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঘরোয়াভাবে দুই দিনব্যাপী 'সাধুসঙ্গ ও লালন মেলার' কার্যক্রম চলবে। জানা গেছে, প্রতি বছরের মতো এবারও ২২ ও ২৩ নভেম্বর দুই দিনব্যাপী মুক্তিধাম আশ্রম ও লালন একাডেমি প্রাঙ্গণে সাধুসঙ্গ ও লালন মেলার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজনে থাকবে লালন স্মরণে ভক্তিমূলক গান, লালন সম্পর্কে আলোচনা ও খাবার বিতরণ। এখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লালন ভক্তরা এসে জড়ো হয়েছেন। এ বিষয়ে মুক্তিধাম আশ্রম ও লালন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ফকির শাহ জালাল বলেন, 'আমার নিজের জমিতে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে গত ১০ বছর ধরে সাধুসঙ্গ ও লালন মেলার আয়োজন করছি। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে লালনভক্তরা এই আয়োজনে আসেন এবং লালনের গান চর্চা করেন। এখানে কোনও ধরনের অসামাজিক কর্মকাণ্ড হয় না। তবে এবার তৌহিদি জনতার ব্যানারে মেলার কার্যক্রম বন্ধের হুমকি দিয়েছেন ডিআইটি মসজিদের খতিব ও হেফাজত নেতা মাওলানা আব্দুল আউয়াল। এমনকি মেলা বন্ধ না করলে সবকিছু ভেঙে ফেলার হুমকি দিয়ে আসছেন। ফোনে ও নানা লোকের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত হুমকি দিচ্ছেন। হুমকির মুখে মেলার দোকানদার সবাই চলে গেছে। এই অবস্থায় বেশ আতঙ্কের মধ্যে আছি। তিনি আরও বলেন, এই বিষয়টি পুলিশ-প্রশাসনের কাছে জানিয়েছি। প্রতি বছর জেলা প্রশাসকের অনুমতি নিয়ে মেলার কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি। তবে এবার হেফাজত নেতার হুমকির পরে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে লালন মেলার কার্যক্রম পরিচালনা করতে অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফলে ঘরোয়াভাবে আমরা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পন্ন করবো। গতকাল শুক্রবার বিকাল থেকে মূল অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হবে। এর আগে, ১৫ নভেম্বর কাশিপুর ইউনিয়নের মধ্য নরসিংহপুর ঈদগাহ মাঠে 'তৌহিদি জনতা' ব্যানারে এক দল লোক নিয়ে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির মাওলানা আব্দুল আউয়াল লালন মেলা বন্ধের হুমকি দেন। তার সেই হুমকি দেওয়ার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে মাওলানা আব্দুল আউয়ালকে বলতে শোনা যায়, লালনের মেলা যদি আপনারা বন্ধ না করেন, আমরা প্রশাসনকে জানাবো, এখানে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে। মুসলিম তৌহিদি জনতা অন্যায়ের ব্যাপারে কোনও আপস করতে রাজি না। প্রয়োজনে তিনি বাধা দেবেন বলে বক্তব্যে উল্লেখ করেন। এ হুমকির তীব্র নিন্দা জানিয়ে নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি জিয়াউল ইসলাম কাজল বলেন, বিভিন্ন সময় ধর্মীয় ইস্যু তুলে তারা বাধা দিয়ে আসছে। এটি অবশ্যই নিন্দনীয় ও অপরাধমূলক কাজ। আর মাওলানা আব্দুল আউয়াল পলাতক গডফাদার শামীম ওসমানের দালাল ছিলেন। তিনি আলোচনায় আসতে সাম্প্রদায়িক উসকানি দিয়ে লালন মেলা বন্ধের হুমকি দিচ্ছেন। নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ জাফর সাদিক চৌধুরী বলেন, লালন মেলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আর তৌহিদি জনতার হুমকির বিষয়টি জানা নেই। ফতুল্লা মডেল থানার ওসি শরিফুল ইসলাম বলেন, 'ঘরোয়াভাবে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতে পারে। সে ক্ষেত্রে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই। তারপরও পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে এলো আরও ২ লাখ ডিম

স্টাফ রিপোর্টার : যশোরের শার্শা উপজেলার বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে আমদানিকৃত কম শুল্কের আরও এক ট্রাক ডিমের চালান খালাস দিয়েছে বেনাপোল কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। বুধবার রাতে ডিমের এ চালানটি বন্দরে প্রবেশ করে। গত বৃহস্পতিবার রাতে ২ লাখ ৩১ হাজার ৮৪০ পিস ডিমের চালানটি খালাস নিয়েছে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান মেসার্স হাইড্রোল্যান্ড সলিউশন। ডিমের এই চালানটি কাস্টমস থেকে ছাড় করতে কাগজপত্র দাখিল করে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট রাতুল ইন্টারন্যাশনাল। আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫ শতাংশ শুল্কের সুবিধা পাবেন আমদানিকারকরা। এই শুল্কে শুল্কায়ন করা প্রতিটি ডিম পাইকারি বাজারে ৯ টাকায় বিক্রি হওয়ার কথা রয়েছে। বন্দর সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে ২ লাখ ৩১ হাজার ৮৪০টি ডিমের একটি চালান আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান হাইড্রোল্যান্ড সলিউশন কাস্টমস থেকে খালাস নিয়েছেন। আগে প্রতিটি ডিমে ১ টাকা ৮৩ পয়সা শুল্ক দিতে হতো। এখন থেকে প্রতিটি ডিম মাত্র ৭৬ পয়সা শুল্ক পরিশোধ করতে হচ্ছে। এখন থেকে ভারত থেকে আমদানি করা নতুন চালানের প্রতিটি ডিম ৯ টাকার মধ্যে পাইকারি বাজারে বিক্রি করতে হবে। বাজারদর নিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ বাড়াতে গত মাসের ১৭ অক্টোবর শুল্ক কমানোর একটি আদেশ জারি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এই নির্দেশনায় গত ২০ অক্টোবর থেকে বেনাপোল কাস্টমসে ডিমের চালান ছাড় করানো হচ্ছে। এদিকে, ডিম আমদানি বাড়ার ফলে বাজারে ডিমের দাম কিছুটা কম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বর্তমানে ৪৪ থেকে ৪৬ টাকা দরে প্রতি হালি ডিম কিনতে পারছে ক্রেতারা। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান হাইড্রোল্যান্ড সলিউশনের স্বত্ত্বাধিকারীর প্রতিনিধি ইকরামুল হাসান সজিব বলেন, সরকার নির্ধারিত কম শুল্কে বন্দর থেকে ডিম খালাস নিচ্ছি। এখন থেকে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ৫ শতাংশ শুল্কে ডিম খালাস দিচ্ছেন। এখন দাম আগের চেয়ে ৪-৫ টাকা কম। প্রতিটি ডিম বাজারে ৯ টাকার মধ্যে পাইকারি বিক্রি করা হচ্ছে। বেনাপোল স্থলবন্দরের পরিচালক মামুন কবীর তরফদার জানান, গত বুধবার রাতে এক ট্রাক ডিম বন্দরে প্রবেশ করে। যা আমদানিকারক গতকাল (গত বৃহস্পতিবার) রাত আটটার দিকে খালাস নিয়েছেন। আমদানিকারকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ শুল্কায়নে চালান খালাস দেওয়া হয়েছে। কাস্টম হাউস সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ৫ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত বেনাপোল বন্দর দিয়ে ১৪ লাখ ৫২ হাজার ৯৯০ পিস ডিম আমদানি হয়েছে। একটি মাত্র আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান এসব ডিম আমদানি করেছে। সরকারের তরফ থেকে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ডিম আমদানির অনুমতি দেওয়া হলেও এসব প্রতিষ্ঠান এখনও ডিম আমদানি করেনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলবে শাটল বাস

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথমবারের মতো ক্যাম্পাসে শাটল বাস সার্ভিস চালু হচ্ছে। পরীক্ষামূলকভাবে আগামী ৩ মাসের জন্য এ সার্ভিস চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে বাস চলাচল শুরু হবে। তিনটি নন এসি মিনিবাস দিয়ে সার্ভিসটি যাত্রা শুরু করবে। প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চক্রাকারে ক্যাম্পাসের তিনটি রুটে চলাচল করবে শাটল বাস। প্রথম রুট কবি সুফিয়া কামাল হল-অমর একুশে হল-শহীদুল্লাহ হল-কার্জন হল-মোকাররম ভবন-সায়েন্স অ্যানেক্স ভবন-টিএসসি-কলাভবন-মলচত্বর-নীলক্ষেত মোড়। দ্বিতীয় রুট হলো নীলক্ষেত মোড়-মলচত্বর-বিজনেস ফ্যাকাল্টি-লেকচার থিয়েটার ভবন-মধুর ক্যান্টিন-কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি-চারুকলা-টিএসসি-পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট- কার্জন হল-কবি সুফিয়া কামাল হল। তৃতীয় রুট হলো কবি সুফিয়া কামাল হল-অমর একুশে হল-শহীদুল্লাহ হল-কার্জন হল-মোকাররম ভবন- সায়েন্স অ্যানেক্স ভবন-জগন্নাথ হল-এস এম হল-ফুলার রোড-মলচত্বর-নীলক্ষেত মোড়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে এ শাটল বাস সার্ভিস উদ্বোধন করতে পারেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী গত বৃহস্পতিবার শাটল বাস সার্ভিসের জন্য নির্ধারিত বাসগুলো পরিদর্শন করেন।

চাঁদপুরে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য সন্দেহে আটক ৯

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য সন্দেহে নয়জনকে আটক করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাতে তাদের আটক করে থানায় আনা হয়। এসব তথ্য নিশ্চিত করেন হাজীগঞ্জ থানার ওসি মুহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুক। ওসি জানান, পুলিশ সুপার (এসপি) মুহম্মদ আব্দুর রকিবের দিক নির্দেশনায় হাজীগঞ্জ থানা পুলিশ পৌরসভার রেললাইন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। এর মধ্যে যাদের নামে কোনো অভিযোগ নেই তাদের অভিভাবকের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হবে। আর কারো নামে অভিযোগ থাকলে তার ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর আগেও হাজীগঞ্জ থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে কিশোর গ্যাংয়ের নয় সদস্যকে আটক করা হয়। কিশোর গ্যাং মাদকসেবন ও এলাকায় আধিপত্য বিস্তারসহ বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত। তাদের অপকর্ম রোধে এমন অভিযান চলবে বলেও জানান এ কর্মকর্তা।

পদ্মা সেতু হয়ে বেনাপোলে ট্রেন যাবে ২ ডিসেম্বর

স্টাফ রিপোর্টার : পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা-যশোর-খুলনা-বেনাপোল রুটে ট্রেন চলাচল শুরু হচ্ছে আগামী ২ ডিসেম্বর। পদ্মা রেল লিংকের প্রকল্প পরিচালক মো. আফজাল হোসেন এমনটি জানান। তিনি বলেন, আগামী ২ ডিসেম্বর থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা-বেনাপোল সেকশনে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু করার বিষয়ে আমরা আশাবাদী। তিনি আরও বলেন, সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেন খুলনা থেকে ২ ডিসেম্বর সকাল ৬টায় কমলাপুরের উদ্দেশে ছেড়ে যাবে এবং বেনাপোল এক্সপ্রেস একই দিন বেলা ১১টার দিকে কমলাপুর থেকে বেনাপোলের উদ্দেশে ছেড়ে যাবে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, ঢাকা থেকে বেনাপোল মোট যাত্রার সময় হবে আনুমানিক সাড়ে তিন ঘণ্টা। তিনি বলেন, নবনির্মিত ব্রডগেজ সিঙ্গেল লাইন রেল ট্র্যাকটি রূপদিয়া ও সিংগিয়া স্টেশন হয়ে বিদ্যমান খুলনাগামী রেল ট্র্যাককে সংযুক্ত করেছে। তিনি আরও বলেন, সরকার ৩৭ হাজার ১৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কমলাপুর থেকে রূপদিয়া ও সিংগিয়া স্টেশন পর্যন্ত ১৭২ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ করেছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের সরকারি পরিদর্শক (জিআইবিআর) ভাঙ্গা থেকে যশোর পর্যন্ত লাইননের পরিদর্শন শেষে এ অগ্রগতির কথা জানানো হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ে পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত ১৭২ কিলোমিটার ব্রডগেজ সিঙ্গেল লাইন নির্মাণ করেছে, যা ব্যয়ের দিক থেকে রেলওয়ের জন্য সবচেয়ে বড় প্রকল্প। ব্যয়ের অর্ধেকেরও বেশি ঋণ সহায়তা হিসেবে দিচ্ছে চীন। গত বছরের অক্টোবরে এ লাইনের ঢাকা-ভাঙ্গা সেকশন চালু হয় এবং এ সেকশনে পাঁচটি ট্রেন চলাচল করছে। পদ্মা সেতু হয়ে বেনাপোলগামী রেললাইনটি চালু হলে ঢাকা থেকে যশোরের দূরত্ব ২০০ কিলোমিটার কমে যাবে, যা ভ্রমণের সময় অর্ধেকে নামবে। বর্তমানে যশোর পৌঁছাতে সময় লাগে আট ঘণ্টার বেশি। লাইনটি দেশের বৃহত্তম দুটি সমুদ্রবন্দর- চট্টগ্রাম ও মোংলাকেও সরাসরি সংযুক্ত করবে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের সংঘর্ষের

ছাত্রলীগ নেতা সোহেল রানা নিজেকে সমন্বয়ক হিসেবে দাবি করে রাজশাহী কলেজসহ রাজশাহী নগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতর্কিত কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। সে নিজেকে সমন্বয়ক হিসেবে দাবি করলেও, স্পষ্টত সে জাসদ ছাত্রলীগের সক্রিয় নেতা। আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কদের কাছে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত রাজশাহী জেলা ও মহানগরে কোন সমন্বয়ক কমিটি নেই। তিনি আরও বলেন,আমরা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে বৃহস্পতিবার বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে রাজশাহীতে নিজেদের মধ্যে দুইটি গ্রুপ বিরোধে জড়ায়। একপর্যায়ে তারা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সে ঘটনায় উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে চিহ্নিত জাসদ ছাত্রলীগ নেতা সোহেল রানা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, রাজশাহী কলেজ শাখার নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কুৎসা রটনা করেন, যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচারিত হয়। অথচ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় উক্ত ঘটনার সাথে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ ছাত্রদল, রাজশাহী কলেজ শাখার কোন নেতাকর্মী সম্পৃক্ত নয়। ছাত্রদলের সুনাম ও ঐতিহ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে জাসদ ছাত্রলীগ নেতা সোহেল রানা কে দিয়ে এহেন ঘৃণ্য ও নেক্কারজনক ঘটনায় ছাত্রদলকে জড়ানো হয়। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান আন্দোলনে রাজশাহীতে অংশগ্রহণকারী আব্দুর রহিম এর গণমাধ্যমে দেওয়া ভাষ্যমতে তিনি বলেন “আজ একটা গ্রুপ একজন ভুয়া সমন্বয়ক এনে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমিটি করার চেষ্টা করছিল। ওই ভুয়া কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক এর বাড়ি রাজশাহী। সে ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সাধারণ শিক্ষার্থীরা ওই ভুয়া সমন্বয়ককে গণপিটুনি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। উক্ত ঘটনার জের ধরেই জাসদ ছাত্রলীগের নেতা সোহেল রানার উপরে কে বা কাহারা হামলা করেছে। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে জাসদ ছাত্রলীগ নেতা সোহেল রানার উপর হামলার ঘটনায় রাজশাহী কলেজ ছাত্রদলের কোন ধরনের সম্পৃক্ততা নাই ছাত্রদলের সাংগঠনিক অভিভাবক তারেক রহমান ঘোষিত সাম্য ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়বাদী ছাত্রদল কাজ করে যাচ্ছে, এ ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষায় ছাত্রদল জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরন করছে। রাজশাহী মহানগর ছাত্রদলকে সুসংগঠিত ও কলঙ্কমুক্ত রাখতে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

সোহরাওয়ার্দীতে সমাবেশ করবে

আগামী ২৫ নভেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সংহতি সমাবেশ করবো। তিনি আরও বলেন, আমরা এখনো সমাবেশ করার জন্য ডিএমপি থেকে অনুমতি পাইনি। তবে আশা করি আজ-কালের মধ্যেই অনুমতি পেয়ে যাবো। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন অহিংস গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের সদস্য নাঈম চৌধুরী, খোন্দকার জসিম উদ্দিন, মো. বেলাল হোসেন, মেহেদী হাসান ও কামাল হোসেন আজাদ প্রমুখ।

এলপিজি’র পরিবেশক ও ডিলারদের

লাইসেন্স তারা দেয়। হিসাব তো তাদের কাছেই থাকার কথা। প্রসঙ্গত, প্রতিমাসে এলপিজির দর ঘোষণা করে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। কিন্তু বাজারে সরকার নির্ধারিত দামে এলপিজি পাওয়া যায় না। এলপিজি বাজারজাতকারী কোম্পানিগুলো দাম ঘোষণার আগে প্রতিবারই বিইআরসির সঙ্গে আলোচনায় বসে। অর্থাৎ তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেই দাম নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বরাবরই বাজার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এক্ষেত্রে এলপিজির উদ্যোক্তা কোম্পানিগুলো দায় চাপায় সরবরাহকারীদের ওপর। কিন্তু সারা দেশে সরবরাহকারীদের কোনও তালিকা নেই কারও কাছে। এই পরিস্থিতিতে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা বেশ জটিল মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বলা হচ্ছে, তালিকা থাকলে কোথায় কে এবং কেন বেশি দামে এলপিজি বিক্রি করছে, তা সহজেই চিহ্নিত করা যাবে। তখন এ বিষয়ে ব্যবস্থাও নেওয়া যাবে। এমন ধারণা থেকেই এলপিজি ব্যবসায়ী বা সরবরাহকারীদের তালিকা করা হচ্ছে। অন্য সরবরাহকারীদের মতোই এলপিজি বাজারজাতকারীদেরও কয়েকটি ধাপ রয়েছে। এলপিজির উদ্যোক্তারা প্রথমে ডিস্ট্রিবিউটরদের মাধ্যমে তাদের সিলিন্ডার বাজারে দেয়। এরপর সেখান থেকে ডিলারদের এলপিজি দেওয়া হয়। সেখান থেকে আবার খুচরা বিক্রেতাদের কাছে এলপিজি সরবরাহ করা হয়। এই বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গ্রামগঞ্জে আবার দুই তিনটি স্তর রয়েছে। সঙ্গত কারণে উদ্যোক্তারা ভোক্তার কাছে সরাসরি এলপিজি বিক্রি না করায় হাতবদলে দাম বেড়ে যায়। ক্ষেত্রবিশেষে এই দাম সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে ১৫০ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত বেশি হয়ে থাকে। তবে শুধু ডিলার আর সরবরাহকারীদের দায়ী করা হলেও এর বিপরীত অভিযোগও রয়েছে। বিইআরসিতে হাজির হয়েই এলপিজি ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন, এলপিজি উদ্যোক্তারা তাদের কাছে বেশি দামে এলপিজি বিক্রি করে। এলপিজির উদ্যোক্তা কোম্পানিগুলোও সরকার নির্ধারিত দরে এলপিজি বিক্রি করে না। ফলে জটিলতা সৃষ্টি হয়।
বিইআরসির সদস্য (গ্যাস) প্রকৌশলী মো. ফজলে আলম বলেন, তালিকা করা না গেলে কোম্পানিগুলোর এলপিজি নিয়ে কোনও সমস্যা হলে আমরা ডিলারকে না ধরে কোম্পানিকেই দায়ী করবো। প্রত্যেক কোম্পানির কাছেই তালিকা চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে আমরা ডিস্ট্রিবিউটরদের লাইসেন্স নিতে বলেছি। এতে অনেকে লাইসেন্স নিতে আসছেনও। তিনি বলেন, ‘লাইসেন্স নিলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিতে একেবারে অদক্ষ কর্মী নিয়োগ দেওয়া যায় না। পাশাপাশি সরকার রাজস্ব পেতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে এলপিজি ডিলাররা কে কোন কোম্পানির হয়ে কাজ করছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে মুশকিল। এলপিজি খাতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্যই এই তালিকা করা হচ্ছে। সুতরাং, সবার সহযোগিতা কাম্য।’

নারায়ণগঞ্জে পুলিশের অভিযানে ১৯

(৫৫) ও শান্ত (১৯)। বিষয়টি নিশ্চিত করে ফতুল্লা মডেল থানার ওসি শরিফুল ইসলাম জানান, জুয়া খেলারত অবস্থায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে গতকাল শুক্রবার আদালতে পাঠানো হয়।

জনের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা মামলা

মাহবুবউল আলম হানিফ (৬০), সাবেক এমপি শামীম ওসমান (৫৫), শামীম ওসমানের বড় ভাই সেলিম ওসমান (৬০) ও সাবেক ডিবিপ্রধান হারুন অর রশিদ (৫০)। মামলা সূত্রে জানা গেছে, গত ১৮ জুলাই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে মুরসালিনদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করা হয়। প্রাণরক্ষায় ভুক্তভোগী স্থান ত্যাগ করার চেষ্টাকালে তার কোমর এবং দুই পায়ে গুলি লাগে। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নেওয়া হয়।

চার্লসের রাজ্যাভিষেকের

বা আইনে রাজ্যাভিষেকের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং যখন আমরা প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলোতে কাটছাঁটের মুখোমুখি তখন একজন ব্যক্তির কুচকাওয়াজের জন্য এই অর্থ ব্যয় অনেক বেশি।’

৪ ঘণ্টা পর জুরাইন রেলগেট

দেয়। পরে রেললাইনের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর রেল চলাচল শুরু হয়। এর আগে গতকাল প্রথম দিন রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন অটোরিকশা চালকরা। এতে বন্ধ হয়ে গেছে যান চলাচল। ফলে ভোগান্তিতে পড়েছেন মানুষজন। উল্লেখ্য, গত ১৯ নভেম্বর (মঙ্গলবার) ঢাকা মহানগর এলাকায় তিন দিনের মধ্যে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল বন্ধে কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা কেন বেআইনি হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন আদালত। আদালতের ওই নির্দেশনার পর পরের দিন বুধবার (২০ নভেম্বর) রাজধানীর দয়াগঞ্জ মোড়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন রিকশাচালকরা। এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে রিকশাচালকদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। রিকশাচালকরা ওইদিন কয়েক ঘণ্টা রাজধানীর কাজীপাড়া ও শেওড়াপাড়া এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে আন্দোলন করেন। তাতে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা।

রিমান্ড শেষে কারাগারে সাবেক মেয়র

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসানের আদালত এ আদেশ দেন। এদিন পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে আতিককে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা জোনাল টিমের পরিদর্শক মাহমুদুর রহমান। আবেদনে বলা হয়, এ আসামিকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে মামলার ঘটনার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে, যা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়াধীন। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, আতিকুল ইসলাম ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা এবং ফ্যাসিস্ট সরকারের সমর্থনপুষ্ট ঢাকা মহানগর উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ছিলেন। ঘটনার দিন ১৭ জুলাই এ আসামির নির্দেশে তার অধীনস্থ স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলদের নেতৃত্বে অন্যান্য আসামিরা পরস্পর যোগসাজসে দেশীয় অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ছাত্রজনতার মিছিল বানচালের চেষ্টায় শান্তিপূর্ণ মিছিলে আন্দোলন চালিয়ে আসামিদের কাছে থাকা বৈধ-অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে এলোপাতারি গুলি চালিয়েছে মর্মে প্রাথমিক তদন্তে তথ্য প্রমাণাদি পাওয়া গেছে। মামলার তদন্ত চলমান। এ অবস্থায় জামিন না দিয়ে তাকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা। পরে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। উত্তরা পূর্ব থানার আদালতের সাধারণ নিবন্ধন শাখার সাব-ইন্সপেক্টর আতিকুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। গত ১৬ অক্টোবর রাতে রাজধানীর মহাখালী ডিওএইচএস এলাকা থেকে আতিককে গ্রেপ্তার করে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ। পরদিন মোহাম্মদপুর থানার পৃথক তিন হত্যা মামলায় জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। এরপর বকুল মিয়া হত্যা মামলায় গত ১৩ নভেম্বর তার পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ১৭ জুলাই উত্তরা পূর্ব থানাধীন আজমপুর বাসস্ট্যান্ডে বকুল মিয়া নামে এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হন। ১৯ জুলাই রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান বকুল মিয়া। এ ঘটনায় তার স্ত্রী মোছা. মনিকা আক্তার উত্তরা পূর্ব থানায় মামলা করেন।

পাকিস্তানে যাত্রীবাহী গাড়িতে গুলি

যাওয়ার পথে গাড়িবহরে এই হামলা হয়। নিহত ছাড়াও একাধিক লোক আহত হয়েছেন। তাদের অ্যাম্বুলেন্সে করে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এলাকাটি দুর্গম হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য আহতদের জেলা শহরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে সৈয়দা বানু নামে এক যাত্রী বিবিসিকে জানান, হঠাৎ গুলি শুরু হলে তিনি বুদ্ধি করে তার সন্তানদের নিয়ে গাড়ির আসনের নিচে লুকিয়ে থাকেন। তাৎক্ষণিক এ সিদ্ধান্ত তাদের প্রাণে বাঁচায়। গুলির শব্দ থেমে যাওয়ার পর তিনি বের হয়ে হতভম্ব হয়ে যান এবং দেখেন রাস্তায় ও গাড়ির ভেতর আহত ও নিহত মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তের পর ঘটনার বিবরণ দিয়ে প্রদেশটির আইনমন্ত্রী আফতাব আলম জিওনিউজকে বলেন, সশস্ত্র ব্যক্তিরা পাহাড় থেকে গাড়ি বহর লক্ষ্য করে গুলি চালায়। আমি কুর্রাম পরিদর্শন করতে চেয়েছিলাম কিন্তু দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের মধ্যে বিরোধের কারণে জেলার দিকে যাওয়ার রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওই দুটি গ্রুপ একে অপরকে ঘটনার জন্য দায়ী করছে। তারা উভয়ই সন্ত্রাসী দল। আমরা তদন্ত করছি। প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির মুখোমুখি করা হবে বলেও জানান তিনি। এই হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন খাইবার পাখতুনখওয়া প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আলী আমিন গান্দারপুর। তিনি মুখ্য সচিব, প্রদেশের আইনমন্ত্রী এবং স্থানীয় পার্লামেন্টের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দলকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছেন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে এবং প্রদেশের সব মহাসড়কের নিরাপত্তা জোরদারে হাইওয়ে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া হামলায় নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ারও ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। এছাড়া ঘটনার নিন্দা জানিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ আহতদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা নিশ্চিতের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছে জার্মানভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম ডয়েচে ভেলে। যাদের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে, তারা সাধারণ শান্তিপ্রিয় জনতা বলে জানিয়ে শেহবাজ শরীফ বলেন, যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা মানবতার শত্রু। অশান্তি সৃষ্টিকারী এই আক্রমণকারীদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে খাইবার পাখতুনখওয়া প্রদেশে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দু’টি পৃথক হামলায় নিরাপত্তা বাহিনীর এক ডজনেরও বেশি সদস্য নিহত হন। এর মধ্যে তিরা উপত্যকার বাগ-মায়দান মারকাজের কাছে একটি সামরিক ক্যাম্পে গত রোববার রাতে বন্দুকধারীরা হামলা চালানোর পর দুই পক্ষের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়, যা দুই দিন ধরে চলে। দুই দিনের বন্দুকযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মঙ্গলবার থমথমে পরিস্থিতির মধ্যে তিরার দোকানপাটগুলো খুলে। ওইদিনই প্রদেশটির বান্নু জেলার জানিখেল এলাকার মালি খেল চেকপয়েন্টের কাছে এক আত্মঘাতী হামলায় নিরাপত্তা বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য নিহত হন।

ডেঙ্গুতে দুইজনের মৃত্যু

বছরের এ যাবত ডেঙ্গুতে মোট মৃত্যুবরণ করেছেন ৪৩৮ জন। ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মোট এক হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়, পাশাপাশি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন মোট তিন লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন।

এস আলমের বিরুদ্ধে ব্যাংক ধসিয়ে

দেশের বিচার ব্যবস্থা দুর্নীতিবাজদের প্রটেকশন দিয়েছে। সানেম এর নির্বাহী পরিচালক বলেন, এস আলম ব্যাংক খাতকে পুরোপুরি ধসিয়ে দিয়েছে। এতে বাংলাদেশ ব্যাংকেরও নীতিগত দুর্বলতা ছিল। এস আলম গ্রুপের প্রধান সাইফুল আলম মাসুদ বিদেশে বসে আন্তর্জাতিক আদালতে সালিশি মামলার যে হুমকি দিয়েছেন তা ‘নৈতিকতা বিবর্জিত’ বলে মন্তব্য করেন সেলিম রায়হান। তিনি বলেন, নিরাপদ দূরত্বে থেকে এসব কথা না বলে দেশে ফিরে এসে বললে ‘ভালো হয়’। শাস্তি প্রদানের জন্য তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ব্যাংক ধসিয়ে দেওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তার এই হুমকিতে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিগত অনেক দুর্বলতা ছিল। সেলিম রায়হান বলেন, বিগত সময়ে আমরা দেখেছি ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন হোটেলে বসে সুদ হার নির্ধারণ করে দিত। সেই সুদহারই বাংলাদেশ ব্যাংক মেনে নিত। কিছু কিছু আমলা, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদরা মিলে আর্থিক খাতে বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছিল। দুর্নীতির কারণে অর্থনীতিতে ‘এক রকম ক্ষত’ তৈরি হয়েছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, আর্থিক খাতের শ্বেতপত্র প্রকাশিত হলে অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের নামও বেরিয়ে আসবে। গত ৫ অগাস্ট ক্ষমতার পালাবদলের পর এস আলমের নিয়ন্ত্রণে থাকা ব্যাংকগুলোতে নতুন পর্ষদ করে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। গভর্নরের দায়িত্ব নেওয়ার পর আহসান এইচ মনসুর সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ইসলামী শরিয়াহভিত্তিক এসব ব্যাংক থেকে বহু টাকা নিয়েছে এস আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, সম্প্রতি একটি শিল্প গ্রুপের মালিক নিজেকে সিঙ্গাপুরের নাগরিক দাবি করে বাংলাদেশ ব্যাংক তাকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করছে বলে অভিযোগ করেছে। এস আলম গ্রুপের এই কর্ণধার বলেছেন, তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কর্তৃক ভিত্তিহীন ও উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়ায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সালিশি মামলা করতে পারেন। যেহেতু সিঙ্গাপুর সরকার কোনো দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণ করে না। তাহলে নিশ্চয় তিনি বাংলাদেশি পাসপোর্ট সারেন্ডার করেছেন। তাই গোয়েন্দা সংস্থা ও সিঙ্গাপুরস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে জানা দরকার জনাব সাইফুল আলম কবে সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব নিয়েছেন। সর্বশেষ তিনি কবে দেশ ছেড়েছেন। তখন কোন দেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করেছেন। কিরণ বলেন, যদি তিনি সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব নিয়েও থাকেন, তারপরও যেহেতু তিনি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সালিশি মামলা করার উদ্যোগ নিচ্ছেন, তাই তার বিরুদ্ধে ঋণ জালিয়াতি, ব্যাংক দখল ও অর্থপাচারের অভিযোগের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তিন টার্গেট নিয়ে এগোচ্ছে বিএনপি

প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। ইতোমধ্যে জনসংযোগ, জনস্বার্থে কর্মসূচি পালনের নির্দেশ দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তার স্পষ্ট নির্দেশনা, যে করেই হোক এলাকার জনগণের ভালোবাসা ও মন জয় করতে হবে। প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে দ্রুত সময়ের মধ্যেই জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার চান দলের নীতিনির্ধারকরা। তাদের মতে, দেশের জনগণের কাছে মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব অন্তর্বর্তীসরকারের। আর মানুষকে সেবা প্রদানের দায়িত্ব হলো নির্বাচিত সরকারের। নিরপেক্ষ নির্বাচনে জনগণের ভোটে যে-ই সরকার গঠন করুক না কেন মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করাটাই বিএনপির টার্গেট। এ লক্ষ্যে সারা দেশে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা রকমের কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নেমেছে বিএনপি। দলীয় নেতা-কর্মীদের যে করেই হোক সাধারণ মানুষের মন জয় ও ভালোবাসা অর্জনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে দলের পক্ষ থেকে। গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিএনপির অনুকূলে আসার পর থেকেই দেশজুড়ে দল গঠনের কাজ শুরু করেছে দলটি। এরই মধ্যে অনেক জেলা ও মহানগরীর কমিটি বাতিল ও পুনর্গঠনও করা হচ্ছে। দল ও অঙ্গসংগঠনের প্রায় প্রতিটি ইউনিটকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে বিএনপি। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, অন্তর্বর্তীসরকার ডিসেম্বর মাসের মধ্যে রোডম্যাপ ঘোষণা না করলে নির্বাচনের জন্য আন্দোলনে নামতে পারি। আমরা চাই একটি অবাধ-সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক। আর এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দলের পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য সর্বপ্রথম দাবি তোলে বিএনপি। বিএনপি মনে করে যতদ্রুত সম্ভব নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত অন্তর্বর্তীসরকারের। এ জন্য বিএনপির পক্ষ থেকে কয়েক ধরনের কাজ করা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।

আ. লীগ বিষধর সাপের দল

সরকার দেশ ছেড়ে চলে গেলেও তাদের এজেন্টরা দেশে রয়ে গেছে। তারা মাঝেমধ্যে মাথাচড়া দিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার পাঁয়তারা করছে। শুধু রাজনীতিক দল হিসেবে নিষিদ্ধ করলেই হবে না, আগে তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। ফ্যাসিস্ট সরকার বিদায়ের ১৫ দিন আগে জামায়েত ইসলানমীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল কিন্তু সেটি রাখতে পারেনি। তিনি আরো বলেন, আপনারা জানেন, দাঁড়াশ সাপকে যতই মারেন সুযোগ পেলেই সেটি কিন্তু দংশন করে। আওয়ামী লীগ হচ্ছে তেমন একটি দল যে দলকে শুধু নিষিদ্ধ করলেই হবে না, এই দলের শেষ পোনা পর্যন্ত যদি বিচার করা না হয় তাহলে এ দেশ থেকে বিচারের সংস্কৃতি নিঃশেষ হয়ে যাবে। পরে যে সরকার আসবে তারাও ফ্যাসিস্ট সরকারে রূপ নিবে। কোনো সরকার এসে আবারও ফ্যাসিস্ট সরকারে রূপ নিবে দেশের মানুষ সেটা চায় না। তাই একটি দলকে শুধু নিষিদ্ধ করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না। আগে তাদের বিচার করতে হবে। তারপর কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সেটি জনগণের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। দেশে জনগণের ইচ্ছা কিভাবে প্রতিফলিত হবে সেটার সমাধানও রাজনীতিবিদরাই দেবেন। আওয়ামী লীগের মতো বিষধর সাপরা থাকবে কি থাকবে না। মতবিনিময়সভা শেষে জয়নাল আবেদীন ফারুক একটি তৈরি পোশাক কারখানা পরিদর্শন করেন। এ সময় আশুলিয়া থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল গফুর মিয়াসহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

খেজুরের আমদানি শুল্ক কমল, কমতে

কার্যকর হবে। খেজুর আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক-কর হ্রাস করার ফলে মানভেদে প্রতি কেজি খেজুরের আমদানি ব্যয় প্রায় ৬০ টাকা হতে ১০০ টাকা হ্রাস পেতে পারে। এনবিআর মনে করে, আমদানি পর্যায়ে শুল্ক-কর হ্রাসের ফলে খেজুরের আমদানি বৃদ্ধি পাবে। বাজারে খেজুরের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে ও বিক্রয় মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকবে।

যুক্তরাষ্ট্রে গৌতম আদানির বিরুদ্ধে

তারা প্রয়োজন না হলে হস্তক্ষেপ করবেন না। ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে আদানি পাওয়ার ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা থেকে বাংলাদেশে প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করে। এই কেন্দ্রটি বানানো হয়েছে শুধুমাত্র বাংলাদেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য। বুয়েটের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. ইজাজ বলেছেন, আদানি বাংলাদেশকে চুক্তির প্রস্তাবে জানায় তারা অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে কয়লা এনে সেগুলো দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে বাংলাদেশে পাঠাবে। যেহেতু বাংলাদেশে গভীর সমুদ্র বন্দর নেই তাই বিষয়টির যৌক্তিকতা ছিল। তবে সমালোচকরা পরবর্তীতে বলতে শুরু করেন, আদানি তো ভারতের সরকারের কাছ থেকে ভর্তুকি পেয়েছে। কিন্তু এই ভর্তুকি তো বাংলাদেশের সঙ্গে তারা ভাগাভাগি করেনি। বিদ্যুতের যে দাম আদানি নির্ধারণ করেছে সেটি নিয়ে শুরু থেকেই বিতর্ক ছিল। এমনকি শেখ হাসিনা সরকারের সময়ও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ভারতের সঙ্গে হাসিনার ভালো সম্পর্ক থাকায় আদানির পক্ষে যায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আদানির কাছে বিদ্যুতের দাম পুনর্মূল্যায়ন করার জন্য একটি চিঠি দেয়। ওই সময় আদানি জানায় তারা প্রতি মেট্রিক টন কয়লা ৪০০ ডলারে কিনছে। কিন্তু বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড জানায়, তারা অন্যান্য কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে একই পণ্যের জন্য ২৫০ ডলারের কম দিচ্ছে। এদিকে আদালত যেহেতু আদানির সঙ্গে চুক্তি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এতে করে বাংলাদেশ এখন পুরো চুক্তিটি পর্যালোচনা করতে পারবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে চেয়ার

করানোর চেষ্টা চলছে। সূত্র জানায়, ডিএইর প্রবেশ মুখেই বিশাল আকারের ব্যানারে সাবেক কৃষিমন্ত্রী, ডিএইর সাবেক দুই মহাপরিচালকসহ ৩৯ জনের ছবি দিয়ে ছাত্র-জনতা হত্যার দায়ে শাস্তি দাবি করা হয়েছে। তাতে তুলনামূলক বড় প্রকল্পের পিডি, ডিপিডি ও গুরুত্বপূর্ণ পদের কর্মকর্তারা ঠাঁই পেয়েছেন। তাছাড়া এক প্রকল্প পরিচালকের স্ত্রীর ছবিসহ লিফলেটও বিতরণ করা হয়। তবে ব্যানারে ছাত্র আন্দোলন দমাতে বিক্ষোভে অংশ নেয়া বহু কর্মকর্তার নাম ও ছবি নেই। এমনকি যেসব আওয়ামীপন্থি কর্মকর্তা ইতোমধ্যে বদলি হয়েছেন, তাদের নামও নেই। ব্যানারে ছবি থাকা কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকেই সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তাদের মধ্যেও এখন আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, বিগত সরকারের সুবিধাভোগী কয়েকজন পিডির নাম ও ছবি ব্যানারে আসেনি। তাদের কেউ কেউ রাজনৈতিক পরিচয় বদল করেছেন। আবার অনেকেই বিএনপিপন্থিদের আর্থিক সুবিধা দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন। সূত্র আরো জানায়, সরকার পতনের পর থেকে ডিএইতে ব্যাপক চাঁদাবাজি হচ্ছে। খালি হওয়া পদগুলোতে পদায়নের জন্য কেআইবির কিছু নেতা, শেকৃবি ছাত্রদলের কয়েকজন মোটা অঙ্কের টাকা নিচ্ছেন। দুর্গাপূজার নাম করে সব কর্মকর্তার কাছ থেকে চাঁদা তোলা হয়েছে। যে কোনো অনুষ্ঠান ঘিরেই তোলা হয় টাকা। আর টেন্ডার ঘিরে প্রকল্প পরিচালকদের নিয়মিত হুমকি-ধমকি দেয়া হচ্ছে। এদিকে ব্যানার প্রসঙ্গে ডিএইর প্রশাসন ও অর্থ উইংয়ের উপপরিচালক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রশীদ জানান, কর্মকর্তাদের ছবি কারা টানিয়েছে, তা জানা নেই। এ রকম কর্মকাণ্ড সমর্থন করা যায় না। তবে যাদের ছবি টানানো হয়েছে তারা ৪ আগস্ট আন্দোলনবিরোধী সমাবেশে অংশ নিয়েছেন। মন্ত্রী-সচিবের নির্দেশে কয়েকশ কর্মকর্তা সমাবেশে অংশ নিলেও গুটি কয়েকজনের ছবি কেন টানানো হলো? ব্যানারগুলো সরাতে মহাপরিচালকসহ বসে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ছাইফুল আলম জানান, সরকারি চাকরিতে বদলি কিংবা পদায়ন নিয়ম মেনে করা হয়। কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হওয়ার আগ পর্যন্ত খুনি আখ্যা দিয়ে ছবি টানিয়ে হেয় প্রতিপন্ন করা অন্যায়।

রেলে কৃষিপণ্য পরিবহনে সফলতা

করা ট্রেনটিতে বুকিং হয় মাত্র ২৬০ কেজি কৃষিপণ্য। আয় আসে ৪৮২ টাকা। ‘কৃষিপণ্য স্পেশাল’ সর্বশেষ ২৯ অক্টোবর ঢাকা-খুলনা রুটে দ্বিতীয়বার চলে। তাতে ১ হাজার ২২৫ কেজি কৃষিপণ্য পরিবহন করে রেলওয়ে পায় মাত্র ১ হাজার ৯১০ টাকা। সূত্র আরো জানায়, খুলনা থেকে ঢাকা পর্যন্ত প্রতি কেজি কৃষিপণ্য বহনে খরচ পড়ত ১ টাকা ৪৭ পয়সা। এরপরও ব্যবসায়ীদের অনীহার কারণে ট্রেনটি বন্ধ করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কারণ কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাড়া মিলেনি। তবে লোকসানের কারণে কৃষিপণ্য স্পেশাল বন্ধ করে দেয়া হলেও রেলওয়ে মৌসুম ধরে ‘ম্যাঙ্গো স্পেশাল’ ও ‘ক্যাটেল স্পেশাল’ নামের ট্রেন দুটিকে পরিচালনা করছে। যদিও এখন পর্যন্ত হাতেগোনা আম ও পশু পরিবহন করেছে রেল। ওই ট্রেন দুটি পরিচালনায় আয়ের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ব্যয় গুনতে হচ্ছে। আম পরিবহনের জন্য ২০২০ সাল থেকে ম্যাঙ্গো স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করছে রেলওয়ে। চালুর পর চার বছরে ট্রেনটি পরিচালনা করতে গিয়ে সংস্থাটির ১ কোটি টাকার বেশি লোকসান হয়েছে। একইভাবে লোকসান গুনেছে কোরবানির পশু পরিবহনের ট্রেন ক্যাটেল স্পেশালও। শুধু বিশেষ ট্রেন নয়, কৃষিপণ্য পরিবহনে বিভিন্ন রুটের যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গেও লাগেজ ভ্যান সংযুক্ত করেছে রেলওয়ে। এজন্য ৩৫৮ কোটি টাকা খরচ করে কেনা হয়েছে ১২৫টি লাগেজ ভ্যান। ওসব পণ্যবাহী কোচ রেলের বহরে যোগ হওয়ার পর রেলের আয় বৃদ্ধির বদলে উল্টো কমেছে। ২০২৩ সালে রেলের বহরে ছিল ৫১টি পুরনো লাগেজ ভ্যান, যা দিয়ে ওই বছরের আগস্ট পর্যন্ত সংস্থাটি আয় করে প্রায় ১০ কোটি টাকা। চলতি বছর তিন ধাপে রেলে ১২৫টি নতুন লাগেজ ভ্যান যুক্ত হলেও গত আগস্ট পর্যন্ত আয় হয়েছে ৮ কোটি টাকার কিছু বেশি। বিভিন্ন ট্রেনে সংযুক্ত লাগেজ ভ্যানগুলো বেশির ভাগ সময়ই ফাঁকা থাকছে। এদিকে পরিবহন বিশেষজ্ঞরা কৃষকের পণ্য কম খরচে পরিবহনের লক্ষ্য নিয়ে বিশেষ ট্রেন ও বিভিন্ন ট্রেনে লাগেজ ভ্যানগুলো সংযোজনের উদ্যোগের ধারণাটিকেই ভুল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের মতে, প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্য রেল স্টেশন পর্যন্ত আনতে এবং ওই পণ্য ট্রেনে তুলতে ও নামাতে কুলি খরচ আছে। খরচের পাশাপাশি স্টেশনের কুলি সিন্ডিকেটের কারণেও বিড়ম্বনা আছে। তারপর স্টেশন থেকে বাজারে নিয়ে আসতে আবার খরচ। এতো খরচ আর ঝক্কি-ঝামেলা ছোট কৃষকরা কখনই নিতে চাইবে না। ফলে কখনই ওসব ট্রেন পরিচালনার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। যারা নতুন ট্রেন বা ট্রেনে লাগেজ ভ্যান যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে, তাদের হয়তো এ বিষয়ে কোনো ধারণাই নেই।’

চুয়াডাঙ্গায় চাঁদাবাজির মামলায় আ. লীগ নেতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : চুয়াডাঙ্গার জীবননগর পৌর সভার সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা রফিকুল ইসলামকে চাঁদাবাজির মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে জীবননগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আটক করে। জীবননগর থানার ওসি মামুন হোসেন বিশ্বাস বলেন, পৌর সভার সাবেক মেয়র রফিকুল ইসলামকে চাঁদাবাজি ও গাড়ি ভাঙচুরের মামলায় আটক করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে তাকে আদালতে নেওয়া হলে আদালত জেলহাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

টোলপ্লাজায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস আইল্যান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর মইজ্জ্যারটেক টোলপ্লাজায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাস আইল্যান্ডে আটকে গেছে। দুর্ঘটনায় কয়েকজন যাত্রী আহত হন। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত পৌনে ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শাহ আমানত তৃতীয় সেতুর টোল আদায়কারী প্রতিষ্ঠান সেল ভ্যান জেভি’র প্রজেক্ট ম্যানেজার সুমন ঘোষ জানান, কক্সবাজারগামী তিশা ট্রাভেলসের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোলপ্লাজার ৪ ও ৫ নম্বর লেনের মাঝে আইল্যান্ডে উঠে যায়। ভাগ্যক্রমে টোল প্লাজার কর্মচারী এবং বাসের যাত্রীরা প্রাণে বেঁচে যান। বাসের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার কারণে সাময়িকভাবে টোলপ্লাজার ৫ নম্বর লেন বন্ধ রাখা হয়েছে। কর্ণফুলী থানার ওসি মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। চালক ও সহকারী পলাতক। টোলপ্লাজার অবকাঠামোর ক্ষতি হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করা হচ্ছে।

ভারত থেকে ফেরার সময় সীমান্তে ২ তরুণী আটক

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধভাবে ভারত থেকে ফেরার পথে বাংলাদেশি দুই তরুণীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া সীমান্তের আব্দুল্লাহপুর এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটকরা হলেন, খুলনার স্বপ্না বেগম (৩০) ও পিরোজপুরের সোনিয়া আক্তার (২২)। বিজিবি ২৫ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল ফারাহ্ মোহাম্মদ ইমতিয়াজ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, বাংলাদেশি এই দুই তরুণী প্রায় ৩ মাস আগে অবৈধপথে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের আগরতলায় যান। সেখানে গিয়ে গৃহকর্মীর কাজ করতেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে টাকার বিনিময়ে ভারতীয় রাহুল দাস ও বাংলাদেশি মো. সাইমুন নামে মানবপাচারকারীর সহযোগিতায় অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছিলেন তারা। এসময় ফকিরমোড়া বিওপির টহল দলের সদস্যরা তাদের আটক করে। তিনি আরও জানান, আটকদের আখাউড়া থানায় হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় পাচারকারীসহ আটকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বরিশালে পিকআপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশালের গৌরনদীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পিকআপ ডোবায় পড়ে দুজন নিহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের কটকস্থল আরিফ ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন পিকআপের চালক ফরিদপুর জেলার মুকুল (৩৫) ও একই জেলার মো. বাদল মোল্লা (৪০)। গৌরনদী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. বিপুল হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রাকচালক ও হেলপারকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। গৌরনদী হাইওয়ে থানার ওসি মো. আমিনুর রহমান জানান, গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে বরিশাল থেকে ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে একটি খালি পিকআপ ভ্যান যাচ্ছিল। পথিমধ্যে ঢাকা বরিশাল মহাসড়কের কটকস্থল আরিফ ফিলিং স্টেশন অতিক্রমকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি ডোবায় পরে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই পিকআপের চালকসহ দুজন নিহত হন। ওসি জানান, ডোবায় পড়ে যাওয়া পিকআপ ভ্যান উদ্ধার কার্যক্রম চলমান। এ ঘটনায় পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্বামীকে মৃত দেখিয়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলাকারী নারীসহ গ্রেপ্তার ৩

স্টাফ রিপোর্টার : সাভারের আশুলিয়ায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিজের জীবিত স্বামী আল আমিন মিয়াকে (২২) মৃত দেখিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৩০ জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়েরকারী কুলসুম বেগম (২১) ও তার দুই সহযোগী শফিকুর এবং রুহুল আমীনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার সকালে তাদের গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আশুলিয়া থানার ওসি আবু বকর। এর আগে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে কক্সবাজারের আলেকজাহান এসএম পাড়ার মোস্তাক আহমেদের বাড়ি থেকে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে রাতেই আশুলিয়া থানায় নিয়ে আসেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আশুলিয়া থানার এসআই রকিবুল ইসলাম। গ্রেপ্তারকৃতরা হলো- মিথ্যা মামলার কারিগর মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় থানার টেপড়া গ্রামের মেছের আলীর ছেলে রুহুল আমীন, একই জেলার ঘিওর থানার ফুলহারা গ্রামের মৃত মাসুম আলীর ছেলে শফিকুর রহমান ও ঘিওর থানার স্বল্পসিংজুরি বাঙলা এলাকার আব্দুল খালেকের মেয়ে কুলসুম বেগম। মিথ্যা মামলার বাদী কুলসুম বেগম জানান, চার বছরের সন্তানকে নিয়ে স্বামী আল-আমীনের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি সিলেটে থাকতেন তিনি। গত ২৮ আগস্ট দাম্পত্য কলহের জেরে সিলেট থেকে সাভারে বোনের কাছে চলে আসেন কুলসুম। আসার পথে গাড়িতে শফিকুর রহমানের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং তিনি চাকরির জন্য সাভারে এসেছেন বলে জানান। এই সুযোগে শফিক কুলসুমকে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে রুহুল আমীনের কাছে নিয়ে যান। পরে রুহুল আমীন ও শফিকুর চাকরির জন্য জন্ম নিবন্ধন চেয়ে সাভারের সেনা শপিং কমপ্লেক্সে দেখা করেন। এ সময় তারা জন্ম নিবন্ধন দিয়ে আমার স্বামীকে মৃত দেখিয়ে মামলা প্রস্তুত করেছেন বলে আমাকে জানান। আমি রাজি না হলে তারা নানা রকম ভয়ভীতি দেখিয়ে আমাকে আদালতে নিয়ে উকিলের সামনে কাগজে স্বাক্ষর নেন। রুহুল আমীন ও শফিকুর রহমান ব্ল্যাকমেইল করে মামলা করতে বাধ্য করেছেন এবং আমাকে কক্সবাজারে বাসা ভাড়া করে দিয়ে থাকতে বলেন। কুলসুমের বোন ফাতেমা বলেন, আমার বোনকে রুহুল আমীন নানাভাবে ভয় দেখিয়েছেন। তিনি মামলা, ফাঁসি এমনকি সবসময় রুহুলের কাছে পিস্তল থাকে বলে ভয়ভীতি দেখান। রুহুল আমীন বেশ কয়েকজনের নাম মামলা থেকে কেটে দিয়েছেন। সে সময় আমার ছোটবোনকে আদালতে নিয়ে যান তারা। তারা বলতেন যে অজ্ঞাত ছেলেটা মারা গেছে তিনি যেন বিচার পান সেজন্য এই মামলা দায়ের করেছেন। পরে বুঝতে পারি তারা একটি চক্র ও মামলা বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত। আমার বোন আশুলিয়া কিংবা সাভারে থাকত না। সে থাকত সিলেটে। শফিক ও রুহুল আমার বোনকে ফাঁসিয়েছেন। অভিযুক্ত শফিকুর রহমান বলেন, কুলসুমের সঙ্গে আমার গাড়িতে পরিচয় হয়। পরে তাকে নিয়ে আমি রুহুল আমীনের কাছে যাই। তিনি মামলার সব কাজ করেছেন। অভিযুক্ত রুহুল আমীন বলেন, কুলসুমই আমার কাছে মামলা করার জন্য সহযোগিতা চেয়েছেন। টাকার বিনিময়ে আসামির নাম বাদ দেওয়ার বিষয়ে তিনি জানান, মনোয়ার মাস্টার, বাশার, ইলিয়াস শাহী ও সারোয়ার তালুকদারের নাম মামলা থেকে বাতিলের জন্য এভিডেভিড করা হয়েছে। তবে তাদের কাছে কোনো টাকা নেওয়া হয়নি। আশুলিয়া থানার এসআই রকিবুল ইসলাম বলেন, তদন্ত করে বাদীকে উদ্ধার করে দুইজনকে আটক করা হয়েছে। তারা জীবিত স্বামীকে মৃত দেখিয়ে ছাত্র-জনতা হত্যা মামলা দায়ের করেছিলেন। যে মামলায় আসামি করা হয়েছিল ১৩০ জনকে। অথচ বাদীর স্বামী এখনো বেঁচে আছেন এবং আদালতে উপস্থিত হয়ে আল-আমীন সব স্বীকার করেছেন। আশুলিয়া থানার ওসি আবু বকর বলেন, জীবিত স্বামীকে মৃত দেখিয়ে ছাত্র-জনতা হত্যা মামলা দায়েরের ঘটনায় শফিক, রুহুল আমীন ও কুলসুমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা মিথ্যা মামলার বিষয়টি স্বীকার করেছে। আজ শনিবার মামলার বাদী কুলসুমকে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানের জন্য আদালতে পাঠানো হবে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গত ৫ আগস্ট আশুলিয়ায় ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি ছুড়া হলে অন্তত অর্ধশতাধিক লোক মারা যায়। তাদের মধ্যে বেওয়ারিশ হিসেবে একজনের লাশ দাফন করা হয়। সেই লাশটিকে নিজের স্বামী আল-আমিন দাবি করে ১৩০ জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন কুলসুম বেগম।

গাজীপুরে চোর সন্দেহে যুবককে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের শ্রীপুরে অটোরিকশা চুরির অপবাদে এক যুবককে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার শ্রীপুর পৌরসভার ভাংনাহাটির কাইচ্চাগড় এলাকায় এ নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। রাত সাড়ে ৮টার দিকে নির্যাতনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। নির্যাতনের শিকার যুবকের নাম মিন্টু মিয়া (২৫)। তিনি শ্রীপুর পৌর এলাকা বহেরারচালা গ্রামের আইয়ুব আলীর ছেলে। নির্যাতনের ভিডিওটি তাৎক্ষণিকভাবে থানা পুলিশের নজরে এলে অভিযান চালিয়ে রাত ১০টার দিকে জড়িত একজনকে আটক করা হয়। তবে ওই ব্যক্তির নাম-পরিচয় জানা যায়নি। ভিডিওতে দেখা যায়, হলুদ শার্ট ও লুঙ্গি পরা এক যুবককে ঘরের বারান্দার সিমেন্টের খুঁটির সঙ্গে পিঠমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে। সাদা টি-শার্ট ও নীল জিন্সের প্যান্ট পরা আরেক যুবক তার দুই পা টেনে নির্যাতন চালাচ্ছেন। একপর্যায়ে ছেলেটির পায়ের ওপর ওঠে লাফালাফি করতেও দেখা গেছে। এসময় ‘ও মা, মাগো’ বলে চিৎকার করলে মারধরের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেন নির্যাতনকারীরা। এদের মধ্য থেকে কয়েকজন নির্যাতনকারীদের মারধর করতে নিষেধ করলেও তারা শোনেননি। পরে ছেলেটির বাঁধন আরও শক্ত করে চুরির স্বীকারোক্তি নেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়। শ্রীপুর থানার ওসি মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন মন্ডল বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান চালিয়ে ঘটনায় জড়িত একজনকে আটক করা হয়েছে। তাকে থানায় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

চট্টগ্রামে বিএনপির ৪ নেতাকে অব্যাহতি

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চার নেতাকে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত শওকত আলম খাজা স্বাক্ষরিত এক নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়। নোটিশে তাদের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদের দোসরদের সহযোগিতা এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাজে বাধা দেওয়ার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়। তারা হলেন- আকবর শাহ থানা বিএনপির সভাপতি আব্দুস সাত্তার সেলিম, সহ-সভাপতি রেহান উদ্দিন, উত্তর পাহাড়তলী ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জমির আহমেদ ও আকবর শাহ থানা যুবদলের সাবেক সদস্যসচিব ইলিয়াস খান। নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের সকল পর্যায়ের পদ থেকে তারেক রহমানের নির্দেশক্রমে তাদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সীতাকুণ্ডের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আরিফুল ইসলাম চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত একটার দিকে নগরের মনছুরাবাদ এলাকায় আত্মীয়ের বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ডবলমুরিং থানা পুলিশ। আরিফুল ইসলাম চৌধুরী ডবলমুরিং থানার একটি হত্যা মামলার সন্দেহভাজন আসামি। এ ছাড়া তিনি সীতাকুণ্ড থানায় দায়ের করা একটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। ডবলমুরিং থানার ওসি কাজী রফিক আহমেদ জানান, রাতে আরিফুল নগরের মনছুরাবাদে এক আত্মীয়ের বাসায় অবস্থান করার খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বগুড়ায় বিদেশি পিস্তলসহ কৃষক লীগ নেতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়ার শাজাহানপুরে এক রাউন্ড গুলিভর্তি একটি বিদেশি পিস্তলসহ স্থানীয় আওয়ামী কৃষক লীগ নেতা রায়হান আলীকে (৩৩) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যৌথ বাহিনীর সদস্যরা গত বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যরাতে উপজেলার আশেকপুর ইউনিয়নের আশেকপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামের বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেন। গতকাল শুক্রবার দুপুরে শাজাহানপুর থানার ওসি ওয়াদুদ আলম এ তথ্য জানিয়েছেন। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান, রায়হান আলী বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার আশেকপুর ইউনিয়নের আশেকপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামের আবদুর রহমানের ছেলে। তিনি আশেকপুর ইউনিয়ন কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। গত বৃহস্পতিবার রাত দেড়টার দিকে গোপনে খবর পেয়ে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা রায়হানের বাড়িতে অভিযান চালান। এ সময় এক রাউন্ড গুলিভর্তি একটি বিদেশি পিস্তল পাওয়া যায়। অবৈধ অস্ত্র রাখার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শাজাহানপুর থানার ওসি ওয়াদুদ আলম জানান, এ ব্যাপারে এসআই নুরুল ইসলাম অস্ত্র আইনে মামলা করেছেন। গতকাল শুক্রবার বিকালে রায়হানকে আদালতের মাধ্যমে বগুড়া জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার: এদিকে বগুড়ায় দুটি হত্যাসহ তিন মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা ও ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান মেহেদী হাসানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে তাকে আদালতের মাধ্যমে বগুড়া জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। ডিবি পুলিশ গত বৃহস্পতিবার রাতে তাকে সদর উপজেলার ফাঁপোড় ইউনিয়নের কৈচর পূর্বপাড়া গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। ডিবি পুলিশের ইনচার্জ ইন্সপেক্টর মোস্তাফিজ হাসান এ তথ্য জানিয়েছেন। ডিবি পুলিশ জানায়, মেহেদী হাসান বগুড়া সদরের ফাঁপোড় ইউনিয়নের কৈচর পূর্বপাড়া গ্রামের মৃত মিজানুর রহমানের ছেলে। তিনি ফাঁপোড় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর মেহেদী হাসানের বিরুদ্ধে দুটি হত্যা ও একটি বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা হয়। এরপর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর তিনি নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। গোপনে খবর পেয়ে ডিবি পুলিশের একটি দল বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।

এখনই মুক্তি মিলছে না বগুড়ার সেই সাদের

স্টাফ রিপোর্টার : এখনই মুক্তি পাচ্ছেন না বগুড়ায় মাকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া সাদ বিন আজিজুর রহমান। জামিনের জন্য তার পরিবার আদালতে পিটিশন দিলেও জামিন আবেদন না-মঞ্জুর করেছেন বগুড়ার আদালত। গত বৃহস্পতিবার শুনানি শেষে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সুকান্ত সাহা এই আবেদন না-মঞ্জুর করেন।

সম্পাদকীয়

আদালতের মানবিক নির্দেশ

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার চিত্রাপাড়া গ্রামের জামাল মিয়া পেশায় দিনমজুর। তার প্রথম সন্তান সাজ্জাদ মিয়া সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। দ্বিতীয় সন্তান ফারিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণির ছাত্রী। এ ছাড়া এক মাস বয়সী দুটি কন্যাসন্তানও রয়েছে তার। উল্লেখ্য, যমজ দুই কন্যাশিশুর জন্মের এক সপ্তাহের মাথায় মায়ের মৃত্যু ঘটে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সদ্য জন্ম নেওয়া দুগ্ধপোষ্য দুই কন্যাসহ চার সন্তান ও বৃদ্ধা মায়ের দেখাশোনা জামালই করতেন। কিন্তু কয়েকদিন পরই এক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে তাকে চলে যেতে হয় কারাগারে। গত ৮ নভেম্বর দিবাগত রাতে কোটালীপাড়া থানা-পুলিশ জামাল মিয়াকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং গোপালগঞ্জ সদর থানায় হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে ৯ নভেম্বর গোপালগঞ্জ সদর থানা পুলিশ তাকে স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ক্রীড়া সম্পাদক শওকত আলী দিদার হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠায়। যদিও পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে নির্দোষ বলে দাবি করা হয়।

গ্রেপ্তারের পর জামাল মিয়ার অনুপস্থিতিতে সন্তানরা ঘরে খাবার সংকটে দিনাতিপাত করছে অনেক কষ্টে। বিশেষ করে নবজাতক দুই শিশুর অবস্থা সবচেয়ে বেশি শোচনীয়। গণমাধ্যমে প্রকাশিত এমন সংবাদ আদালতের নজরে আনেন কয়েকজন আইনজীবী। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন দেখে স্বপ্রণোদিত হয়ে ওই শিশুদের খাবারদাবার ও সামগ্রিক দেখভালের বিষয়ে গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসকসহ সমাজসেবা কার্যালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চ। সেই সঙ্গে গোপালগঞ্জের আলোচিত চার শিশুর দিনমজুর বাবা জামাল মিয়াকে জামিন দিয়েছেন আদালত। মানবিক দিক থেকে তাকে জামিন দেওয়া হয়েছে। এতে ওই চার শিশু সন্তানও ফিরে পেয়েছে তার বাবাকে।

পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নেই যেখানে চুরি-ডাকাতি-প্রতারণার পাশাপাশি খুন-ধর্ষণ-রাহাজানি-লুটপাট ইত্যাদির মতো অপরাধ সংঘটিত হয় না। সমাজে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিচারব্যবস্থা। অপরাধ দমন বিশেষজ্ঞ ও আইনবিদদের মতে, অপরাধপ্রবণতা দূরীকরণে অপরাধীকে শাস্তির কঠোরতা নয়, বরং সংশোধনের উত্তম সুযোগ দেওয়া জরুরি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পর দেশব্যাপী হত্যাকাণ্ডসহ নানা অপরাধে মামলা হচ্ছে। এসবের মধ্যে সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণহীন মামলাও রয়েছে অসংখ্য, যেগুলো নিয়ে চলছে নানা আলোচনা-সমালোচনা। তবে ইতোমধ্যে কাউকে হয়রানির জন্য মিথ্যা মামলা দায়ের করলে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সেই সঙ্গে তদন্তে কোনো আসামির সম্পৃক্ততা পাওয়া না গেলে মামলা থেকে তার নাম প্রত্যাহারের ব্যবস্থা নিতে বলেছে পুলিশ সদর দপ্তর। যাচাই-বাছাই না করে মিথ্যা বা ভুয়া মামলা দিয়ে নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি না করার অনুরোধ এসেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকেও, যা ইতিবাচক। এমতাবস্থায় সম্প্রতি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আদালত কর্তৃক গোপালগঞ্জের জামাল মিয়ার জামিনের আদেশটি নিঃসন্দেহে প্রশংস-নীয়। এমন নির্দেশ বিচার বিভাগের প্রতি দেশের মানুষের আস্থা বাড়াতে সহায়ক হবে বলেই প্রত্যাশা।

বাড়ছে সারের দাম

দেশে এবারে বর্ষা মৌসুমের বাইরেও প্রলম্বিত সময়ে অতি বৃষ্টি ও বন্যায় আমনের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর পাশাপাশি বিঘ্নিত হয়েছে শাক-সবজি ও ফলমূলের আবাদ। নিত্যপণ্যের বাজারে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। চাল থেকে শুরু করে প্রায় সব পণ্যের দাম বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। বাজার পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমাতে অন্তর্বর্তী সরকার ইতোমধ্যে চাল-গমসহ কয়েকটি নিত্যপণ্য আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনেক পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানোসহ কিছু ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে ব্যাংকিং সুবিধাও। এরপরেও অনেক ক্ষেত্রে আমদানিকারকদের তেমন আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। যেমন– দাম বৃদ্ধির লাগাম টেনে ধরতে চাল আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহার করা হলেও আমদানিকারকরা তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না নানা অজুহাতে। এমতাবস্থায় সরকারকে সমধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে আগামী বোরো ও রবিশস্যের মৌসুমকে সামনে রেখে উৎপাদন বাড়াতে কৃষকের কাছে ভর্তুকি মূল্যে সব রকমের সার পৌঁছে দেওয়া। এর পাশাপাশি উন্নতমানের বীজ, সেচ সুবিধা, ডিজেল প্রাপ্তি, কীটনাশক, বিদ্যুৎ ইত্যাদিও সহজলভ্য করা।

তবে বর্তমানে সারের বাজারে তেমন কোনো সুসংবাদ নেই বললেই চলে। ইতোমধ্যে বাজারে প্রায় সব রকম সারের দাম বেড়েছে, কোনো কোনোটি প্রায় দ্বিগুণ। অনেকক্ষেত্রে ডিলারের কাছে পর্যাপ্ত সারও পাওয়া যায় না বলে কৃষকের অভিযোগ রয়েছে। কৃষকের ভাষ্য, ডিলারদের দোকানে সারের সরকারি মূল্য তালিকা টাঙানো থাকলেও কোথাও এ দামে সার পাওয়া যায় না। এমনকি দেশে উৎপাদিত টিএসপি সারের দাম বর্তমানে প্রায় দ্বিগুণ। বর্তমান সরকার নির্ধারিত সারের দাম– ইউরিয়া ও টিএসপি ৫০ কেজির প্রতি বস্তা ১ হাজার ৩৫০ টাকা এবং এমওপি ১ হাজার টাকা। বেশি দামের পাশাপাশি দেশীয় টিএসপি, ইউরিয়া এবং এমওপি সার ন্যায্য দামে না পাওয়ায়, অনেক ক্ষেত্রে কৃষক বাধ্য হয়ে বিএডিসির মাধ্যমে আমদানিকৃত সার ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে ফলনে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যায় না। আশার কথা এই যে, সরকার খাদ্য পণ্য আমদানির পাশাপাশি সার আমদানি করারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এখন যেটি দরকার তাহলো কৃষকের কাছে চাহিদামতো যথাসময়ে ন্যায্য মূল্যে সার পৌঁছে দেওয়া।

ইতোপূর্বে সাবেক সরকার তথা কৃষি মন্ত্রণালয় সবরকম সারের দাম বাড়িয়েছে। সাবেক কৃষিমন্ত্রী স্বীকার করেছেন, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, ডলারের দাম, আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দামসহ বিপুল ভর্তুকি বিবেচনায় নিয়ে দাম বাড়ানোর বিকল্প ছিল না। উল্লেখ্য, গত তিন বছর ধরে সারের দাম বাড়ছে আন্তর্জাতিক বাজারে। কৃষককে ধারদেনা, স্ত্রীর গহনা, গরু ও সম্পদ বিক্রি করে সার কিনতে হয়। ফলে, সারের দাম বাড়ায় তারা কিছুটা হলেও চাপে পড়েন। এও সত্য যে, কিছু কৃষক প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সার ব্যবহার করেন বিশেষ করে ইউরিয়া। তাতে জমি ও ফসলের ক্ষতি হয়। সে ক্ষেত্রে পরিমিত পরিমাণে ইউরিয়া সারের ব্যবহার হলে কৃষকের উৎপাদন খরচ কমে আসবে। এর পাশাপাশি কৃষকের কাছে ন্যায্য দামে সবরকম সারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়।

ভেজাল ওষুধের রমরমা বাণিজ্য বন্ধ হবে কবে ?

দেশের ওষুধ ব্যবসা এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, যেখানে স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রয়োজন স্বাস্থ্য সচেতনতা, ডাক্তার ও ঔষধ। আর ঔষধই অসুস্থতার একমাত্র নিয়ামক। বর্তমানে বাংলাদেশে ওষুধ শিল্প অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক ভালো সময় পার করছে। বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প দেশের প্রয়োজনীয় সকল ওষুধ উৎপাদন ও বিপণন করতে সমর্থ। তাছাড়াও, দেশের অর্থনীতিতে রাখছে বিরাট ভূমিকা। বাংলাদেশের উৎপাদিত ঔষধের চাহিদা ও ব্যবহার বিশ্ববাজারে বেড়েই চলেছে। এত সব সুখবরের মধ্যে, বিশ্ববাজারে যখন বাংলাদেশে উৎপাদিত ঔষধের চাহিদা বেড়ে চলেছে ঠিক তখনই এর বিপরীত চিত্র দেশের ঔষধের বাজারে। দেশীয় বাজারে উৎপাদিত হচ্ছে ভেজাল ও নকল ঔষধ, যার ফলে ক্রমশই অস্থির হয়ে উঠছে ওষুধ শিল্প ও চিকিৎসা ব্যবস্থা। নকল ভেজাল ওষুধ তৈরিতে জড়িত নামসর্বস্ব কিছু ওষুধ কোম্পানি এবং তথাকথিত ইউনানী ও হারবাল ওষুধ কোম্পানিগুলো। দেশে ইউনানী ওষুধের লাইসেন্স রয়েছে প্রায় তিনশটি- যা কোনোভাবেই এক ডজনের বেশি হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এসব তথাকথিত প্রতিষ্ঠানের আড়ালে হুবহু 'আসল' মোড়কে গ্যাস্ট্রিক, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, কিডনিসহ বিভিন্ন জটিল রোগের নকল ওষুধ বাজারে ছাড়া হচ্ছে। যা দেখে ভোক্তাদের আসল-নকল পরখ করা অনেকটাই দুঃসাধ্য। স্বনামধন্য এবং পরিচিত ওষুধ কোম্পানির ওষুধগুলোই নকল করা হয় বেশি। নকল ওষুধ সাধারণত রুগ্ন কারখানা বা ইউনানী-হারবালের মতো কারখানাগুলোতে উৎপন্ন হয়। রাতের শিফটে এসব নকল ওষুধ উৎপাদন করে ভেজাল সিন্ডিকেটের কুশীলবরা। কারখানা থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ঢাকায় চক্রের তালিকাভুক্ত কিছু ফার্মেসির কাছে পৌঁছানো হয় এসব ভেজাল ওষুধ। মিটফোর্ড কেন্দ্রিক কিছু অসাধু ফার্মেসি নকল ভেজাল চক্রের সঙ্গে জড়িত। সেখান থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে যাচ্ছে প্রাণঘাতী এসব নকল ওষুধ। ভেজাল ওষুধের রমরমা বাণিজ্যের কারণে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে এবং মানুষের জীবন ঝুঁকিতে পড়ছে। ওষুধ ও কসমেটিকস আইন ২০২৩-এ নকল ভেজাল ওষুধ তৈরি ও বিপণনের অপরাধকে জামিন অযোগ্য করা হয়েছে। কিন্তু তার প্রয়োগ নেই। এ বিষয়ে সরকার সক্রিয় হলে নকল ভেজাল রোধে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। নকল এবং ভেজাল ওষুধের বাজার বন্ধ না করতে পারে ওষুধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা দিনে দিনে কমে আসবে। এতে বড় ঝুঁকিতে পড়তে পারে স্বাস্থ্য খাত। তাই এসব ক্ষেত্রে আইনকানুন পরিবর্তন করে আরও কঠোর শাস্তির বিধান চালু করতে হবে, যাতে করে আর কেউ কোনো সময় নকল, ভেজাল ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাত করার সাহস না পায়।

বুড়িগঙ্গা কি তার আগের অবস্থা ফিরে পাবে

উর্মি আক্তার ঝিনুক

বাংলাদেশের উত্তর-কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি নদী বুড়িগঙ্গা। এই বুড়িগঙ্গার তীরেই প্রায় ৪০০ বছর পূর্বে গড়ে উঠেছিল ঢাকা শহর যা এখন বাংলাদেশের রাজধানী। নদীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২৯ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ৩০২ মিটার, গড় গভিরতা প্রায় ৪০ মিটার এবং এটির গতিপথ সর্পিলাকার। বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ড বা "পাউবো" কর্তৃক বুড়িগঙ্গা নদীর প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর উত্তর-কেন্দ্রীয় অঞ্চলের নদী নং-৪৭। বুড়িগঙ্গা নদীটি ঢাকা শহরের দক্ষিন এবং পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত জোয়ারভাটা প্রভাবিত একটি নদী। ২৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটিকে ঢাকার প্রাণ বলা হয়ে থাকে। টেমসের তীরে যেমন লন্ডন, সেইনের তীরে যেমন প্যারিস, দানিয়ুবের তীরে বুদাপেস্ট, তেমনই বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকা। ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় যে, গঙ্গা নদীর একটি ধারা প্রাচীনকালে ধলেশ্বরী হয়ে সোজা দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হত। কিন্তু পরবর্তীতে সেই ধারাটির গতিপথ পরিবর্তন হওয়ার ফলে গঙ্গার সাথে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে। প্রাচীন গঙ্গা সেই পথে প্রবাহিত হতো বলেই গঙ্গার সাথে মিল রেখে ধারাটির নামকরণ করা হয় বুড়িগঙ্গা। পরবর্তীতে ব্রহ্মপুত্র এবং শীতলক্ষ্যার পানি এক স্রোতে মিশে বুড়িগঙ্গা নদী প্রবাহিত হয়েছিল। বর্তমানে এটি ধলেশ্বরীর শাখাবিশেষ অর্থাৎ মূলত ধলেশ্বরী থেকে বুড়িগঙ্গার উৎপত্তি এবং এর উৎপত্তিস্থল হল কলাতিয়া। বর্তমানে যেহেতু উৎসমুখটি ভরাট হয়ে গিয়েছে তাই পুরনো কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে যত নগর ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে তার প্রায় সবগুলোয় পানি কেন্দ্রীক। হয় নদীর তীর কেন্দ্র করে নাহয় সমুদ্রের তীরকে। ১৬১০ সালে রাজধানী ঢাকার রুপকার ইসলাম খান বুড়িগঙ্গা দিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন। বাংলার সুবাদার মুকাররম খাঁ বুড়িগঙ্গার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কাজ করেছিলেন। তার শাসনামলে বুড়িগঙ্গার তীরে প্রতি রাতে আলোকসজ্জা করা হতো এবং নদীর বুকে অসংখ্য নৌকাতে ফানুস বাতি জ্বলতো যা তখন অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করতো। মোঘলদের যুগেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল বুড়িগঙ্গা। বুড়িগঙ্গা নদীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে টেইলর ১৮০০ সালে লিখেছিলেন- বর্ষাকালে যখন বুড়িগঙ্গা পানিতে ভরপুর থাকে তখন দূর থেকে ঢাকাকে দেখায় ভেনিসের মতো। এ নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ বাংলার জীবন-জীবিকা, ব্যবসা, কৃষ্টি, শিল্প, সভ্যতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন। একসময় এ নদীতে ঝাঁকে ঝাঁকে রূপালি ইলিশ আসত, চলত পালতোলা নৌকা। নদীর মাছকে কেন্দ্র করে চলত আশেপাশের মানুষের জীবিকা। এ নদী দিয়েই সওদাগর, পরিব্রাজক ও ব্যবসায়ীরা বিশাল বিশাল বাণিজ্য জাহাজে চড়ে ব্যবসা বাণিজ্য করতে আসত। ফলে কর্মব্যস্ত হয়ে উঠে বুড়িগঙ্গার বুক। বর্তমানে বুড়িগঙ্গার সেই জৌলুস আর নেই। কালের বিবর্তনে দখল হয়ে যাচ্ছে বুড়িগঙ্গার নদী তীর। এছাড়াও বিশ শতকে পলিথিন, কলকারখানার বর্জ্য এবং নদীর তীরে অবস্থিত ভবনগুলো ভেঙে ফেলার ফলে এই নদী দূষিত হয়। ১৯৮৪ সালে বুড়িগঙ্গার পানি প্রবাহের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ২ হাজার ৯০২ কিউসেক। তবে বর্তমানে বুড়িগঙ্গার পানি প্রবাহের পরিমাণ প্রায় অর্ধেকের বেশি কমে গেছে। বুড়িগঙ্গাকে কেন্দ্র করেই ঢাকা কালক্রমে হয়ে উঠেছে বৃহৎ বাণিজ্যিক নগরী। সময়ের সাথে সাথে পণ্য আদান-প্রদান, যাত্রী পরিবহন, ঢাকার জনসংখ্যা ইত্যাদি বাড়ছেই। যার ফলে জলযান আর গৃহস্থালি থেকে প্রতিদিন প্রায় ২১,৬০০ ঘনমিটার কঠিন বর্জ্য বুড়িগঙ্গায় এসে পড়ে। সাম্প্রতিক এক হিসাব অনুযায়ী, ঢাকার প্রায় পাঁচ শতাধিক ট্যানারীর ৪.৭৫ মিলিয়ন লিটার বিষাক্ত বর্জ্য বুড়িগঙ্গায় এসে পড়ছে। সুইজারল্যান্ডের গ্রীনক্রস এন্ড ব্ল্যাকস্মিথ ইন্সটিটিউটের (২০১৩) দেওয়া এক তথ্য অনুসারে হাজারীবাগ পৃথিবীর দূষিত স্থানগুলোর মাঝে পঞ্চম। ট্যানারি জাতীয় বর্জ্যের কারনে এসব এলাকার প্রায় ১,৬০,০০০ জন মানুষ মারাত্মকভাবে ক্ষতির শিকার হচ্ছে। সেই বর্জ্যগুলো সব ফেলা হয়েছে বুড়িগঙ্গায়। অতীতকাল থেকেই বুড়িগঙ্গা বিভিন্নভাবে দূষিত হয়ে আসছে। শুধু দখলের কারনে ইতোমধ্যেই বুড়িগঙ্গা মরা গাঙে পরিনত হয়ে গেছে। পূর্বে শুধু ময়লা-আবর্জনা ফেলে নদীটি দূষিত হতো আর বর্তমানে এর সাথে যুক্ত হয়েছে অপরিশোধিত শিল্প ও পয়ঃবর্জ্য, সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্য, ওয়াসার তরল বর্জ্য ইত্যাদি যা নদীটিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। দখল-দূষনের কবলে পড়ে এক সময়ের জৌলুসে পরিপূর্ণ বুড়িগঙ্গার আজ বেহাল দশা। বুড়িগঙ্গার দূষণের ইতিহাস থেকে জানা যায়, বুড়িগঙ্গা ভিত্তিক ঢাকা শহরের বিকাশ যখন থেকে শুরু তখন থেকে দূষণের ইতিহাসও শুরু। ১৮৬৬ সালে বুড়িগঙ্গা দূষণের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। সেই রিপোর্টে বুড়িগঙ্গা দূষণের দুইটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছিল।প্রথমটি হল, বুড়িগঙ্গার মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এর প্রবাহ হ্রাস পাচ্ছে; ফলে বিভিন্ন স্থান থেকে আবর্জনা ও গলিত পদার্থ মিশে দূষিত করছে বুড়িগঙ্গাকে। দ্বিতীয় কারণে বলা হয়, বুড়িগঙ্গার সঙ্গে আরেকটি নাম সংযুক্ত আর তা হচ্ছে- 'সদরঘাট'। বাংলাদেশের আদি ঢাকা শহরের একটি নদীবন্দর যাকে ঘিরে উনিশ শতকে একটি ব্যবসায়িক জনপদ গড়ে ওঠে। এই নদীবন্দরটি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। একবিংশ শতকের শুরুতেও এটির গুরুত্ব অক্ষুণ্ন রয়েছে। এর সন্নিহিত এলাকা পুরান ঢাকা নামে প্রসিদ্ধ। এর অতি নিকটে রয়েছে পুস্তক প্রকাশনার ঘাঁটি বাংলাবাজার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বলধা গার্ডেন এবং আহসান মঞ্জিল, রুপলাল হাউজ, আমিরুদ্দিন দারোগার বাড়ি ও মসজিদ ইত্যাদি তা ছাড়া অন্য পাড়ে রয়েছে সারা দেশে সরবরাহ উপোযোগী তৈরি পোশাকের বিশাল পাইকারি বাজার জিঞ্জিরা ও কামরাঙ্গীরচর ও তার আশপাশে ক্ষুদ্র শিল্পের বিভিন্ন রকম পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমাহার। আশপাশের সব কলকারখানার মাধ্যমে বর্জ্য ও কেমিক্যাল নিঃসরণ হয়। ১৮৬৬ সালে ঢাকার সিভিল সার্জন ডা. বিটসন ও তৎকালীন ঢাকার কমিশনার বুড়িগঙ্গা দূষণের কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন। বুড়িগঙ্গার দূষণ এবং প্রবাহ কমে যাওয়া রোধে স্বয়ং নবাব আহসানউল্লাহ ১৮৯৬ সালে বুড়িগঙ্গা থেকে তুরাগ পর্যন্ত নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে ১৫ হাজার টাকা খরচ করে ড্রেজিং করিয়েছিলেন। কারণ নবাব পরিবারের লোকেরা তখন তাদের স্টিমার নিয়ে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ হয়ে ঢাকার বাইগুণবাড়ির বিলাস ক্ষেত্রে যেতেন। তারা মুলত তাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্যই ড্রেজিং করেছিলেন। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন নদী দূষণের শতকরা ৮৮ ভাগ কারণ হল ঢাকার বর্জ্য নদীতে ফেলা। এছাড়া দুই পাড় চলে যাচ্ছে প্রভাবশালীদের দখলে। শুধু তীর নয়, নদীর মাঝ পর্যন্ত দখল করা হয়েছে। নদীর তীরের দূষণ গত চার দশক ধরে তীব্র হয়েছে। এখন অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বিশ্বের দূষিত নদীর তালিকায় এই বুড়িগঙ্গার নাম উঠে এসেছে। এক প্রতিবেদনে বলা হয় বিশ্বের যে ১০টি নদী এখন সবচেয়ে বেশি দুষিত তার মধ্যে বুড়িগঙ্গার অবস্থান ছয় নম্বরে। পরিবেশ ইস্যুতে কাজ করা কনজার্ভ এনার্জি ফিউচারের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত নদী গুলোর মধ্যে ঢাকার এ নদীটির অবস্থান পঞ্চম। দূষণের মাত্রা বিবেচনায় বুড়িগঙ্গা এখন সঙ্কটাপন্ন। নদীটির পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন পৌঁছেছে শূন্যের কোটায়। যদিও পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ২০০৭ অনুযায়ী, মৎস্য ও জলজ প্রাণীর জন্য প্রতি লিটার পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকা প্রয়োজন পাঁচ মিলিগ্রাম বা তার বেশি। অপরিশোধিত অবস্থায় সরাসরি নদীতে ফেলা হচ্ছে। আর বুড়িগঙ্গার তীড়ে গড়ে ওঠা টেক্সটাইল কারখানাসহ অন্যান্য শিল্প-কারখানার ৯০ হাজার ঘনমিটার বর্জ্য প্রতিদিন বুড়িগঙ্গায় ফেলা হচ্ছে। ১৭৮ নালামুখ দিয়ে এসব বর্জ্য বুড়িগঙ্গার পানিতে মিশছে। ২০১১ সালের ১ জুন হাইকোর্টের এক রায়ে বলা হয়েছিল, বুড়িগঙ্গার পানি দূষণ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এ পানিকে আর পানি বলা যাবে না। ওই সময় বুড়িগঙ্গা নদীর সাথে যুক্ত সমস্ত পয়ঃপ্রনালি এবং শিল্প-কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশন লাইন বন্ধ করতে ওয়াসার চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেন আদালত। কিন্তু নির্দেশ ওই পর্যন্তই। প্রতিরোধ তো দূরের কথা নদী দূষণ দিনে দিনে আরও ভয়াবহ হচ্ছে। বুড়িগঙ্গা নদীর দূষণ রোধে আদালতের নির্দেশ, একাধিকবার জরিমানাসহ নানা ধরনের শাস্তি দেয়া হয়েছে নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা শিল্প-কলকারখানাগুলোকে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও নদীদূষণ বন্ধ করা যাচ্ছেনা। রাজধানী ঢাকার প্রাণ বুড়িগঙ্গা নদী এখন প্রাণহীন। স্বচ্ছ পানির কল কল ঢেউ আর নদীর বুকে দেখা যায় না। একসময় যে নদীতে ঝাকে ঝাকে মাছ পাওয়া যেত সে নদীতে আর মাছের দেখা নেই। ঢাকাবাসীকে দূষণমুক্ত বুড়িগঙ্গা উপহার দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বারবার ড্রেজিং, হাজারীবাগের ট্যানারি স্থানান্তর করা হয়েছে। এরপরও বুড়িগঙ্গার পানি নিয়ে অতিষ্ঠ নগরবাসী। প্রবাহ না থাকায় পানি কালচে রঙ ধারণ করে ছড়াচ্ছে পঁচা দুর্গন্ধ। বুড়িগঙ্গার পাড় দিয়ে চলাচল করাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে, শীতকালে এর পানি থেকে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ছড়ায়। এতে সৃষ্টি হচ্ছে নানা রোগজীবাণু। নাব্যতা সংকট, বিভিন্ন কল-কারখানা ও ট্যানারির দূষিত বর্জ্য, কিছু মানুষের অবৈধ দখল, ঘর গৃহস্থালীসহ অন্যান্য ময়লা-আবর্জনা স্তুপ করে নদীতে ফেলা ইত্যাদি কারণে কালো দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত পানির এক 'নিথর মরা নদী' বুড়িগঙ্গা। বুড়িগঙ্গা রক্ষায় যেসকল উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে তার বাস্তবায়ন যে সফল হচ্ছেনা তা খালি চোখে দেখলেই বোঝা যায়। কারণ নদীটির পানি চরম মাত্রায় অস্বাস্থ্যকর ও ব্যবহার অনুপযোগী। তাই নদী রক্ষায় নির্ধারিত আইনসমূহ কঠোর ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও বুড়িগঙ্গা বাঁচাতে আরো কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। যেমন পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন, গৃহস্থালি বর্জ্য পানি প্রবাহে ফেলা থেকে বিরত থাকা, বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন ও বর্জ্য পরিশোধন করা, শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোনাগার (ইটিপি) স্থাপন এবং নিয়মিত তা পরিচালনা করা, নৌযানের ডিজাইনে বর্জ্য সংরক্ষণ বা ধারণ করার স্থায়ী কাঠামো গড়ে তোলা, বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নৌযানের বর্জ্য সংগ্রহকরণ ও তা পরিশোধনপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ, নৌযানের বর্জ্য ও তেল নদীতে ফেলা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। সরকারের অতি দ্রুত বুড়িগঙ্গা ও তার জীববৈচিত্র্য রক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যেসব কলকারখনা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান আইন ভঙ্গ করে নদী ও তার পরিবেশ নষ্ট করছে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ওইসব প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট আইন ও পরিবেশের ঝুঁকির দিকগুলো সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং খননের ব্যবস্থা করতে পারলে বুড়িগঙ্গাকে রক্ষা ও এর পূর্বের জৌলূশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। নাহলে এভাবে চলতে থাকলে অতি দ্রুত বুড়িগঙ্গা দেশের জন্য অভিশাপে পরিণত হবে।

শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

নদী রক্ষায় নির্ধারিত আইনসমূহ কঠোর ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও বুড়িগঙ্গা বাঁচাতে আরো কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। যেমন পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন, গৃহস্থালি বর্জ্য পানি প্রবাহে ফেলা থেকে বিরত থাকা, বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন ও বর্জ্য পরিশোধন করা, শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোনাগার (ইটিপি) স্থাপন এবং নিয়মিত তা পরিচালনা করা, নৌযানের ডিজাইনে বর্জ্য সংরক্ষণ বা ধারণ করার স্থায়ী কাঠামো গড়ে তোলা, বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নৌযানের বর্জ্য সংগ্রহকরণ ও তা পরিশোধনপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ, নৌযানের বর্জ্য ও তেল নদীতে ফেলা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। সরকারের অতি দ্রুত বুড়িগঙ্গা ও তার জীববৈচিত্র্য রক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যেসব কলকারখনা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান আইন ভঙ্গ করে নদী ও তার পরিবেশ নষ্ট করছে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ওইসব প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট আইন ও পরিবেশের ঝুঁকির দিকগুলো সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং খননের ব্যবস্থা করতে পারলে বুড়িগঙ্গাকে রক্ষা ও এর পূর্বের জৌলূশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। নাহলে এভাবে চলতে থাকলে অতি দ্রুত বুড়িগঙ্গা দেশের জন্য অভিশাপে পরিণত হবে

নতুন ধানের উৎসব 'নবান্ন'

ড. এম আব্দুল মোমিন

কৃষিতে শুরু মানব সভ্যতার জাগরণ। বলা হয়ে থাকে কৃষিই কৃষ্টির মূল। কৃষি বাংলাদেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে আছে। বাংলাদেশ ধানের দেশ- গানের দেশ- পাখির দেশ। অগ্রহায়ণে ধান কাটার উৎসব গ্রাম-বাংলা তথা বাঙালির প্রাচীন ঐতিহ্য। পহেলা অগ্রহায়ণ মানেই বাঙালি গেরস্ত বাড়িতে উৎসবের আমেজ। নতুন ধানের গন্ধে ম ম উঠান, বাড়ি। আবহমান এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পহেলা অগ্রহায়ণ দিনটি নবান্ন উৎসব হিসেবে পালন করে আসছে এদেশের কৃষিতান্ত্রিক পরিবারগুলো। ২০০৮ সালে তৎকালীন সরকার দিবসটিকে প্রথমবারের মতো জাতীয় কৃষি দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণার পেছনে ছোট্ট একটা গল্প আছে। ২০০৮ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে হঠাৎ চালের সরবরাহ কমে যায়। চালের মূল্য বেড়ে যাওয়ার এ সময় বাংলাদেশ অর্থ দিয়েও চাল কিনতে পারেনি। প্রতিবেশী দেশ ভারত চাল রপ্তানির আশ্বাস দিয়েও পরে টালবাহানা শুরু করলে তৎকালীন সরকারের বোধোদয় হয়। তারা বুঝতে পারে জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কৃষিতে গুরুত্ব দেওয়ার বিকল্প নেই। মাছে-ভাতে বাঙালির খাদ্য নিরাপত্তা (ভাতের নিরাপত্তা) নিশ্চিত করতে কৃষিতে গুরুত্বারোপ ও উৎপাদন বৃদ্ধির বিকল্প নেই বুঝতে পেরে ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পহেলা অগ্রহায়ণ জাতীয় কৃষি দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ওই বছর সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারিভাবে নবান্ন উৎসবের আয়োজন করা হয়। তারপর ২০০৯ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পহেলা অগ্রহায়ণ পালিত হয় জাতীয় কৃষি দিবস। নবান্ন ঋতুকেন্দ্রিক একটি উৎসব। শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে বলতে পারি, 'নবান্ন' শব্দের অর্থ 'নতুন অন্ন'। হেমন্তে নতুন ফসল ঘরে তোলার সময় এই উৎসব পালন করা হয়। এই উৎসব পালিত হয় অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিন। অগ্র অর্থ 'প্রথম'। আর 'হায়ন' অর্থ 'বৎসর'। এ থেকে সহজেই ধারণা করা হয়, এক সময় অগ্রহায়ণ মাসই ছিল বাংলা বছরের প্রথম মাস। হাজার বছরের পুরনো এই উৎসব সবচেয়ে অসাম্প্রদায়িক, সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী এবং সবচেয়ে প্রাচীন মাটির সঙ্গে চিরবন্ধনযুক্ত। আরেকটি বিষয় বলা দরকার, বাংলাদেশে নবান্ন উৎসব পালিত হয় আমন ধানের ফলন ঘরে তোলাকে কেন্দ্র করে। আমন শব্দটির উৎপত্তি আরবি শব্দ 'আমান' থেকে, যার অর্থ আমানত। অর্থাৎ আমন কৃষকের কাছে একটি নিশ্চিত ফসল (ঝঁৎব ঈৎড়ঢ়) বা আমানত হিসেবে পরিচিত। আবহমানকাল থেকে এ ধানেই কৃষকের গোলা ভরে। যা দিয়ে কৃষক তার পরিবারের ভরণ-পোষণ, পিঠাপুলি, আতিথেয়তাসহ সংসারের অন্যান্য খরচ মেটাত। এজন্যই হয়তো এই মৌসুমকে কেন্দ্র করে পালিত হয় নবান্ন উৎসব। ফলন ও উৎপাদনে বোরোর চেয়ে আমনের অবস্থান অনেক পেছনে হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবছর দেশে আমনের উৎপাদন ক্রমশ বাড়ছিল। কিন্তু এবার দেশের বিভিন্ন জেলা বন্যাকবলিত হওয়ায় আমনের উৎপাদন কম হয়েছে। ফিরে আসি নবান্নের আলোচনায়। বাংলাদেশ অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমদিন নবান্ন উৎসব পালন করা হলেও কৃষিভিত্তিক সভ্যতা প্রধান শস্য সংগ্রহকে কেন্দ্র করে যেকোনো ঋতুতে এ উৎসব পালিত হয়ে থাকে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের ওয়াজিরাবাদে নবান্ন উৎসব পালিত হয় বৈশাখ মাসে। সেখানে রবিশস্য গম ঘরে তোলার আনন্দে পালন করা হয় বৈশাখী নবান্ন উৎসব। দক্ষিণ ভারতেও প্রচলিত আছে এমনি ধরনের নবান্ন উৎসব। বাংলাদেশের কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীও তাদের প্রধান ফসল ঘরে তোলার পর নবান্ন উৎসব পালন করে। সাঁওতালরা পৌষ-মাঘ মাসে শীতকালীন প্রধান ফসল ঘরে তুলে উদ্যাপন করে সোহরায় উৎসব। জুম চাষি ম্রো উপজাতি চামোইনাত উৎসবে মুরগি বলি দিয়ে নতুন ধানের ভাতে সবাইকে ভূরিভোজ করায়। ফসল তোলার পর গারো উপজাতি ফল ও ফসলের প্রাচুর্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে পালন করে পানাহার ও নৃত্যগীতবহুল ওয়ানগালা উৎসব (সূত্র : বাংলাপিডিয়া)। বাংলার মুসলিম কৃষক সমাজ অগ্রহায়ণের প্রথম শুক্রবার থেকে নবান্ন উৎসব শুরু করে। সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের কৃষকরা তাদের পঞ্জিকা অনুসারে ১ অগ্রহায়ণ থেকে নবান্ন উৎসব পালন করে থাকে।

বাংলাদেশের পাহাড়ি জনপদেও চলে নতুন ধানের নবান্ন উৎসব। পৃথিবীর বহু দেশে অনেক আগে থেকেই জাতীয়ভাবে কৃষক দিবস পালিত হয়ে আসছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কৃষি দিবস পালনের রেওয়াজ আছে। আইওয়াতে ২০০৫ সাল থেকে প্রতিবছর ১০ থেকে ১২ জুলাই তিন দিনব্যাপী কৃষি দিবস পালিত হয়ে আসছে। উত্তর ক্যারেলিনায় ৩১ জুলাই থেকে ২ আগস্ট তিন দিনব্যাপী ১১ পর্বে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কিমব্যালে ২৭ সেপ্টেম্বর ১৩ পর্বে উদ্যাপিত হয় কৃষি দিবস। আফগানিস্তানে ইংরেজি ২০ মার্চ নওরোজ উদ্যাপনের দিন পালিত হয় কৃষি উৎসব। স্থানী-য়ভাবে একে বলা হয় যাসনি দেহকান বা কৃষকের উৎসব।

গল্প কবিতায় নবান্ন এসেছে অন্যভাবে। কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় লিখেছেন– 'অশ্বত্থ পড়ে আছে ঘাসের ভেতরে/ শুকনো মিয়ানো ছেঁড়া, অঘ্রান এসেছে আজ পৃথিবীর বনে/ সেসবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে/হেমন্ত এসেছে তবু;' (অঘ্রাণ প্রান্তর, বনলতা সেন)। অগ্রহায়ণ মানেই 'আমন' ধান কাটার মাস। 'বাংলার শস্যহীন প্রান্তরে' যখন 'গভীর অঘ্রান' এসে দাঁড়ায়, তখন উসবের রং ছড়িয়ে পড়ে বাংলার আকাশ ও অন্তরীক্ষে। ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলো বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। কিষান-কিষানির প্রাণমন ভরে ওঠে এক অলৌকিক আনন্দে। জাতীয় কৃষি দিবসের প্রধান আকর্ষণ নতুন ধান কাটার উৎসব বা নবান্ন। সোনালি ধানের প্রাচুর্য আর বাঙালি সংস্কৃতির বিশেষ অংশ প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বারবার ধরা পড়েছে দারুণভাবে। তিনি লিখেছেন, 'চারিদিকে নুয়ে পড়ে ফলেছে ফসল/তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল/প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে-থেকে আসিতেছে ভেসে/পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাড়ারের দেশে।' পুনর্বার ফিরে আসার আকুতি ধ্বনিত হয়েছে জীবনানন্দ দাশের আরেকটি কবিতায়, 'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়/হয়তো মানুষ নয় হয়তো শঙ্খচিল শালিখের বেশে;/ হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে'। নবান্নে প্রকৃতির বিচিত্র রূপের বর্ণনা দিয়েছেন এ দেশের কবি-সাহিত্যিকরা। নবান্নের বর্ণনা দিয়ে কবি আবু জাফর লিখেছেন–সবুজ ঘাসে শিশির হাসে, মুক্তার সাজে/মৌমাছি গাহিছে গান, গুনগুন সুর বাজে। সোনালি ধান নবান্ন ঘ্রাণ ভরে যায় মন/কৃষকের মনপ্রাণ, ধন-ধান্যে পরিপূরণ।

কৃষক-কৃষানীরা নবান্নের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে নবান্নে বাড়ির জামাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়। মেয়েকেও বাপের বাড়িতে 'নাইয়র' আনা হয়। নবান্ন আর পিঠাপুলির উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা হয় সবাই। তাই অগ্রহায়ণ এলেই সর্বত্র ধ্বনিত হয়, 'আজ নতুন ধানে হবে রে নবান্ন সবার ঘরে ঘরে।' কুয়াশায় আচ্ছন্ন চারদিক আর কৃষকের গোলায় উঠছে পাকা ধান। চিরায়ত বাংলার চিরচেনা রূপ এটি। কৃষকের মাঠে তখন সোনারঙা ধানের ছড়াছড়ি। কৃষক রাশি রাশি সোনার ধান কেটে নিয়ে আসে ঘরে। ধান ভানার গান ভেসে বেড়ায় বাতাসে, ঢেঁকির তালে মুখর হয় বাড়ির আঙিনা। নতুন চালের ভাত আর নানা ব্যঞ্জনে সৃষ্টি হয় আনন্দঘন পরিবেশে। তৈরি হয় নতুন চালের পিঠা, ক্ষীর-পায়েস। মুসলিম সমাজে মসজিদে শিন্নি দেওয়ার রেওয়াজও আছে। সনাতন সমাজের কৃষকের ঘরে ঘরে চলে পূজার আয়োজন। নবান্ন উৎসব হলো বাঙালি জাতির ঐতিহ্য, যা বাঙালির একাত্মবোধকে জাগ্রত করে তোলে। নবান্ন উপলক্ষে জাতীয়ভাবে জেলা-উপজেলায় কৃষি মেলার আয়োজন করা হয়। কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত শ্রেষ্ঠ কৃষকদের জেলা ও উপজেলা কৃষি বিভাগ থেকে বিভি-ন্নভাবে পুরস্কৃত করে কৃষি কাজে আরও আগ্রহ বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। দেশের বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বর্ণাঢ্য র‌্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে জাতীয় কৃষি দিবস। নগরও নবান্ন উৎসব উদ্যাপনে পিছিয়ে নেই। 'এসো মিলি সবে নবান্নের উৎসবে' এই স্লোগান সামনে রেখে প্রতিবছর নগরে নবান্ন উৎসব পালিত। রাজধানীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে প্রতিবছর নবান্ন উৎসব উদ্যাপিত হয়। উৎসবে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, বাউলগান, আদিবাসীদের পরিবেশনা ও নবান্নকথনসহ ঐতিহ্যবাহী নানা রকম পিঠা প্রদর্শনী করা হয়ে থাকে। বলতে গেলে অগ্রহায়ণের প্রথম সকালে নবান্ন উৎসবে মেতে ওঠে রাজধানীবাসী।

নানা শিল্পীর কণ্ঠে আনন্দে মাতিয়ে তুলে রমনা বটমূল কিংবা চারুকলা প্রাঙ্গণ। নবান্ন উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় আয়োজন হলো নবান্নের প্রাণ গ্রামীণমেলা। হরেক রকমের পণ্যের দোকান বসে গ্রামীণমেলায়। মেলায় পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের পিঠাপুলি, মিষ্টি-সন্দেশ, মণ্ডা-মিঠাই, খেলনা-পুতুল, মাটির তৈজসপত্র। বাড়তি আনন্দ দিতে বসে বাউল গানের আসর। নবান্ন উৎসবকে ঘিরে নাচে-গানে মুখরিত থাকে মেলাপ্রাঙ্গণ। উপসংহার টানব আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের কৃষকের স্বার্থরক্ষার একটি আকুতির কথা উল্লেখ করে। তিনি মেহনতি মানুষের স্বার্থরক্ষায় সমস্যা জর্জরিত কৃষকের পক্ষে যে দাবিগুলো পেশ করেছিলেন, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। কৃষক যাতে তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য ও উপযুক্ত মুনাফা পায়, নিজের জমিতে যেন তার কায়েমি স্বত্ব বজায় থাকে এবং কৃষি-জমি থেকে তাকে যেন উচ্ছেদ করা না হয়– এ দাবিগুলো জাতীয় কবি নজরুলের। আজকের দিনেও শুধু কৃষক নয়, গোটা জাতির কাছে দাবিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় কৃষি দিবস বাঙালি জনজীবনে অনাবিল আনন্দ, সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক। সকল ক্ষেত্রে এদেশের খেটে খাওয়া কৃষকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত হোক– এই প্রত্যাশায় শেষ করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে প্রতিবছর নবান্ন উৎসব উদ্যাপিত হয়। উৎসবে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, বাউলগান, আদিবাসীদের পরিবেশনা ও নবান্নকথনসহ ঐতিহ্যবাহী নানা রকম পিঠা প্রদর্শনী করা হয়ে থাকে। বলতে গেলে অগ্রহায়ণের প্রথম সকালে নবান্ন উৎসবে মেতে ওঠে রাজধানীবাসী। নানা শিল্পীর কণ্ঠে আনন্দে মাতিয়ে তুলে রমনা বটমূল কিংবা চারুকলা প্রাঙ্গণ। নবান্ন উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় আয়োজন হলো নবান্নের প্রাণ গ্রামীণমেলা। হরেক রকমের পণ্যের দোকান বসে গ্রামীণমেলায়। মেলায় পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের পিঠাপুলি, মিষ্টি-সন্দেশ, মণ্ডা-মিঠাই, খেলনা-পুতুল, মাটির তৈজসপত্র। বাড়তি আনন্দ দিতে বসে বাউল গানের আসর। নবান্ন উৎসবকে ঘিরে নাচে-গানে মুখরিত থাকে মেলাপ্রাঙ্গণ

রাশিয়ার অভ্যন্তরে হামলায় মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি ইউক্রেনকে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেন এবার মার্কিন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে রাশিয়ার অভ্যন্তরে আক্রমণের অনুমতি পেয়েছে। গতকাল সোমবার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবরে এ তথ্য জানানো হয়। ইউক্রেনের হাতে এই দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তুলে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র শর্ত দিয়েছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে তা ব্যবহার করতে হবে। রাশিয়ার ভেতরে হামলায় এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা যাবে না। তবে সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র এখন ইউক্রেনকে রাশিয়ার ভেতরে এই ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলার অনুমতি দিয়েছে। তবে হোয়াইট হাউস এখনও বিষয়টি নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। সূত্র জানিয়েছে, এই এটিএসিএমএস ক্ষেপণাস্ত্র ৩০৬ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে। জানুয়ারিতেই ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেবেন। তার আগে এই খবর সামনে এলো। তিনি আগে দাবি করেছিলেন, দায়িত্ব নেওয়ার আগেই তিনি ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন। রাশিয়া জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র যদি তাদের দেশের ভেতরে গিয়ে আঘাত করে, তাহলে যুদ্ধের তীব্রতা অনেকটাই বেড়ে যাবে।

কুপিয়ানস্ক দখল করতে চায় রাশিয়া

রাশিয়ার সেনা ইউক্রেনের উত্তরপশ্চিমের শহর কুপিয়ানস্ক আবার দখল করতে চাইছে বলে যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাশিয়ার সেনা কুপিয়ানস্কে ঢোকার চেষ্টা করছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। ইউক্রেন জানিয়েছে, চারবার রাশিয়ার সেনা এই শহরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেদন অনুসারে, রাশিয়ার সেনা কুপিয়ানস্কের দক্ষিণে ওসকিল নদী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর রাশিয়া এই শহরটি দখল করে। পরে ইউক্রেনের সেনা আবার তা দখল করে নেয়।

পুতিনকে ফোন শলৎসের

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে গত শুক্রবার ফোনে কথা বলেছেন জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস। চ্যান্সেলর শলৎস দাবি করেন, ইউক্রেন নিয়ে পুতিনের মনোভাবে কোনো পরিবর্তন হয়নি। ব্রাজিলে জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে ওলাফ শলৎস সাংবাদিকদের বলেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে তার বিস্তারে কথা হয়েছে। কিন্তু তার মতের পরিবর্তন হয়নি।

আবারও শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী হলেন আমারাসুরিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হরিনি আমারাসুরিয়াকে পুনরায় নিয়োগ দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকে। গতকাল সোমবার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে নতুন মন্ত্রীদের নাম ঘোষণা করেন দিশানায়েকে। তিনি নতুন কোনো অর্থমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করেননি। তবে তিনি জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী হওয়ার পর অর্থমন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তিনি নিজে যেভাবে পরিচালনা করেছেন সেভাবেই পরিচালনা করবেন। দিশানায়েকে প্রধানমন্ত্রী পদে আমারাসুরিয়াকে নির্বাচিত করেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেন হেরাথকে। নতুন সরকারে তিনি তাদেরকেই পুনর্বহাল করেন। ২০২৪ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আমারাসুরিয়া। গত সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দিশানায়েকে জয়ী হন। এরপর আমারাসুরিয়াকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন। সেপ্টেম্বরে যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন দিশানায়েকে, তখন দেশটির পার্লামেন্টে তার নির্বাচনী জোট এনপিপির আসন ছিল মাত্র তিনটি। পার্লামেন্টে নিজ জোটের আসনসংখ্যা বাড়াতে তিনি আগাম নির্বাচন দেন। এখন তার জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। গত ১৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত আগাম নির্বাচনে তার জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। শ্রীলঙ্কার সাধারণ নির্বাচনে ২২৯ আসনের মধ্যে অনূঢ়ার বামপন্থী জোট ১৫৯টি আসন পেয়েছে। ২২ মিলিয়ন জনগণের দেশ শ্রীলঙ্কা ২০২২ সালের অর্থনৈতিক সংকটে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার তীব্র ঘাটতির কারণে দেশটি দেউলিয়া হয়ে পড়ে। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্য ও জ্বালানি সংকট দেশটিকে বড় ধরনের রাজনৈতিক সংকটে ফেলেছিল, ফলে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষেকে পদত্যাগ করতে হয়। সবচেয়ে খারাপ অর্থনৈতিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য লড়াই করছে দেশটি। দেশের ২৫.৯ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে, যা গত চার বছরে বেড়েছে। এর আগে রাজাপক্ষের উত্তরসূরি রনিল বিক্রমাসিংহে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে ৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ঋণ সহায়তা নিশ্চিত করলেও অর্থনৈতিক সংকট এখনো পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। সূত্র: রয়টার্স

যুদ্ধবিরতির আলোচনার জন্য লেবাননে মার্কিন প্রতিনিধি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েল ও ইরান সমর্থিত লেবানিজ সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর মধ্যে যুদ্ধবিরতির বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ মঙ্গলবার বৈরুতে মার্কিন কর্মকর্তা। এবারের আলোচনায় বৈরুত তাদের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। লেবাননের এক সূত্রের বরাতে ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স গতকাল সোমবার এ খবর জানিয়েছে। ইসরায়েলের আক্রমণ আরও জোরালো হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন যুদ্ধবিরতি আলোচনা আবারও গুরুত্ব পাচ্ছে। রবিবার ইসরায়েলি হামলায় বৈরুতের দুটি এলাকায় ছয় জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে হিজবুল্লাহর অন্তত একজন শীর্ষ কর্মকর্তা ছিলেন বলে দাবি করা হচ্ছে। গত এক মাসে প্রথমবারের মতো দেশটির রাজধানীর কেন্দ্রীয় এলাকায় হামলা চালালো ইসরায়েল। যুদ্ধবিরতির নতুন প্রস্তাবে আলোচনার দায়িত্ব গত সপ্তাহে লেবাননের পার্লামেন্ট স্পিকার নাবীহ বেরির কাছে হস্তান্তর করা হয়। হিজবুল্লাহ তাকে আলোচনার জন্য মনোনীত করেছে। বৈঠক করতে মঙ্গলবার বৈরুতে মার্কিন প্রতিনিধি অ্যামোস হোচেস্টেইনের আসার কথা রয়েছে বলে রয়টার্সকে জানিয়েছেন একজন লেবাননের একটি সূত্র । দেশটির সংবাদমাধ্যম ভয়েস অব লেবানন জানিয়েছে, বেরির জোটের সদস্য কাসীম হাশেম এই সফরের তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আন্তর্জাতিক সম্পদায়ের দাবি, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১৭০১ নম্বর প্রস্তাবের ভিত্তিতে লেবাননে যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হতে হবে। ওই প্রস্তাব অনুযায়ী ২০০৬ সালে হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েল যুদ্ধের অবসান হয়েছিল। প্রস্তাবের শর্ত অনুযায়ী, অস্ত্র ও সদস্যদের নিয়ে সীমান্ত থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে লিটানি নদীর উত্তরে সরে যাবে হিজবুল্লাহ। তবে ইসরায়েলের কিছু দাবির কারণে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জটিল হয়ে পড়েছে। তাদের দাবি অনুযায়ী, হিজবুল্লাহ কোনও চুক্তি লঙ্ঘন করলে ইসরায়েল প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নিতে পারবে। লেবানন এই দাবি প্রত্যাখান করেছে। প্রায় এক বছর ধরে হিজবুল্লাহর সঙ্গে সীমান্ত সংঘাতে জড়িত থাকার পর লেবাননে হামলা তীব্রতর করে ইসরায়েল।

বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার নিষিদ্ধ করল সৌদি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতীকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি সরকার। বাণিজ্যিক বিষয়ে যে কোনো দেশের চিহ্ন ও লোগো এবং ধর্মীয় জিনিসের প্রতীক ব্যবহারও নিষিদ্ধ করেছে দেশটি। গত রোববার মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। এই প্রতীকগুলোর অপব্যবহার রোধ করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রী ডা. মাজেদ আল কাসাবি বলেন, ধর্মীয় প্রতীকের প্রবিত্রতা রক্ষায় সৌদি সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এদিকে সৌদির রাজধানী রিয়াদে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে কাবার মতো দেখতে একটি জিনিস প্রদর্শন করা হয়। ওই মঞ্চে শিল্পিরা নাচ গান করছিলেন। এ নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। এমন একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ভাইরাল হয়। এরপরই সৌদির পক্ষ থেকে এমন নির্দেশনা এলো।

ট্রাম্পের সঙ্গে কাজ করবে চীন বাইডেনকে শি জিনপিং

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন চীনের নেতা শি জিনপিং। পেরুর লিমায় বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে শেষ বৈঠকে এ প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। খবর বিবিসির। গত শনিবার লিমায় বার্ষিক এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন (এপেক) শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে দুই নেতার মধ্যে এ বৈঠক হয়। তারা বাইডেনের শাসনামলের চার বছরে সম্পর্কের ‘উত্থান-পতনের’ বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তবে উভয়েই বাণিজ্য ও তাইওয়ানের মতো ইস্যুগুলোতে উত্তেজনা কমানোর ক্ষেত্রে অগ্রগতি তুলে ধরেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, আগামী দুই মাসের মধ্যে ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফিরছেন। এতে ট্রাম্পের চীনা পণ্যের আমদানিতে শুল্ক বাড়ানোর প্রতিশ্রুতিসহ বেশ কয়েকটি কারণে যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্ক আরও অস্থির হয়ে উঠতে পারে। নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট চীন থেকে সমস্ত আমদানির ওপর ৬০ শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রথম মেয়াদে ট্রাম্প চীনকে ‘কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বী’ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। মহামারী চলাকালে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট কোভিডকে ‘চীনা ভাইরাস’ হিসাবে চিহ্নিত করলে সম্পর্ক আরও খারাপ হয়। গত শনিবার লিমায় শি জিনপিং তার হোটেলে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাইডেনের উদ্দেশে বলেন, বেইজিংয়ের ওয়াশিংটনের সঙ্গে স্থিতিশীল সম্পর্কের লক্ষ্য অপরিবর্তিত থাকবে। তিনি বলেন, ‘চীন যোগাযোগ বজায় রাখতে, সহযোগিতা প্রসারিত করতে এবং পার্থক্যগুলো ব্যবস্থাপনা করতে নতুন মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত।’ বাইডেন বলেন, দুটি বৈশ্বিক শক্তির মধ্যে কৌশলগত প্রতিযোগিতা কখনো যুদ্ধের দিকে নেওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন, ‘আমাদের দুই দেশের কোনো একটি এই প্রতিযোগিতাকে সংঘাতের দিকে যেতে দিতে পারে না। এটা আমাদের দায়িত্ব এবং গত চার বছরে আমি মনে করি, আমরা প্রমাণ করেছি এই সম্পর্ক থাকা সম্ভব।’ গত শনিবার বাইডেন স্বীকার করেন, শির সঙ্গে সর্বদা মতবিরোধ ছিল, তবে তিনি যোগ করেন তার ও চীনা নেতার মধ্যে ‘অকপটে’ আলোচনা হয়েছে। এই দুই নেতা হোয়াইট হাউসে বাইডেনের মেয়াদে তিনবার মুখোমুখি বৈঠক করেন। এর মধ্যে গত বছর সান ফ্রান্সিসকোতে একটি শীর্ষ সম্মেলন ছিল, যেখানে উভয় পক্ষই মাদক ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয়ে চুক্তিতে করেছিল। তবে বাইডেনের প্রশাসনও ট্রাম্পের আরোপিত শুল্ক অব্যাহত রেখেছে। সেই সঙ্গে বাইডেন সরকার গত মে মাসে চীনের বৈদ্যুতিক গাড়ি, সোলার প্যানেল ও স্টিলের ওপর শুল্ক আরোপ করেছে। এ অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলা করতে তিনি এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে প্রতিরক্ষা জোটকে শক্তিশালী করেছেন।

চীনে পানওয়াং উৎসব অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চীনের ইয়াও জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী পানওয়াং উৎসব দেশী-বিদেশী পর্যটকের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসহ অনন্য লোকজ ক্রিয়াকলাপ এবং গান ও নৃত্যেপূর্ণ উৎসবটি হাজারো পর্যটককে আকৃষ্ট করে। উৎসবটি চীনে ১৭০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পালিত হচ্ছে। উৎসব উৎযাপনে সার্বিকভাবে সহায়তা করে চিনশিও কাউন্টির স্থানীয় প্রশাসন। অনন্য ঐতিহ্যবাহী পানওয়াং উৎসবটি চাইনিজ লুনার ক্যালেন্ডারের দশম মাসের ১৬তম দিন চীনের গুয়াংশি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে অবস্থিত লাইবিন শহরের চিনশিও কাউন্টিতে অনুষ্ঠিত হয়।

আগামী দশকে চীনের জনসংখ্যা ৫১ মিলিয়ন কমার আশঙ্কা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আগামী দশকে চীনের জনসংখ্যা ৫১ মিলিয়ন কমবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার আকারের চেয়ে বেশি। ব্লুমবার্গ ইন্টেলিজেন্স তাদের প্রতিবেদনে এ কথা জানিয়েছে। দেশটির নীতিনির্ধারকরা বর্তমানে ক্রমহ্রাসমান জন্মহারকে উল্টে দিতে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০৩৫ সাল নাগাদ চীনের জনসংখ্যা ১.৩৬ বিলিয়নে নেমে আসবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ব্লুমবার্গ ইন্টেলিজেন্সের বিশ্লেষক অ্যাডা লি অনুমান করছেন, যা ২০১২ সাল থেকে এমন পরিস্থিতি দেখা যায়নি। ২০২১ সালে জনসংখ্যা ১.৪১ বিলিয়ন থেকে নেমে এসেছে। লি বলেন, ২০২৪ সালে শিশু জন্মের সংখ্যা অস্থায়ীভাবে বাড়তে পারে। কারণ, বছরটিকে সন্তান ধারণের জন্য শুভ সময় বলে মনে করা হয়। কিন্তু জন্মহারের গত এক বছরের উত্থান অল্প সময় স্থায়ী ছিল এবং এই বছরটি ব্যতিক্রম না-ও হতে পারে। বিশেষ করে, বিবাহের হার সর্বকালের সর্বনিম্নে চলে এসেছে। চীন বর্তমানে একটি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। জাতিসংঘের অনুমান, ২১০০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বর্তমান জনসংখ্যার চেয়ে অর্ধেক হয়ে যেতে পারে। কয়েক দশকের বিধি-নিষেধমূলক পরিবার গঠন নীতি, ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয় এবং পরিবর্তনশীল সামাজিক নিয়ম-কানুনের কারণে নারীরা সন্তান জন্ম কমিয়ে দিয়েছে। কর্মশক্তি কমে যাওয়া এবং ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনসংখ্যা অর্থনীতি, পেনশনব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামোর ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। লি গতকাল সোমবার একটি প্রতিবেদনে বলেছেন, ‘নীতিনির্ধারকরা সম্ভবত সংস্কারের গতি বাড়াতে পারেন, এর মধ্যে প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য-পরিষেবা উন্নত করা এবং শিশুদের লালন-পালন সাশ্রয়ী করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

বিনোদন

নতুন গান নিয়ে আসছেন তাসনিয়া ফারিণ

বিনোদন ডেস্ক : দর্শকপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। নাটক ও সিনেমায় ইতোমধ্যেই অভিনয়ে নিজেকে মেলে ধরেছেন। তবে সুযোগ পেলেই গান গাইতে ভালোবাসেন তিনি। ফারিণ সংগীতশিল্পী হিসাবে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’তে গান গাওয়ার মধ্য দিয়ে। সংগীতশিল্পী তাহসানের সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে তিনি গেয়েছেন ‘রঙে রঙে রঙিন হব’ শিরোনামে একটি গান। যা বেশ শ্রোতাপ্রিয়তা পায়। এরপর থেকেই গানে নিয়মিত হওয়ারও আভাস দেন এ অভিনেত্রী। তারই ধারাবাহিকতায় এবার আরও একটি নতুন গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি। এর সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন ইমরান মাহমুদুল। ফারিণ বলেন, ‘আপাতত এ বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। এটা ভক্তদের জন্য আমার পক্ষ থেকে একটি চমক। তাদের জন্যই নতুন আরও একটি গান গাওয়া।

এটি যদি দর্শক-শ্রোতা পছন্দ করেন, তাহলে এ মাধ্যমে একটু সময় দেওয়ার ইচ্ছা আছে।

মাওলানার সঙ্গে ছবি তুলে বিতর্কের মুখে স্বরা ভাস্বর

বিনোদন ডেস্ক : স্বরা ভাস্বর, এমন একজন অভিনেত্রী যিনি সর্বদা এমন কিছু চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যার ফলে মানুষের চোখে তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংজ্ঞা একেবারেই অন্যরকম। সর্বদা স্পষ্টবাদী এই অভিনেত্রীকে সম্প্রতি মাথা ঢেকে দেখা তাই অবাক হয়ে গেলেন নেট দুনিয়ার বাসিন্দারা, জমিয়ে করলেন ট্রলও। অভিনেত্রীদের হঠাৎ মোটা হয়ে যাওয়া অথবা রোগা হয়ে যাওয়া নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় উপহাস করা কোনো নতুন কথা নয়। ঋতাভরী চক্রবর্তী থেকে শুরু করে ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন, এমন উপহাসের সম্মুখীন হতে হয়েছে প্রায় প্রত্যেককেই। স্বরা ভাস্বরও পাননি রেহাই। তবে এবার একেবারে অন্য একটি ব্যাপারে ট্রোলিংয়ের শিকার হতে হলো অভিনেত্রীকে। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, স্বামী ফাহাদ আহমেদের সঙ্গে মাওলানার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন অভিনেত্রী। ছবিতে যে বিষয়টি সব থেকে বেশি নজর কেড়েছে সেটি হল মাওলানার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মাথায় ওড়না দিয়েছেন অভিনেত্রী, অনেকটা হিজাব পরার মতো। ছবিটি দেখে নেট দুনিয়ার বাসিন্দারা অভিনেত্রীর স্বাধীনচেতা মনোভাবের বিষয়টি নিয়ে উপহাস করেছেন। একজন মেয়ে যে কিনা সব বিষয়ে স্বাধীনচেতা সে হঠাৎ করেই মাথায় হিজাব কী করে পরে নিল? প্রশ্ন উঠেছে এখানেই। অনেকে আবার বলছেন, ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে মানুষ কত কিছুই না করতে পারে, স্বরাকে দেখেই সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, বছর দুয়েক আগে দ্রৌপদীর পোশাকের সঙ্গে হিজাবের তুলনা টেনে আনায় রীতিমতো ট্রলড হতে হয়েছিল অভিনেত্রীকে। একজন মুসলিম স্ত্রী হয়েও তিনি সর্বদা নিজের স্বাধীনচেতা মনোভাবকেই এগিয়ে রাখতেন, এমনটাই জানত সকলে। কিন্তু মাওলানার সামনে এভাবে মাথায় ওড়না অথবা হিজাব দিয়ে দাঁড়িয়ে ছবি পোস্ট করায় অভিনেত্রী সেই স্বাধীনচেতা মনোভাব নিয়ে রীতিমতো সন্দেহ প্রকাশ করছেন সকলে।

ফারুকীকে আওয়ামী দোসর বলা হাস্যকর: নিপুণ

বিনোদন ডেস্ক : সপ্তাহ খানেক আগে সংস্কৃতি উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন গুণী পরিচালক মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। উপদেষ্টা হওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়েছে নানা সমালোচনা। শুধু সমালোচনায় নয়, তার পদত্যাগও দাবি করেছেন অনেকে। তবে অনেকে আবার তাকে যোগ্য মনে করে পোস্টও দিচ্ছেন। যেমন গত রোববার তার সহকর্মী ও তার ছবিয়াল টিমের সদস্য অন্যতম নির্মাতা আশফাক নিপুন দিয়েছেন একটি দীর্ঘ পোস্ট। গত রোববার সন্ধ্যায় দেয়া পোস্টে তিনি লেখেন, ‘মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে আওয়ামী দোসর বলা হাস্যকর। দু:খজনক না বলে হাস্যকর বললাম কারণ খোদ কট্টর আওয়ামী শিল্পী সমাজ থেকে শুরু করে ক্যাডার বাহিনী পর্যন্ত তাঁকে নিজেদের দলে দেখতে আগেও স্বাচ্ছন্দবোধ করেন নাই, এখনো করবেন না। বিশ্বাস না হলে আপনার পাশের আওয়ামীজনকে জিজ্ঞেস করে দেখেন? ছ্যাঁত করে উঠবে! আর উনার পুরোনো কিছু স্ট্যাটাস, ছবিই যদি অকাট্য প্রমাণ হয় তাহলে তার বিপরীতে গত ১৫ বছরে, বিশেষ করে জুলাই আন্দোলনে নিরন্তর আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারকে সমালোচনা করে উনার ফেসবুক পোস্টও আমলে নেয়া হোক? যেগুলো নিয়ে আওয়ামী শিল্পী সমাজ থেকে শুরু করে খোদ পলাতক প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত চূড়ান্ত বিরক্ত ছিলেন? অথবা আওয়ামী সরকারের আমলে দুইবার উনার সিনেমা আটকে দেয়া আমলে নেয়া হোক?’ তিনি লেখেন, ‘কয়েকটা ফেসবুক পোষ্ট আর একটা/দুইটা ছবি যদি কোন দলের দোসর হওয়ার, সহমত ভাই হওয়ার চূড়ান্ত যোগ্যতা হয় তাহলে গত ১৬ বছরে যেসব শিল্পী নিজেদের ‘আপা’র কাছের লোক প্রমাণে, প্লট, পদ, ব্যবসা বাণিজ্য বাগানোর জন্য ভুয়া নির্বাচনী প্রচারণা থেকে শুরু করে ‘আপা’র সামনে, পিছনে হাত কচলে, তৈলমর্দন করতে করতে আমাকে আর আমিমনাদের দিনরাত শূলে চড়াতেন তাদের জন্য এক বালতি সমবেদনা।

নতুন নতুন চরিত্রে নিজেকে প্রেজেন্ট করতে চাই: মিথিলা

বিনোদন ডেস্ক : গত বছরের অন্যতম জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ ‘মাইসেলফ অ্যালেন স্বপন’-এর জন্য ‘সেরা অভিনেত্রী ওয়েব সিরিজ’ ক্যাটাগরিতে ‘বাংলাদেশ অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৩’ পেয়েছিলেন দুই বাংলার নন্দিত অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলা। আর এ বছর ‘কাজলরেখা’ সিনেমায় অনবদ্য অভিনয়ের জন্য ‘সেরা অভিনেত্রী চলচ্চিত্র’ ক্যাটাগরিতে ‘বাংলাদেশ অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৪’ পেলেন তিনি। সম্প্রতি রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলের বল রুমে বসেছিলো এই অ্যাওয়ার্ডের তৃতীয় আসর। তবে বিদেশে পেশাগত কাজে ব্যস্ত থাকায় অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করতে পারেননি মিথিলা। দেশে ফেরার পর তার বাড়িতে পুরস্কারটি পৌঁছে দেওয়া হয়। মিথিলা এই পুরস্কার হাতে নিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, ‘পুরস্কার হলো কঠোর পরিশ্রম ও মেধার স্বীকৃতি। তাই আমি কোন পুরস্কার পেলে খুব ইমোশনাল হয়ে পড়ি। কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশ অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ডস কতৃপক্ষ ও জুরি বোর্ডের প্রতি।’ তিনি আরও বলেন, ‘কাজলরেখা’ সিনেমাটি সব সময় আমার হৃদয়ের কাছাকাছি থাকবে। কারণ এই সিনেমার মাধ্যমে আমার অভিনয় ক্যারিয়ারের একটি নতুন দিক উন্মোচন হয়েছে। জটিল মস্তিষ্কসমৃদ্ধ নেতিবাচক চরিত্র এফোর্টলেসলি প্রেজেন্ট করার দক্ষতা আমার মধ্যে ছিলো সেটা আমি জানতাম না। এমনকি আমার পরিচালক গিয়াস উদ্দিন সেলিমও পুরোপুরি জানতেন না। এভাবেই নতুন নতুন চরিত্রে নিজেকে ভেঙে গড়ে প্রেজেন্ট করতে চাই।’ প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশ অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ড’-এর প্রথম সিজনে জুরি বোর্ডের দায়িত্ব পালন করেন রাফিয়াত রশিদ মিথিলা। ২০২৩ এর মাঝামাঝি থেকে ২০২৪ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত মুক্তি পাওয়া চলচ্চিত্র, নাটক, ওটিটি কনটেন্ট, গান, বিজ্ঞাপন, ফ্যাশন অ্যাকটিভিটি ও বিভিন্ন অঙ্গনের সেরা অ্যাচিভারদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ‘বাংলাদেশ অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৪’। এবার ‘তুফান’ সিনেমার জন্য সেরা চলচ্চিত্র নির্মাতার পুরস্কার পেয়েছেন রায়হান রাফী। একই সিনেমার জনপ্রিয় গান ‘দুষ্টু কোকিল’ গেয়ে সেরা প্লেব্যাক সিঙ্গার ক্যাটাগরিতে পুরস্কার নিজের ঘরে নিয়েছেন দিলশাদ নাহার কনা। এছাড়া চলচ্চিত্র শাখায় সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন নিরব হোসেন, ‘ক্যাসিনো’ সিনেমার জন্য। ‘লিপস্টিক’ সিনেমায় অনবদ্য অভিনয়ের জন্য সেরা চলচ্চিত্র অভিনেত্রীর পুরস্কার গেছে ঢালিউডের গ্ল্যামার গার্ল পূজা চেরীর হাতে। ওয়েব ফিল্ম বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন রুনা খান ও ইরেশ যাকের। ওয়েব সিরিজের জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন তানজিকা আমিন। আর ‘গুটি’ ওয়েব সিরিজে ব্রেকথ্রু পারফরমেন্সের জন্য স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন মৌসুমী হামিদ।

অশ্লীলতার বিরুদ্ধে নাদিয়া

বিনোদন ডেস্ক : ছোট পর্দার দর্শকনন্দিত অভিনেত্রী সালহা খানম নাদিয়া। দেশের শোবিজে প্রায় এক যুগ পেরিয়েছে নাদিয়ার পথচলা। ২০০৮ সালে মডেলিং দিয়ে শুরু করেন ক্যারিয়ার। প্রথম দিকে টিভিসি করে পরিচিতি পান। এরপর ধীরে ধীরে নাটকের পর্দায় নিজের অবস্থান তৈরি করে নেন তিনি। বর্তমানে নাটক ও বিজ্ঞাপন নিয়ে বছরজুড়েই ব্যস্ত তিনি। প্রচার চলছে তার অভিনীত একাধিক ধারাবাহিক নাটক। ব্যস্ততা রয়েছে একাধিক খণ্ডনাটকের শুটিং নিয়েও। টিভি নাটকের পাশাপাশি ওটিটিতেও কাজ করেছেন এই অভিনেত্রী। সবশেষ মুক্তি পেয়েছে তার অভিনীত ওয়েব ফিল্ম ‘একটি খোলা জানালা’। তবে কাজের ব্যস্ততা থাকলেও গল্প বাছাইয়ে বেশ সতর্ক নাদিয়া। তার মতে নাটকের সংলাপেও এখন অশ্লীলতা ঢুকেছে। তাই খুব সতর্কতার সঙ্গেই কাজে যুক্ত হতে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এখন নাটকে অশ্লীল ভাষার ব্যবহার শুরু হয়েছে। আমি এটার বিরুদ্ধে। এ কারণে আপত্তিকর সংলাপ থাকলে আমি কাজটি করি না। হয়তো এজন্য আমার নাটক কমে গেছে। তাতে সমস্যা নেই, আমি এসব বিষয়ে কথা বলে যাব।’

ফুলকপির ভালো ফলন হাসি ফুটিয়েছে কৃষক বেলাল হোসেনের মুখে। অনন্তপুর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

মাগুরায় মুলা চাষে সফল বাবর আলী

মাগুড়া প্রতিনিধি : মাগুরায় উন্নত জাতের মুলা চাষ করে ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন বাবর আলী। সদরের রাঘবদাইড় ইউনিয়নের দাশনা গ্রামে নিজের ২ বিঘা জমিতে মুলা চাষ করেন তিনি। এরই মধ্যে লক্ষাধিক টাকার মুলা বিক্রি করেছেন। আরও ২ লক্ষাধিক টাকার মুলা বিক্রি করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন। কৃষক বাবর আলী বলেন, ?'দুই বছর ধরে রবি মৌসুমে বিভিন্ন সবজি চাষের পাশাপাশি উন্নত জাতের মুলা চাষ করছি। এতে অনেক লাভবান হয়েছি। শ্রম আর সঠিক যত্নে বীজ বপনের মাত্র ২৫ দিনের মধ্যে বিক্রির উপযোগী হয়ে যায়। ৩৫ থেকে ৪০ দিনের মধ্যে প্রতিটি মুলা প্রায় ১ কেজি ওজনের মতো হয়। ২ বিঘা জমিতে মুলা চাষে আমার খরচ হয়েছে মাত্র ৩৫ হাজার টাকা। যার মধ্যে লক্ষাধিক টাকার মুলা বিক্রি করেছি। এ ছাড়া জমিতে যে মুলা আছে, তা ২ লক্ষাধিক টাকা বিক্রি করতে পারবো।' তিনি বলেন, 'মুলা চাষ সহজ এবং লাভজনক। নিজ জমিতে গত বছরও মুলা চাষ করে লাভবান হয়েছিলাম। মুলা চাষে সার ও কীটনাশক খুবই কম লাগে। ভালো

মানের বীজ সংগ্রহ কারার পাশাপাশি জমির আগাছা পরিষ্কার ও নিয়মমাফিক সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে লাভবান হওয়া যায়। ক্ষেতের এ মুলা বিক্রি করে সংসারসহ ৩ সন্তানের লেখাপড়ার খরচ চালাই। এমনকি বাড়তি টাকাও জমাতে পারছি।' সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির বলেন, 'এ বছর রবি মৌসুমে সদর উপজেলায় সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১ হাজার ৭১০ হেক্টর।

মুলা চাষে আলাদাভাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি। তবে মুলা চাষে উৎপাদন খরচ কম ও বেশি লাভ হওয়ায় কৃষকেরা আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। পাশপাশি কৃষি বিভাগ ভালো বীজ দেওয়াসহ পরিদর্শন ও বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আসছে।'

কয়রায় বেড়িবাঁধ নির্মান করা এখন সময়ের দাবি

কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি : কয়রা উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ও মাইগ্রেশনের উপর এক গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ১১ টায় উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে কারিতাস খুলনা অঞ্চলের ডিআরআর এন্ড সিসিএ প্রকল্প এই গোল টেবিল আলোচনা সভার আয়োজন করে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুলি বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মুল বিষয়ের উপর আলোচনা রাখেন খুলনা প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের সহকারি অধ্যাপক ড. মোঃ ইসমাইল হোসেন। এতে আলোচনায় আরও বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মোঃ মামুনার রশিদ, কারিতাসের প্রকল্প সমন্বয়কারী পবিত্র কুমার মন্ডল, ডিআরআর এন্ড সিসিএ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ ইব্রাহিম হোসেন, ইউপি চেয়ারম্যান সরদার নুরুল ইসলাম কোম্পানি, প্যানেল চেয়ারম্যান সরদার লুৎফর রহমান আবু হাসান, কপোতাক্ষ কলেজের সাবেক অধ্যাপক আ,ব,ম, আঃ মালেক, কয়রা উন্নয়ন সমন্বয় সংগ্রাম কমিটির সভাপতি বিদেশ রঞ্জন মৃধা, সিপিপি সদস্য সাইফুল ইসলাম, পিপলস ফোরামের সভাপতি মনিরুজ্জামান মনি, মনিরা ইয়াছমিন প্রমুখ। গোলটেবিল আলোচনায় সভাপতির বক্তব্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুলী বিশ্বাস বলেন, কয়রা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বিভিন্ন দুর্যোগের মাত্রা প্রতি বছর বেড়েই চলেছে । নদ-নদীতে পলি জমার কারণে সাগরের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে নদী উপচে প্লাবিত হচ্ছে বিস্তীর্ন অঞ্চল ফলে বেড়িবাঁধ ভেঙ্গে মানুষ হচ্ছে ও সহায়-সম্বলহীন ফলে বাধ্য হয়ে অভ্যন্তরীণ অভিবাসন/মাইগ্রেশন সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার। তিনি আরও বলেন, এ ধরণের অনুষ্ঠান এই উপজেলার জন্য প্রথম তাই আজকের অনুষ্ঠানের আপনাদের সুচিন্তিত মতামত উর্দ্ধতন কর্পতৃক্ষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। অনুষ্ঠানের ফোকাল পারর্সোন খুলনা প্রকৌশল সহকারি অধ্যাপক ড. মোঃ ইসমাইল হোসেন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মূলত দায়ী মানব সমাজ। মানুষের কারণে সকল প্রাণী, জীব-বৈচিত্র মারাত্নক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বনভূমি উজাড়, কলকারখানা, যানবাহন ইত্যাদি বেড়ে যেয়ে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তিনি বলেন, পরিবেশের বিপর্যয় ঠেকাতে হলে আমাদেরকে বেশী করে গাছ লাগাতে হবে। এতে উন্মুক্ত আলোচনায় উপস্থিত সকলেই পরামর্শ প্রদান করে বলেন, কয়রায় যদি অভ্যন্তরীন অভিবাসন কমাতে চাই তাহলে টেকসই বেড়ীবাঁধ সহ পরিকল্পিত উন্নয়ন করা আবশ্যক।

কালীগঞ্জে কারখানার পানিতে নষ্ট হচ্ছে ফসল

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : কালীগঞ্জ যশোর মহাসড়কের পাশে পিরোজপুর গ্রামের মাঠে একটি কারখানার দুশিত পানি ও কয়লা এবং ছায়ের কারনে কৃষকদের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এই গ্রামের মাঠে যশোর খুলনা হাইওয়ে মহাসড়কের পাশে প্রায় ৬ বিঘা জমির উপর নির্মিত মজুমদার এগ্রোটেক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড নামক কোম্পানির বিরুদ্ধে বয়লার থেকে নির্গত ছায়যুক্ত কালো ধোয়া ও সুষ্টবর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পানি নিষ্কাশনের অভাবে আবাদি ফসল এমনকি কৃষি কাজের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রাইস ব্র্যান ওয়েল উৎপাদনকারী মজুমদার এগ্রোটেক কোম্পানি প্রায় ২০ দিন আগে উৎপাদন কার্য শুরু করে। উৎপাদন কার্য শুরু থেকে কারখানাটির বয়লারের কালো ধোয়ার সাথে কুচি কুচি ছায় আশপাশের কৃষি জমিসহ বসত বাড়ির উপরে পড়ছে। এতে করে একদিকে যেমন মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হচ্ছে অন্যদিকে, ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মাঠে থাকা কৃষকের আবাদি ফসল। কারখানাটির চারপাশেই রয়েছে শত শত বিঘা আবাদি জমি। এই জমিতে ধান, রবিশস্য এবং শাকসবজি চাষাবাদ করে থাকেন স্থানীয় কৃষকেরা। কারখানার কালো কুচি কুচি ছায় উড়ে গিয়ে ফসলের উপর পড়ায় নষ্ট হচ্ছে কৃষকের বিভিন্ন ধরনের ফসল। আবার কারখানাটির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো না থাকায় তা আশপাশের আবাদি জমিতে গিয়ে জলবদ্ধতা সৃষ্টি করছে।ফলে কৃষক দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এদিকে কারখানাটির কারণে সৃষ্ট সমস্যা স্থানীয়কৃষকরা মৌখিক ভাবে প্রতিষ্ঠানটির দয়িত্বশীলদেরকে অবগত করলেও কার্যত সমাধানের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।ফলে স্থানীয়দের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। পিরোজপুর গ্রামের কৃষক ইসরাইল হোসেন জানান,কারখানার আশপাশের মাঠে ধানসহ শাকসবজি আবাদ হয়ে থাে সারা বছর।কারখানা থেকে আসা পানি এবং ছায়ের কারণে আমরা ঠিকমতো কৃষিকাজ করতে পারছি না। শুধু তাই না আমার ধানের জমিতে প্রতিটি ধান গাছে ছায় পড়ে কালো হয়ে গেছে। ছায় পড়ার কারণে আমরা ঠিকমত দীর্ঘ সময় মাঠে কাজ করতে পারছি না। শরীর এবং চোখে মুখে ছায় ঢুকে যাচ্ছে। এ অবস্থায় ধান গাছ এবার গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কিনা তা নিয়ে আমরা বেশ দুশ্চিন্তায় রয়েছি। আমরা স্থানীয় কৃষক যারা আছি প্রত্যেকের দ্রুত এ অবস্থা সমাধান চাই। মজুমদার এগ্রোটেক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অসীম কুমার ঘোষ জানান, চাউল এর উপর থাকা আবরণ থেকে প্রক্রিয়া জাতের মাধ্যমে আমার কোম্পানিতে উৎপাদিত হয় রাইস ব্রান অয়েল। সবেমাত্র কারখানাটিতে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রপ্তানিযোগ্য এ পণ্য উৎপাদনে কারখানার আশপাশে কারো ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ আমরা করব না। ছাই ও পানি নিষ্কাশনের ব্যাপারে স্থানীয়রা এসে মৌখিক ভাবে আমাদের জানিয়েছেন।আমরা অতি শিঘ্রই এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়ে সমাধান করব। কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাহবুব আলম রনি বলেন, আমি দেখেছি বারবাজারের পিরোজপুর এলাকায় একটি বড় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওই কারখানার বর্জ্য আশপাশের কৃষি জমিতে চলে যাওয়ার ফলে চাষাবাদে ব্যাঘাত ঘটাসহ স্থানীয় কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বলে জানতে পেরেছি।আমি এ ব্যাপারটি আরও ভালো ভাবে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করব। ঝিনাইদহ জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মুনতাছির রহমান বলেন,লাইসেন্স পাওয়ার পর কারখানার কার্যক্রম শুরুর নিয়ম। উনারা সেটি করেছেন। দূষণ নিয়ন্ত্রণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহনের শর্ত দিয়েই কারখানার লাইসেন্স ইস্যু করা হয়।

মোল্লাহাটে কৃষকের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ

মোল্লাহাট, বাগেরহাট প্রতিনিধি : বাগেরহাটের মোল্লাহাটে ৭ হাজার ২০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে এ বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা হরেকৃষ্ণ অধিকারীর সভাপতিত্বে ও কৃষি কর্মকর্তা অনিমেষ বালার সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) তাহমিনা সুলতানা নীলা, থানা অফিসার ইনচার্জ মোঃ শফিকুল ইসলাম, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ আব্দুস সালাম, উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক সিকদার জামাল উদ্দিন, সদস্য সচিব মোঃ জাহিদুল ইসলাম মিয়া, জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মোঃ হেদায়েতুল্লাহ, প্রেসক্লাব মোল্লাহাটের সাধারণ সম্পাদক এম এম মফিজুর রহমান ও সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ ফারুক প্রমুখ। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অনিমেষ বালা জানান, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রবি/২০২৪ মৌসুমে গম, ভূট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, শীতকালীন পিয়াজ, খেসারি, বোরো হাইব্রিড ধান ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহের লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় এসকল বীজ ও সার বিতরণ করা হয়। উপজেলায় সূর্যমুখী-৩৫০ জন, সরিষা-১১০০জন, গম- ১০০ জন, খেসারি-৭০ জন, শীকালীন সবজি-১০০ জন উফশী, শীতকালীন সবজি (হাইব্রিড) ৩০০ জন ও বোরো হাইব্রিড ৫০০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে এ প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে।

আশাশুনিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স সভা

আশাশুনি, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : আশাশুনিতে উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ১১ টায় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ সভার আয়োজন করে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কৃষ্ণা রায়ের সভাপতিত্বে ও সদস্য মৌমাছি পরিচালক সুশান্ত মল্লিকের সঞ্চালনায় সভায় আলোচনা রাখেন, সদস্য সচিব উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ উম্মে ফারহানা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাশেদ হোসাইন, থানার সাব ইন্সপেক্টর শ্যামা প্রসাদ রায়, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ এনামুল ইসলাম, সমাজ সেবা অফিসার রফিকুল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আতিয়ার রহমান, স্যানেটারী ইন্সপেক্টর জি এম গোলাম মোস্তফা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার শাহজাহান আলী, প্রতাপনগর ইউপি চেয়ারম্যান হাজী আবু দাউদ ঢালী, প্রেস ক্লাব সভাপতি জি এম আল ফারুক, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জি এম মুজিবুর রহমান প্রমুখ।

নভেম্বরেই চালু হচ্ছে টাঙ্গাইলের বেড়াডোমা ব্রীজ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : নভেম্বরেই চালু হচ্ছে টাঙ্গাইল শহরে বহুল আলোচিত বেড়াডোমা ব্রীজ বলে দাবি করেছেন নির্মাণকারী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। নির্মাণে চার বছর কেটে গেলেও ব্রীজ উদ্বোধনের সংবাদে সীমাহীন উৎসাহে রয়েছেন এর সুবিধাভোগীরা। নির্মাণের মাঝে দেবে যাওয়ার মত দূর্ঘটনার পরও কাঙ্খিত ব্রীজ নির্মাণের সমাপ্তিতে স্বপ্নের দিন গুণছেন জেলার পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণ মানুষ। ব্রীজটি নির্মাণের ফলে এ অঞ্চলের মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন সহজ হবে, তেমননি খুলবে ব্যবসায়িক দ্বার। এর সুফল ভোগ করবে জেলার পশ্চিমাঞ্চলের চার ইউনিয়নের পাঁচ লক্ষাধিক মানুষসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনসাধারণ। জানা যায়, টাঙ্গাইল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (টিপিআইআইপি) আওতায় এলজিইডির অর্থায়নে টাঙ্গাইল শহরের বেড়াডোমা এলাকায় লৌহজং নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

৪১.৭০ মিটার দীর্ঘ এই আর্চ সেতুটি নির্মাণ কাজের জন্য ব্রিকস্ অ্যান্ড ব্রিজেস লিমিটেড এন্ড দি নির্মিতি (জেভি) নামক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলীর চুক্তিপত্র হয়। ৩ কোটি ৬০ লাখ ১৮ হাজার ৮৪১ টাকা ব্যয়ে এই সেতুর কাজ শুরু হয় ২০২০ সালের ১২ নভেম্বর। বর্ধিত সময় অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ২০২৪ সালের ৩১ অক্টোবর। নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার পর চারটি বিলের মাধ্যমে ঠিকাদারকে দুই কোটি ৮০ লাখ ৫৩ হাজার ৪৭৬ টাকা প্রদান করা হয়।

বিরলে টিসিবি'র পণ্য বিতরণে অনিয়ম

বিরল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : বিরলের ধর্মপুর ইউনিয়নে টিসিবি'র পণ্য বিতরণে অনিয়মের প্রতিবাদে বিতরণ কাজ সাময়িক বন্ধ করায় ভোগান্তির শিকার হয় সুফলভোগী জনগণ। পরে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুর ইসলাম ও ইউনিয়ন বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ এর হস্তক্ষেপে দুপুরে পূণরায় বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। টিসিবি ডিলার তানজিমুল ইসলাম এর নিয়োজিত ব্যবস্থাপক সাইফুল ইসলাম জানান, ইউনিয়নে মোট ১৯৫৪ জন টিসিবি কার্ডধারী সুফলভোগী রয়েছেন। এদের প্রত্যেককে মসুর ডাল ২ কেজি, চাল ৫ কেজি, তেল ২ লিটার বিতরণের উদ্দেশ্যে গত রোববার মালামাল সংগ্রহ করে কালিয়াগঞ্জ এসসি উচ্চ বিদ্যালয়ে রাখা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনাক্রমে গতকাল সোমবার দিনব্যাপী পণ্য বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। পণ্য বিতরণের প্রাক্কালে ইউনিয়ন বিএনপি'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান ওরফে মানা অনিয়মের অভিযোগ তুলে বিতরণ কাজ বন্ধ রাখার কথা জানালে নিরাপত্তার অভাবে প্রস্তুতি নেয়ার পরও বিতরণ বন্ধ রাখা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুর ইসলাম জানান, কারো ব্যক্তিগত বাঁধায় যেন পণ্য বিতরণ বন্ধ না রাখা হয় আমি ডিলারকে জানিয়েছি। ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ হতে সুষ্ঠুভাবে পণ্য বিতরণ কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে। জনসাধারণের কোন ভোগান্তি আমরা চাই না। আমরা নির্বিঘ্নে টিসিবির পণ্য কার্ডধারীদের হাতে পৌছাতে সকলধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। ইউনিয়ন বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ জানান, বিএনপি'র নাম ব্যবহার করে কেউ পেশীশক্তির বলে কোন অনৈতিক কাজ করতে চাইলে দলের পক্ষ হতে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। দলীয় শৃঙ্খলা বিরোধী কাজের বিষয়ে আমরা সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবো। তবে জনভোগান্তি হয় এমন কাজ আমাদের দলের কেউ করলে আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবো। আমি টিসিবির পণ্য বিতরণে আমাদের পক্ষ হতে সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত রাখবো। আব্দুল মান্নান ওরফে মানা জানান, টিসিবির কার্ডধারী একই পরিবারের অনেক এর নাম অন্তর্ভূক্ত থাকায় এবং দলীয়করণের মাধ্যমে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে যোগ্য ব্যক্তিদের বাদ রেখে বিত্তশালীদের নাম অর্থের বিনিময়ে অন্তর্ভূক্ত করায় বঞ্চিত মানুষের ক্ষোভ থেকে ডিলারকে বিষয়টি অবগত করেছি মাত্র। ক্ষিপ্ত জনগণ কোন বিশৃঙ্খলা যেন সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য ডিলার পণ্য বিতরণ হতে বিরত থাকে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার বহ্নি শিখা আশা জানান, কোন ঝামেলার বিষয়ে আমি জানি না, তবে সুষ্ঠুভাবে পণ্য বিতরণ চলছে।

মেলান্দহে সাধুসঙ্গ মিলন মেলা

মেলান্দহ, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের মেলান্দহের মহিরামকুল গ্রামে সাধুসঙ্গ মিলন মেলা গত রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাউল বিপ্লব মন্ডলের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। শিশু শিল্পী সাফিন মন্ডলের সৌজন্যে ভাবনগর সঙ্গীত একাডেমি এর আয়োজন করে। সাধু সন্ধ্যায় সভাপতিত্ব করেন, মাহমুদপুর কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমান মিন্টু। ময়মনসিংহ শিল্পচার্য জয়নুল আবেদীন কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুর রউফ হীরা, বেলতৈল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, জামালপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি'র সভাপতি হাবিবুল্লাহ, মেলান্দহ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মাহবুবর রহমান, রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি ইত্তেফাক সংবাদদাতা শাহ জামাল, সাংস্কৃতিক কর্মী ফারুক আহমেদ মাস্টার, বাসুদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুল ইসলাম খান, মোস্তাফিজুর রহমান মুক্তা, সাংস্কৃতিক কর্মী হাসমতুল্লাহ হাসেমসহ আরো অনেকেই এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

হারানোর পথে বাংলার নবান্ন উৎসব

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর প্রতিনিধি : ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। তাই ঋতু পরিক্রমায় হেমন্ত আসে শীতের আগেই। শিশির ভেজা প্রকৃতি জানান দিচ্ছে হেমন্ত পেরিয়ে শীতের আগমন। এখন মাঠে মাঠে শোভা পাচ্ছে সোনালী ধানের সমারোহ। বাতাসে দোল খাচ্ছে কৃষাণ-কৃষাণীর স্বপ্ন। কার্তিক মাসের শেষদিকে ও অগ্রহায়ণের শুরুতেই শুরু হয়েছে আমন সোনালী ধান কাটা। কেউবা আগাম ধান ঘরে তুলছেন। প্রান্তিক কৃষাণ-কৃষাণীরা সব হাসি-কান্নার অবসান ঘটিয়ে নতুন আমন ধান ঘরে উঠানোর কাজের মধ্যে খুঁজে পান অপার আনন্দ ও খুশির বার্তা। গ্রাম-বাংলায় নতুন এক আবহের সৃষ্টি হয়। অগ্রহায়ণে নবান্ন উৎসব যেন সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দেয় কৃষাণ-কৃষাণীদের। নতুন ধান বাড়িতে আসলে শুরু হতো বাড়ি বাড়ি বাঙালির জনপ্রিয় উৎসব নবান্ন। আবহমান কাল ধরেই মাটি ও মানুষের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নবান্ন উৎসবের সঙ্গে মিশে আছে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি। তাই হেমন্তে ধান কাটার পরপরই এক সময় নবান্ন উপলক্ষে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কৃষকের ঘরে ঘরে আনন্দের সাড়া পড়ে যেত। চলতো নতুন চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি হরেক রকম পিঠাপুলি, ফিরনি-পায়েসের রান্নার ধুম। নবান্ন আর পিঠাপুলির উৎসবে আনন্দে মাতোয়ারা হতো সকলেই। কোনো কোনো অঞ্চলে হেমন্তের নতুন ধানের নতুন চালের ক্ষির কিংবা ফিরনি-পায়েস, নাড়ু-মুড়ি, খই তৈরি করে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে এনে বাড়িতে বসিয়ে খাওয়ানো হতো। বিভিন্ন স্থানে নবান্ন উপলক্ষে মেলাও অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু কালের পরিক্রমায় অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে নবান্নের উৎসব-আনন্দ। আগে নতুন ধান গোলায় ওঠার সময়ে যেভাবে উৎসবের আমেজ বিরাজ করতো তা যেন দিনদিন হারিয়ে যাচ্ছে কালের গর্ভে। ক্ষির, পিঠাপুলি, পায়েস, আত্মীয়তা আর নিমন্ত্রণ এখন আর তেমন চোখেই পড়ে না। সোনালী ধানের প্রাচুর্য আর বাঙালির নানা উৎসবের মধ্যে অন্যতম উৎসব নবান্নকে ঘিরে অনেক কবি-সাহিত্যিকের লেখায়ও ফুটে উঠে নবান্নের অপরূপ চিত্র। হেমন্তের এ উৎসব ছিল সর্বজনীন। কিন্তু সেই গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যবাহী নবান্ন উৎসবটি এখন আর চোখে পড়ে না। সরজমিন উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলা জানা গেছে, সময়ের পরিবর্তন হওয়ায় এ জনপদের সংস্কৃতি পাল্টে যাচ্ছে। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী উৎসব নবান্ন। গ্রামীণ জনপদে দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ থাকলেও কৃষকের ঘরে ঘরে নেই নবান্নের আমেজ। ঘরে ঘরে নেই নতুন চালের ক্ষির, পিঠাপুলি আর ফিরনি পায়েসের উৎসব। গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যবাহী নবান্ন উৎসব যেন দিনদিন কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে। সিকি শতাব্দী আগেও হেমন্তের ধান কাটা-মাড়াইয়ের মধ্যদিয়ে নবান্নের উৎসবে মুখরিত হতো গ্রামের প্রতিটি আঙিনা। অথচ আধুনিকতার ছোঁয়ায় এ জনপদের জনজীবনে নবান্ন উৎসব এখন অনেকটাই স্মৃতি। আর নতুন প্রজন্মের নিকট নবান্ন যেন দূরের শোনা গল্পের মতো। কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা হলে তারা বলেন, বাবা-মায়ের নিকট নবান্ন উৎসবের কথা শুনেছি। আগে নবান্নের সময় অনেক আনন্দ-উল্লাস হতো। নবান্নের দিনে একে অপরের বাড়িতে খেতে যেত। কিন্তু বর্তমানে আমাদের গ্রামে সেটা তেমন আর দেখা যায় না। নিজেরাই নিজেদের মতো করে এখন নবান্ন উৎসব পালন করে। উপজেলার আব্দুলপুর ইউনিয়নের কৃষক আনোয়ার হোসেন (৫০) নবান্ন উৎসব নিয়ে বলেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা দল বেঁধে সবাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে খেয়ে বেড়াতাম।

পীরগঞ্জে গোয়াল ঘর ফাঁকা করছে লাম্পি স্কিন

পীরগঞ্জ, রংপুর প্রতিনিধি : রংপুরের পীরগঞ্জে কৃষকদের গোয়ালঘর ফাঁকা করছে র‍্যাম্পি স্কিন নামের নতুন ভাইরাস রোগ। এই অঞ্চলের অধিকাংশ কৃষকদের সংসারের একমাত্র সম্বল গরু। পল্লী অঞ্চলের কৃষক সারা বছর চাষাবাদ করে। আর এই চাষাবাদের অর্থ যোগান দেয় তাদের ঘরে লালন পালন করা পশু। অধিকাংশ চাষিরাই চাষাবাদে বেশিরভাগ সময় লোকসান গুনে থাকে। বছর শেষে লোকসানের বোঝা হালকা করে তাদের এই গরু। সাম্প্রতিক সময়ে সেই গরু নতুন আতংক ভাইরাস লাম্পি স্কিনে গোয়াল ঘর খালি করছে। রংপুরের পীরগঞ্জে একটি পৌরসভাসহ ১৫ টি ইউনিয়নে গরুর লাম্পি স্কিন ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিদিন নতুন নতুন করে গরু আক্রান্ত হচ্ছে লাম্পি স্কিন নামের ভাইরাস রোগে। চিকিৎসা না পেয়ে দুশ্চিন্তায় গোটা উপজেলার কৃষককুল। উপজেলার প্রত্যন্ত পল্লী এলাকা সরেজমিন ঘুরে কথা হয় গরু মালিকদের সাথে। ভুক্তভোগীরা বলছেন,এ রোগ এতোটাই ভয়াবহ যে কোনো ঔষধ কাজ করছে না। সুস্থ সবল গরু সন্ধ্যায় গোয়াল ঘরে তুলে রেখে সকালে গিয়ে দেখা যায় গরুর গোটা শরীর ফুলে গেছে এবং খুড়িয়ে হাটছে। ফুলে যাওয়া স্থানগুলো দু'এক দিনের মধ্যেই গরুর চামড়ায় ফোস্কা পড়ার মতো হবার পর দগদগে ঘা হয়। এরপর ক্ষতস্থান থেকে পুঁজ বের হয়। পল্লী চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী মলম, তেল, পাউডার জাতীয় কেন্ডুলা ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসার পরেও অনেক গরু মারা যায়। বিশেষ করে শংকর জাতের ছোট বাছুর গুলোকে এই রোগে আক্রান্ত হলে আর বাঁচানো যায় না। এলাকার লোকজন বলছেন,চিকিৎসকের অভাবে লাম্পি স্কিনের স্থানীয় হাতুড়ী চিকিৎসকরা সাধারণ মানুষ কে বোকা বানিয়ে এন্টি বায়োটিক ধরনের ইঞ্জেকশন পুশ করে ইচ্ছেমতো টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। এছাড়াও এলাকায় কিছু হোমিও চিকিৎসকও এক হাতে টাকা আরেক হাতে পানি পড়া দিয়ে টাকা কামাচ্ছেন। এ-সব চিকিৎসার ব্যাপারে উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের পক্ষ থেকে ব্যপক প্রচারের প্রয়োজন থাকলেও তা করা হয়নি। উল্টো গ্রামে গঞ্জে তাদের দেখাই মেলে না। এই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছেন হাতুড়ে চিকিৎসকরা। কাবিলপুর ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামের ইউনুছ আলী জানান, আমার দেশি জাতের ৩ মাসের বাছুর এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। পুরো শরী ফুলে গেছে। গত একমাস থেকে বাছুটি দাড়াতে পারে না। কোলে করে গোয়াল ঘর থেকে বের করতে হয়। এটির সারা শরীরের ফুলা স্থানগুলো চামড়া উঠে গেছে। কিছু খেতেও পারে না। আমি বোতলের মাধ্যমে দুধ খাওয়াই। মশা মাছির এড়াতে সবসময়ই মশারীর ভিতরে রাখি। মলম এবং পাউডার জাতীয় ঔষধ ৩ বার ব্যবহার করছি। শরীরের প্রতিটি ক্ষতস্থানে পোকা রয়েছে। আমার সংসারে আশা ভরসা এই গরু। মানুষের জমিতে কাজ করে আমার সংসার চলে। বাছুরটির পাশে সারাদিন আমাকে বসে থাকতে হয়। গত এক মাস হয়ে গেল আল্লাহ ভালো জানেন আমার কপালে কি আছে ? একই এলাকায় গত ১ মাসের মধ্যে শামসুল আলম, সাইফুল ইসলাম, বাদশা মিয়া, দেলবার রহমান এবং মমিন মিয়ার একটি করে গরু লাম্পি স্কিনে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। একই গ্রামের শামসুল ইসলামের ছেলে মশিউর রহমান জানান, ৮০ হাজার টাকার বিদেশি বাছুর মারা গেছে তার। গরুটির স্বাস্থ্য খুবই ভালো ছিল এবং আগামী ঈদে এটি কমপক্ষে দেড় লাখ টাকা বিক্রি হতো। গরুটি দিয়েই তার গোয়াল ঘর ভারা ছিল। এটি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। এখন তার গোয়াল ঘর ফাঁকা পড়ে আছে। বড় আলমপুর এলাকার রুহুল আমিন, আব্দুর রশিদ মিয়া এবং বাশপুকুরিয়া গ্রামের রেজাউল করিম জানান,কিছুদিন আগে তাদের এলাকার ছোট ছোট বাছুর গুলো ভাইরাস রোগে শেষ হয়ে গেছে। বন্যার সময় করতোয়া নদীতে প্রতিদিন মরা বাছুর পানিতে ভেসে দিয়েছে এলাকার লোকজন। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাণিস্পদ কর্মকর্তা মো. ফজলুল করিম এর সাথে কথা হলে তিনি বলেন, লাম্পি স্কিন রোগটি এখন কমেছে। তিনি বলেন এ রোগের চিকিৎসা শুধু মাত্র প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ। চামড়া উঠে যাওয়া ক্ষতস্থানগুলো শুকাতে একটু সময় লাগে। কোনো গরু লাম্পি স্কিন রোগে আক্রান্ত হলে গরুটিকে সবসময় মশারীর ভিতর রাখতে হবে এবং গোয়াল ঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রাখতে হবে। এই রোগটি মশা-মাছির মাধ্যমে ছড়ায়। প্রাণী সম্পদ অফিসারের লোকজন সবসময়ই গরুর মালিকদের কে মশারী বা গোয়াল ঘর পরিস্কার রাখার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন বলেও তিনি জানান।

আশাশুনির বুধহাটায় নমুনা শস্য কর্তন

আশাশুনি, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : আশাশুনি উপজেলার বুধহাটা ইউনিয়নের পদ্ম বেউলায় নমুনা শস্য কর্তন করা হয়েছে। গতকাল ইউনিয়নের পদ্ম বেউলা বিলে কৃষক আঃ ওহাবের ধান ক্ষেতে এ শস্য কর্তন করা হয়। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস পদ্ম বেউলা গ্রামের মরহুম মুনশী রুস্তম আলীর ছেলে কৃষক আব্দুল ওহাবকে ধান চাষে উদ্বুদ্ধ করে ব্রি- ধান ৮৭ জাতের বীজ ধান ও প্রয়োজনীয় সার প্রদান করে। কৃষক আঃ ওহাব তার অন্যান্য জমা অন্য জাতের ধান চাষ করার পাশাপাশি এক বিঘা জমিতে ব্রি ধান-৮৭ চাষ করেন। গতকাল তার জমিতে নমুনা শস্য কর্তন করা হয়। শস্য কর্তন শেষে দেখা যায় বিঘা প্রতি ১৮ মন ধান উৎপাদিত হয়েছে। আশা ব্যঞ্জক ফসল উৎপাদন করত পেরে কৃষক ওহাব খুবই খুশি প্রকাশ করেছেন। নমুনা শস্য কর্তন উদ্বোধন ও ধান মাড়াই শেষে ওজন করা পর্যন্ত প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলানকৃষি অফিসার কৃষিবিদ এনামুল ইসলাম। এসময় এসএপিপিও বিল্লাল হোসেন, উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা দেব প্রসাদ দাশ, ইকবাল হোসেন, এস এম আঃ ওহাব, গন্যমান্য ব্যক্তি শফিকুল সরদার, সাইদুল ইসলাম, কৃষক হাবিবুর রহমান, মতিন সরদার, গিয়াস উদ্দীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দপুরে সবজি বাজারে উপচে পড়া ক্রেতা

সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উদ্যোগে বিনা লাভের সবজী বাজার চালু করা হয়েছে। গত শনিবার সৈয়দপুর শহরের ট্রাফিক পুলিশ বক্সের সামনে ওই বাজারের আয়োজন করা হয়। বর্তমান অর্ন্তবর্তী সরকারের ১০০তম দিন পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে উপজেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উদ্যোগে ওই বাজার চালু করা হয়। এ বাজারে উপচে পড়া ক্রেতার ভীর লক্ষ্য করা যায়। এ বাজার থেকে ৫০ গজ দূরে পাঁচমাথা মোড়ে একই ধরনের বাজার চালু করেছে ইসলামী যুব আন্দোলন। গত শনিবার শহরের ট্রাফিক পুলিশ বক্সের সামনের ওই বাজারে সাধারণ মানুষকে শাকসবজি, ডিম, আলুসহ বিভিন্ন পণ্য কিনতে দেখা গেছে। সাধারণ বাজারের চেয়ে তুলনামূলক কম দামে পণ্য কিনতে পেরে ভোক্তা ও ক্রেতাদের মধ্যে স্বস্তি এসেছে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে এ বাজারে পণ্য ক্রয় করতে দেখা গেছে। উদ্যোক্তারা বলছেন, হাতবদল হলেই পণ্যের দাম বাড়ে, মাঝখানে সুবিধা নেয় সিন্ডিকেট। তাঁরা কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য কিনে ভোক্তাদের কাছে বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছেন। কোনো লাভ রাখা হচ্ছে না। এটি স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম হিসেবে চলবে। আনোয়ার হোসেন নামের এক ক্রেতা বলেন।

নাগেশ্বরী কলেজের মুলফটক ময়লার ভাগাড়

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী সরকারি কলেজের মূল ফটকে ময়লা আবর্জনার স্তুপে পরিণত হয়েছে। এতে করে দুর্গন্ধে অতিষ্ট হয়ে গেছে সেখানকার শিক্ষার্থী, পথচারী ও স্থানীয় জনসাধারণ। স্বাস্থ্যঝুকি নিয়ে চলাচল করছেন শিক্ষার্থীসহ পার্শ্ববর্তী শত শত মানুষ। এছাড়াও এখানকার পঁচা পানি ও ময়লায় এডিসমশাসহ বিভিন্ন ডেঙ্গু মশা বিস্তারের আসঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। মশা মাছির মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ বালাই ছড়িয়ে পড়ছে। তবুও এসব ময়লা অপসারণের উদ্যোগ নেই পৌর কর্তৃপক্ষের। এ নিয়ে চরম ক্ষোভ দুই প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও স্থানীদের। সরেজমিনে দেখা যায়, নাগেশ্বরী পৌরসভার কলেজমোড় বাজার সংলগ্ন কলেজপাড়া এলাকার সরকারি কলেজের মূল ফটকে গড়ে উঠেছে বিশাল ময়লা আবর্জনার স্তুপ। স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান এর আগে কলেজের এই মূল ফটকের ভিতরে বসতো কলেজমোড় বাজার। সেখানে কোনো বিধি নিষেধ না থাকায় তখন থেকে এখানকার খালটিতে ওই বাজারের মায়লা আবর্জনা ফেলে রাখা হতো। এভাবেই ময়লার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে জায়গাটি।

সকালে দল বেঁধে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। মিঠাপুকুর, রংপুর।

আইরিশদের জালে ইংলিশদের গোল বন্যা

স্পোর্টস ডেস্ক : উয়েফা নেশনস লিগে গ্রুপ বি-২ তে নিজেদের শেষ ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ৫-০ গোলে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। ৬ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই কোয়ার্টার ফাইনালে গেছে ইংলিশরা। পয়েন্ট সমান ১৫ হলেও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় রানার্সআপ হয়ে পরের রাউন্ডে গেছে গ্রিস। গত রোববার ঐতিহাসিক ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের ডাগআউটে শেষবারের মতো দাঁড়িয়েছিলেন লি কার্সলি। অন্তর্বর্তী কোচকে রোমাঞ্চকর রাতই উপহার দিয়েছেন হ্যারি কেইনরা। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ইংল্যান্ডের হেড কোচের দায়িত্ব নেবেন টমাস টুখেল। প্রথমার্ধে দুই দলের লড়াই ছিল সমানে সমান। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধেই কপাল পুড়ে আয়ারল্যান্ডের। ৫১ মিনিটে ডি-বক্সের ভেতর ইংল্যান্ডের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার জুড বেলিংহ্যামকে বাজে ফাউল করে নিজেদের বিপদ ডেকে আনে আইরিশরা। জরিমানা হিসেবে ডিফেন্ডার লিয়াম স্কেলসকে রেফারি দ্বিতীয় হলুদ কার্ড (লাল কার্ড) দেখালে ১০ জনের দলে পরিণত হয় সফরকারীরা। আয়ারল্যান্ড ১০ জনের দলে পরিণত হওয়ার সুযোগে গোলবন্যা বইয়ে দেয় ইংল্যান্ড। ৫৩ মিনিটে সফল পেনাল্টি কিকে গোল উৎসবের শুরুটা করেন হ্যারি কেইন। কেইনের পর একে একে গোল করেন আরও ৪ ইংলিশ ফুটবলার। পেন অ্যান্তোনি গর্ডন ৫৫ মিনিটে, কনোর গ্যালেহার ৫৮ মিনিটে, জ্যারড বাউয়েন ৭৬ মিনিটে ও টেইলর হারওয়ার্ড বেলিস ৭৯ মিনিটে গোল করেন। এতে ব্যবধান দাঁড়ায় ৫-০। কার্সলির অধীনে ৬ ম্যাচের ৫টিতেই জয় পেয়েছে ইংল্যান্ড। আগামী জানুয়ারিতে জার্মান কোচ টুখেলের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন এই আইরিশ কোচ। ম্যাচের পর কার্সলি বলেন, 'এটি অনেক খেলোয়াড়ের জন্য একটি দুর্দান্ত সন্ধ্যা ছিল। প্রধান জিনিসটি ছিল পদোন্নতি পাওয়া (কোয়ার্টারে যাওয়া)। আমি ছেলেদের দেখতে উপভোগ করেছি। তারা দারুণ আগ্রাসন এবং অভিপ্রায় নিয়ে খেলেছে।

এক মাসের জন্য নিষিদ্ধ হলেন ব্রেসওয়েল

স্পোর্টস ডেস্ক : নিষিদ্ধ মাদক কোকেন সেবনের দায়ে ক্রিকেট থেকে এক মাসের জন্য নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন নিউজিল্যান্ডের ফাস্ট বোলার ডগ ব্রেসওয়েল। এ বছরের জানুয়ারিতে সেন্ট্রাল স্ট্যাগস ও ওয়েলিংটনের মধ্যকার টি২০ ম্যাচের সময় ৩৪ বছর বয়সী ব্রেসওয়েলের দেহে নিষিদ্ধ মাদকের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। ঘরোয়া টুর্ণামেন্টের ঐ ম্যাচে ২১ রানে ২ উইকেট নিয়ে ব্রেসওয়েল ম্যাচ সেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১১ বলে তিনি ৩০ রানও সংগ্রহ করেছিলেন। স্পোর্টস ইন্টিগ্রিটি কমিশন জানিয়েছে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই ব্রেসওয়েল মাদক সেবন করেছিলেন। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করায় শাস্তির পরিমান প্রথমে তিন মাস থাকলেও পরবর্তীতে তা কমিয়ে একমাস করা হয়েছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ব্রেসওয়েলের এক মাসের নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শুরু হয়েছে।

ইতালিকে ৩-১ গোলে হারালো ফ্রান্স

স্পোর্টস ডেস্ক : উয়েফা নেশনস লিগে গ্রুপ এ-২ তে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে ছিল ফ্রান্স ও ইতালি। গত রোববার গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। এই ম্যাচে ইতালিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে গেছে ফরাসিরা। অন্যদিকে রানার্সআপ হয়ে সেরা আটে গেছে ইতালি। ৬ ম্যাচে ফ্রান্সের পয়েন্ট ১৩। সমান ম্যাচে ইতালির পয়েন্টও ১৩। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় শীর্ষে আছে ফ্রান্স। ৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে আছে বেলজিয়াম ও ইসরায়েল। গত রোববার ফ্রান্সকে আতিথেয়তা দেয় ইতালি। অ্যাওয়ে ম্যাচে মাত্র ২ মিনিটে প্রথম গোলের দেখা পায় ফ্রান্স। লুকাস ডিগনির দারুণ পাসে ইতালির জাল খুঁজে বের করেন আদ্রিয়েন র্যাবিয়ট। ৩৩ মিনিটে ভুল করে নিজেদের জালে বল জড়িয়ে দেন ইতালির গার্গালিয়েমো ভিকারিও। স্বাগতিকদের আত্মঘাতী গোলে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় ফরাসিরা। ২ মিনিট পর এক গোল শোধ করে ইতালি। ফ্রান্সের জালে বল জমা করেন আদ্রিয়া কামবিয়াসো। এতে ব্যবধান কমে আসে ২-১ এ। ৬৫ মিনিটে আবারও র্যাবিয়টের স্ট্রাইকে জাল কাঁপে ইতালির। এবারও তাকে অ্যাসিস্ট করেন ডিগনি। এতে ফ্রান্স এগিয়ে যায় ৩-১ ব্যবধানে। শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল না হওয়ায় এই ব্যবধানেই জয় নিশ্চিত হয় ফরাসিদের। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ৫০তম ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন র্যাবিয়ট ও ডিগনি। র্যাবিয়ট অন্যরকম হাফসেঞ্চুরির ম্যাচ রঙিন করেছেন জোড়া গোলে। আর ডিগনি ৫০তম ম্যাচ মাতিয়েছেন জোড়া অ্যাসিস্টে।

সিডনি স্টেডিয়ামের যাদুঘরে গ্লাভস-জার্সি দান করলেন রিজওয়ান

স্পোর্টস ডেস্ক : দারুণ এক উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন সাদা বলে পাকিস্তানের অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ান। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ শেষে নিজের গ্লাভস এবং জার্সি দান করে দিয়েছেন তিনি। রিজওয়ানের এমন মহৎ কাজে ক্রিকেটবিশ্বে বইছে প্রশংসার জোয়ার। মানুষ হিসেবে প্রশংসা কুড়াচ্ছেন রিজওয়ান। ক্রিকেটের মাঠে ২২ গজে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব নিয়েই খেলেন ক্রিকেটাররা। তবে এর বাইরে দিনশেষে সবাই মানুষ। ফলে মানবতা, মহানুভবতা কিংবা উদারতার বহু দৃষ্টান্তও হারহামেশাই স্থাপন করে থাকেন ক্রিকেটাররা। সেই সাথে তাদের কাজ অনুপ্রাণিত করতে পারে বিশ্বে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা তাদের লাখো সমর্থককে। সাদা বলের সিরিজ খেলতে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া সফরে আছে পাকিস্তান দল। এই সিরিজ দিয়েই পাকিস্তানের ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে যাত্রা শুরু করেছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি খেলার পর নিজের গ্লাভস এবং জার্সি সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডের জাদুঘরের জন্য দান করে দিয়েছেন তিনি। রিজওয়ানের এমন মহৎ কাজের জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছে সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড ম্যানেজমেন্ট। এক বার্তায় তারা লিখেছে, 'ধন্যবাদ মোহাম্মদ রিজওয়ান। ১৬ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ শেষে পাকিস্তানের অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ান নিজের এক জোড়া গ্লাভস এবং একটি জার্সি সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডের জাদুঘরকে দান করেছেন।' মাঠের ক্রিকেটে যেমনই হোক, মানুষ হিসেবে রিজওয়ানের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। মাঠের বাইরে এমন নানা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বহু আগেই সমর্থকদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন রিজওয়ান। সে জায়গা যেন এবার আরও একটু পোক্ত হল। এমনিতে অস্ট্রেলিয়া সফরকে আলাদা করে মনে রাখার কথা রিজওয়ানের। পূর্ণ মেয়াদে পাকিস্তানের অধিনায়ক হিসেবে এটিই প্রথম সিরিজ তার। এসেই টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-১ ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে পাকিস্তান। প্রথম ম্যাচে হারার পর বাকি দুই ম্যাচে দারুণ জয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতে নিয়েছে সিরিজ।

পার্থ টেস্টে থাকছেন না রোহিত

স্পোর্টস ডেস্ক : অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আগামী ২২ নভেম্বর থেকে পার্থের অপটাস স্টেডিয়ামে শুরু হওয়া বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির প্রথম টেস্টে খেলছেন না ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা। দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের কারনে স্ত্রী রিতিকার পাশে থাকার উদ্দেশ্যে রোহিত দেশে ফিরে গেছেন। আগামী ৬ ডিসেম্বর এডিলেডে দিবা-রাত্রির দ্বিতীয় টেস্টের আগে রোহিত পুনরায় দলে যোগ দিবেন। ব্যক্তিগত কারনের বিষয়টি আগেই বিসিসিআই ও জাতীয় নির্বাচকদের অবহিত করেছিলেন রোহিত। যদিও নিয়মিত অধিনায়ককে শেষ মিনিট পর্যন্ত ধরে রেখেছিল বিসিসিআই। এডিলেড টেস্টকে সামনে রেখে আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ান প্রাইম মিনিস্টার্স একাদশের বিপক্ষে গোলাপি বলের অনুশীলন ম্যাচে রোহিত খেলতে পারবেন বলে বিসিসিআইকে জানিয়েছেন। রোহিতের অনুপস্থিতিতে পার্থ টেস্টে ভারতকে নেতৃত্ব দিবেন সহ-অধিনায়ক জাসপ্রিত বুমরাহ। এর আগে ২০২১-২২ সালে ইংল্যান্ড সফরে এজবাস্টনে পঞ্চম টেস্টে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বুমরাহ। ঐ সময় রোহিত কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন। রোহিত ছাড়াও পার্থ টেস্টে আঙ্গুলের ইনজুরির কারনে খেলতে পারছেন না শুভমান গিল। কেএল রাহুল ও নতুন খেলোয়াড় অভিমান্যু ঈশ্বরনের মধ্যে যেকোন একজন যশ্বসী জয়সওয়ালের সাথে ইনিংস সূচনা করবেন। তবে এখন ধারণা করা হচ্ছে দুজনেই প্রথম একাদশে খেলার সুযোগ পাবেন। প্রথম টেস্ট শুরু হতে এখনো চারদিন বাকি। এবারই প্রথমবারের মত প্রধান কোচ গৌতম গাম্ভীরের অধীনে বিদেশের মাটিতে ভারত টেস্ট সিরিজ খেলতে মাঠে নামছে।

ব্রাজিলে ফাইনাল খেলার মাঝেই বোমা হামলা

স্পোর্টস ডেস্ক : ব্রাজিল ফুটবলের ঘরোয়া কাপ আসর কোপা দো ব্রাজিলের খেলার মাঝেই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। অ্যাতলেটিকো মিনেইরো এবং ফ্ল্যামেঙ্গোর মধ্যকার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ঘটে এই ঘটনা। বেলো হরিজেন্তের এমআরভি স্টেডিয়ামে এই হামলায় এক ফটো সাংবাদিক আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম। খেলা শুরুর আগে থেকেই দুই দলের সমর্থকদের মাঝে সংঘাতের কথা চাউর হয়েছিল। অ্যাতলেটিকো মিনোইরোর প্রথম লেগের ম্যাচে হেরেছিল ৩-১ ব্যবধানে। এরপরেই দ্বিতীয় লেগের খেলাকে কেন্দ্র করে ফ্ল্যামেঙ্গো ভক্তদের ওপর ম্যাচের আগে থেকেই চড়াও হয়েছিল মিনেইরো ভক্তরা।

লাইফস্টাইল

চিনি খাওয়ার অপকারিতা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : চিনি ছাড়া একটি দিনও চলা মুশকিল। প্রতিদিনের চা কিংবা কফি, বাড়িতে অতিথি এলে তার আপ্যায়নে শরবত কিংবা মিষ্টান্ন, যা-ই তৈরি করুন না কেন, চিনির প্রয়োজন হবেই। অনেকেই মিষ্টি খাবার খেতে বেশি ভালোবাসেন, বিশেষ করে শিশুরা চিনির তৈরি খাবার বেশি পছন্দ করে। এক্ষেত্রে চিনি বাদ দেওয়া মোটামুটি অসম্ভব হয়ে যায়। কিন্তু আপনি কি জানেন যে চিনি খাওয়ার অনেক অপকারী দিক রয়েছে? শুধু শরীরে নয়, মনেও পড়ে এর ক্ষতিকর প্রভাব। চিনি কীভাবে মেজাজ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে তা ব্যাখ্যা করে সাম্প্রতিক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তথ্য দিয়েছেন ভারতীয় পুষ্টিবিদ কারিশমা শাহ। তার দেওয়া তথ্য অনুসারে চিনি আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই চিনি খাওয়ার আগে খেতে হবে বুঝেশুনে। পুষ্টিবিদ কারিশমা শাহ বলেন, আপনি যদি নিয়মিত অতিরিক্ত চিনি খেতে থাকেন তবে তা আপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে পারে। অতিরিক্ত পরিমাণে চিনি খাওয়ার ফলে মেজাজের পরিবর্তন, উদ্বেগ এবং হতাশা দেখা দিতে পারে। তাই চিনি খেলেও খেতে হবে পরিমাণ বুঝে। অতিরিক্ত চিনি দেওয়া কোনো খাবারই খাওয়া যাবে না। এটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর তো হবেই, সেইসঙ্গে মানসিক অস্থিরতারও কারণ হয়ে দাঁড়াবে। চিনি খেলে তা সাময়িক মন ভালো রাখতে পারে। কারণ ডোপামিনের দ্রুত মুক্তির কারণে চিনি মেজাজ এবং এনার্জি বাড়িয়ে তুলতে পারে। কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ নয়, কিছু সময় পর এই মাত্রাতিরিক্ত চিনি খাওয়ার কারণে ক্লান্ত, খিটখিটে এবং স্ট্রেস অনুভব হতে পারে। তাই চিনি খাওয়ার অভ্যাসের দিকে খেয়াল দিতে হবে। শিশু জিদ করলেও তাকে অতিরিক্ত চিনি বা চিনিযুক্ত খাবার খেতে দেওয়া যাবে না। যারা মাথা যন্ত্রণায় ভুগছেন তারা চিনি খাওয়ার পরিমাণের দিকে খেয়াল করুন। অতিরিক্ত চিনি আপনার শরীরে প্রবেশ করছে না তো? কারণ পুষ্টিবিদের মতে, অতিরিক্ত চিনি খেলে সে কারণে মাথা যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কের প্রদাহ বৃদ্ধির কারণে হতাশা এবং অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

দাঁতের দাগ দূর করার ঘরোয়া উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : সুন্দর দাঁত পাওয়া আমাদের সবারই আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু অনেক সময় যত্নের অভাবে কিংবা আরও অনেক কারণে দাঁতে দাগ সৃষ্টি হতে পারে। সেই দাগের কারণে দাঁতের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। আবার অনেক সময় তা দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর হতে পারে। অনেকে বাজার থেকে কেনা বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করেন দাঁতের দাগ দূর করার জন্য। কিন্তু এটি দাঁতের ক্ষতি বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই এক্ষেত্রে ঘরোয়া উপাদান ব্যবহার করাই সবচেয়ে ভালো। চলুন জেনে নেওয়া যাক দাঁতের দাগ দূর করার ঘরোয়া উপায়- টুথপেস্টের সঙ্গে বেকিং সোডা ব্যবহার : প্রতিদিন দাঁত ব্রাশ করার ক্ষেত্রে টুথপেস্ট ব্যবহার করেন নিশ্চয়ই? এক্ষেত্রে পেস্টের সঙ্গে মিশিয়ে নিন সামান্য বেকিং সোডা। কারণ কেবল খাবার তৈরিতেই নয়, দাঁত পরিষ্কার করার ক্ষেত্রেও বেকিং সোডা দারুণ কার্যকরী। নিয়মিত এভাবে দাঁত মাজলে দাঁত চকচকে হতে সময় লাগবে না। সেইসঙ্গে দূর হবে দাঁতের দাগও। প্রতিদিন দুইবার এভাবে দাঁত মাজলে উপকার পাবেন দ্রুতই।

লেবু আর বেকিং সোডা : দাঁতের যত্নে আরেকটি কার্যকরী উপাদান হতে পারে লেবু আর বেকিং সোডা। সেজন্য সমপরিমাণ লেবুর রস ও বেকিং সোডা মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর সেই মিশ্রণ দিয়ে দাঁত মাজতে হবে। এভাবে ব্যবহার করলে দাঁতের দাগ তো দূর হবেই, সেইসঙ্গে দাঁত হবে আরও বেশি ঝকঝকে। তাছাড়া ভালো থাকবে দাঁতের স্বাস্থ্যও। তাই এদিকে খেয়াল রাখুন।

অ্যালোভেরা ব্যবহারের আগে যা জানা জরুরি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : অ্যালোভেরার নানা ধরনের ব্যবহারের সঙ্গে আমরা পরিচিত। এর ঔষধি গুণ সম্পর্কেও সবাই জানে। কেউ ওজন কমানোর প্রচেষ্টা হিসেবে অ্যালোভেরা বেছে নেন, কেউ আবার ত্বক সুন্দর রাখার জন্য রূপচর্চার অংশ করে নেন এই উপাদানকে। এর রয়েছে অনেক গুণ। যেমন ভিটামিন এ, সি, ই, ফলিক অ্যাসিড, কোলিন, বি ওয়ান, বি টু, বি থ্রি এবং বি সিক্স পাওয়া যায় অ্যালোভেরায়। অ্যালোভেরায় আরও থাকে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক, ক্রোমিয়াম, সেলেনিয়াম, সোডিয়াম, আয়রন, পটাশিয়াম, কপার ও ম্যাঙ্গানিজসহ প্রায় ২০ ধরনের খনিজ পদার্থ। এত উপকারিতা থাকার পরও অ্যালোভেরা সবার জন্য উপকারী না-ও হতে পারে। অনেক সময় আমরা এর সঠিক ব্যবহার না জেনেই ব্যবহার করি, যে কারণে তা ক্ষতির কারণ হতে পারে। অ্যালোভেরা যেমন উপকারী, তেমন ক্ষতিকরও হতে পারে। এর রয়েছে অনেকগুলো বিষাক্ত প্রজাতিও। ভুল করে যদি সেগুলোর কোনো একটি ব্যবহার করেন বা খেয়ে ফেলেন তাহলে তা আপনার ত্বক এবং পেট উভয়েরই ক্ষতি করবে। তাই অ্যালোভেরা ব্যবহার বা খাওয়ার আগে সেটি আসলেই উপযুক্ত কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন। নয়তো অজান্তেই নিজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারেন। অ্যালোভেরা খাওয়ার সময় অনেকেই এর পরিমাণ সম্পর্কে জানেন না। কেউ কেউ অ্যালোভেরার শাঁস দিয়ে শরবত তৈরি করে খান। রাস্তার পাশের দোকানগুলোতেও এ ধরনের শরবত বিক্রি হতে দেখা যায়। কিন্তু একবারে অনেকখানি অ্যালোভেরা পেটে গেলে তা ক্ষতির কারণ হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একবারে এক গ্রামের বেশি অ্যালোভেরা খেলে তা কিডনির সমস্যা তৈরি করতে পারে। এতে থাকা ল্যাটেক্স ডায়রিয়া বা পেটের সমস্যার কারণ হতে পারে। অনেকেই আছেন যারা ত্বকের যত্নে অ্যালোভেরা ব্যবহার করেন। এটি এই কাজে বেশ উপকারীও। তবে ত্বকের যত্নে কাজে লাগানোর আগে এর ব্যবহার সম্পর্কে ভালো করে জেনে নিতে হবে। অ্যালোভেরা কখনোই সরাসরি মুখে ব্যবহার করবেন না। এর হলুদ অংশ মুছে মুখে লাগাতে হবে। এতে থাকা হলুদ পদার্থ ক্ষতিকর। এটি খেলে পেটে ব্যথা হতে পারে। তাই এগুলো মাথায় রাখুন।

পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিন্ড্রোম নিয়ন্ত্রণের উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া তথ্য অনুসারে, পিসিওডি বা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিন্ড্রোমে বিশ্বজুড়ে অনেক নারী। এটি হলো এমন একটি শারীরিক সমস্যা যা নারীর শরীরে হরমোনাল ইমব্যালান্স সৃষ্টি করে। এই সমস্যার কারণে শরীরে অ্যান্ড্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে নারীর ওভারিতে ছোট ছোট সিস্টের সৃষ্টি হয়। এর ফলে পিরিয়ডের সমস্যা দেখা দেয়। মূলত অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের কারণে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিন্ড্রোমের সমস্যা দেখা দেয়, এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই জীবনযাপনের ধরন ও খাবারের অভ্যাসে পরিবর্তন আনলে এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। পিসিওডিকে পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব না হলেও এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। চলুন জেনে নেওয়া যাক, এপিসিওডি বা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিন্ড্রোম নিয়ন্ত্রণের উপায়- ১. শরীরচর্চা : নিয়মিত শরীরচর্চা করুন। এটি আপনাকে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিন্ড্রোমের মতো সমস্যা থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করবে। নিয়মিত শরীরচর্চা করার ফলে শরীরে ইনসুলিন রেসিসটেন্স ক্ষমতা বাড়ে। যে কারণে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা অনেকটা সহজ হয়।

শিশুকে খাওয়ান এই ৪ খাবার অকালে চুল পাকা রোধ হবে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : অকালে চুল পাকা রোধ করতে খাবারের দিকে মনোযোগী হওয়া জরুরি। কারণ আমাদের প্রতিদিনের খাবার অকালে চুল পাকার সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। আবার কিছু খাবার আছে যেগুলো খেলে অকালে চুল পাকা রোধ হয়। ছোটবেলা থেকে খাবারের প্রতি নজর রাখতে হবে। এতে এই সমস্যা থেকে দূরে থাকা সহজ হবে। ফলে অকালে চুল পাকা দেখা দেওয়ার ভয় থাকবে না। শিশু যেহেতু নিজের যত্ন নিজে বোঝে না, তাই বড়দের এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। শিশুকে খেতে দিতে হবে এক্ষেত্রে সহায়ক খাবার।

চলুন জেনে নেওয়া যাক, অকালে চুল পাকা রোধে কী শিশুকে কী খেতে দেবেন- সবুজ শাক-সবজি : শিশুর জন্য উপকারী একটি খাবার হলো সবুজ রঙের শাক-সবজি। এ ধরনের খাবার নিয়মিত খাওয়ালে শিশুর অকালে চুল পাকার সমস্যা দূর হয়। তাই শিশুকে এ জাতীয় খাবার খেতে দিন। ব্রকলি, বাঁধাকপি, পালংশাক এবং বাঁধাকপির মতো সবুজ শাক-সবজিতে আয়রন, ফোলেট, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম এবং অন্যান্য পুষ্টি সমৃদ্ধ। যে কারণে এগুলো খেলে অকালে চুল পাকা রোধ হয়।

ডিম : শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় খাবারের একটি হলো ডিম। ডিমে থাকে প্রোটিন যা শিশুর চুল ভালো রাখতে কাজ করে। সেইসঙ্গে এতে থাকে প্রচুর ভিটামিন বি ১২, তাই ডিম খেলে তা অকালে চুল পাকা রোধ করতে কাজ করে। তাই শিশুকে ডিমের শুধু সাদা অংশ নয়, সম্পূর্ণ ডিম খেতে দিন। এতে উপকার পাওয়া যাবে। সয়াবিন : উদ্ভিদভিত্তিক প্রোটিনের একটি ভালো উৎস হলো সয়াবিন। শিশুকে নিয়মিত সয়াবিন খেতে দিলে তা তার নানা উপকার করবে। এতে থাকে নানা ধরনের পুষ্টি উপাদান ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এই উপাদান চুলের রং কালো রাখে। ফলে চুল অকালে চুল পাকা রোধ করে। তাই শিশুর খাবারের তালিকায় সয়াবিন রাখুন। মাশরুম : উপকারী একটি খাবার হলো মাশরুম। এতে থাকে পর্যাপ্ত কপার। নিয়মিত এই খাবার খেলে মেলানিন উৎপাদন ভালো হয়। এতে চুলের রং কালো রাখে। তাই শিশুর খাবারের তালিকায় নিয়মিত মাশরুম রাখতে হবে। এতে চুল অকালে পাকার ভয় থাকবে না। ডাল : বিভিন্ন প্রকার ডাল শিশুর চুল ভালো রাখতে কাজ করে। ডালে থাকে প্রচুর ভিটামিন বি ৯। তাই নিয়মিত শিশুকে ডাল খেতে দিলে তা অকালে চুল পাকার সমস্যা রোধ করে। সপ্তাহে অন্তত ২-৩ দিন শিশুকে ডাল খেতে দিন। এতে ডালে থাকা বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান শিশুর চুল ভালো রাখতে কাজ করবে।

ত্বকে নারিকেল তেল ব্যবহার করলে যেসব উপকার পাবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : নারিকেল তেল দিয়ে চুলের যত্ন নেওয়ার প্রচলন বহু পুরনো। এটি চুলে পুষ্টি জোগায়। তবে চুলের পাশাপাশি ত্বকেও ব্যবহার করা যায় নারিকেল তেল। এটি ত্বকের যত্নেও বেশ উপকারী। নিয়মিত মুখে নারিকেল তেল ব্যবহার করলে ত্বক উজ্জ্বল ও নিখুঁত হয়। তাই ত্বক সুন্দর রাখতে চাইলে নিয়মিত নারিকেল তেল ব্যবহার করতে হবে। রাতে পানি দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিন। এরপর শুকিয়ে নিয়ে দুই ফোঁটা নারিকেল তেল দিয়ে মুখে ম্যাসাজ করে নিন। এভাবেই ঘুমাতে যান। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ থেকে তেল ভালো করে মুছে নিন। এটি আপনার ত্বককে মসৃণ ও উজ্জ্বল করবে। আপনার যদি ত্বক ফাটার সমস্যা থাকে দিলে নারিকেল তেল ব্যবহার করলে উপকার পাবেন। মুখের যেকোনো ধরনের দাগ-ছোপ দূর করতে কাজ করে নারিকেল তেল। তাই এ ধরনের সমস্যা দূরে রাখতে নিয়মিত নারিকেল তেল ব্যবহার করুন। ত্বকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূর করতে কাজ করে নারিকেল তেল। এতে থাকা বিভিন্ন উপকারী উপাদান চুলকানি, ব্যাশ অন্যান্য ত্বকের সমস্যা দূর করতে ভীষণ ভাবে কার্যকরী। সেইসঙ্গে ত্বকের ট্যান দূর করতেও কাজ করে এই তেল। তাই এ ধরনের সমস্যা দূর করতে নিয়মিত ব্যবহার করতে পারেন নারিকেল তেল। নারিকেল তেল ব্যবহারের আগে আপনার ত্বকের ধরন বুঝে নিন। কারণ অনেক সময় ত্বকের ধরন না বুঝে ব্যবহার করলে অ্যালার্জি দেখা দিতে পারে। ত্বকে ফুসকুড়ি হতে পারে কিংবা ত্বকের ভেতর থেকে শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। তাই ত্বকে সরাসরি নারিকেল তেল ব্যবহার না করে তা ফেসপ্যাক বা অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে নিতে হবে।